হাদিস বোঝার মূলনীতি

أصول الحديث

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

SEAN PUBLICATION

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ড. আবু আমীনাহ্ বিলাল ফিলিপসের জন্ম ওয়েস্ট ইন্ডিজের জ্যামাইকায়। বেড়ে উঠেছেন কানাডায়। সেখানেই ১৯৭২ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। সৌদি আরবের মাদীনাহ্ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজের উপর তিনি বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ইসলামিক ধর্মতত্ত্বের উপর এমএ করেছেন রিয়াদ ইউনিভার্সিটি থেকে। ওয়েলস ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজের উপর পিএইচডি করেছেন।

সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আরবি ভাষা, দা'ওয়াহ্ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও এগুলোর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'প্রেস্টন ইউনিভার্সিটি, ইউএই', 'নলেজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ', 'অমদুরমান ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, সুদান' ইত্যাদি।

Islamic Online University প্রতিষ্ঠার সুবাদে জর্দানিয়ান পাবলিকেশন কর্তৃপক্ষ ড. বিলাল ফিলিপসকে "The 500 most influential muslims"-এর তালিকাতে স্থান দেয়। এ ইউনিভার্সিটিতে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো মানুষ বিনামূল্যে Diploma এবং টিউশন-ফি মুক্ত Bachelor of Arts প্রোগ্রামে পড়াশোনা করতে পারে। ড. বিলাল ফিলিপস সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন:www.bilalphilips.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময় মহান দয়ালু

হাদীস বোঝার মূলনীতি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভাষান্তর || জিয়াউর রহমান মুন্সী
সম্পাদনা || আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
শার‘ই সম্পাদনা || ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

পৃষ্ঠা সজ্জা || মাসুদ শরীফ
প্রচ্ছদ || মুহাম্মাদ শরীফুল আলম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাদীস বোঝার মূলনীতি

ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস

অনুবাদ

জিয়াউর রহমান মুন্সী

শারঈ সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাদীস বোঝার মূলনীতি
ড. আবু আমীনাহ্ বিলাল ফিলিপস
গ্রন্থস্বত্ব © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম বাংলা সংস্করণ
সফর ১৪৩৮ হিজরি। নভেম্বর ২০১৭
চতুর্থ মুদ্রণ যুল হিজ্জা ১৪৪১। জুলাই ২০২০
ISBN: 978-984-91682-7-0
www.seanpublication.com

'Hadith Bojhar Mulniti'—Bengali version of Usool Al-Hadeeth by Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, translated by Jiaur Rahman Munshi, edited by Abu Tasmiya Ahmed Rafique, reviewed by Dr. Manzur-E-Elahi, published by Sean Publication Limited of Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার ঢাকা।
+৮৮০ ১৭৫ ৩৩ ৪৪ ৮১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভেতরের পাতায়

সংজ্ঞা ৯
হাদীস শব্দের ব্যবহার ৯
হাদীসের গুরুত্ব ১১
হাদীস ও সুন্নাহ ১৫

হাদীস সঙ্কলন ১৭
নাবী ﷺ-এর যুগ ১৭
সাহাবায়ে কেরামের যুগ ১৮
তাবি'ঈদের যুগ (হিজরী প্রথম শতক) ২১
তাবিউত তাবি'ঈনদের যুগ ২৩
সহীহ্ হাদীস সঙ্কলনের যুগ (হিজরী তৃতীয় শতক) ২৩
হাদীস লিপিবদ্ধকরণের বিভিন্ন যুগ ২৪
হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী ২৫

প্রজন্ম পরম্পরায় হাদীসের জ্ঞান ৩১
তাহাম্মুলুল ইল্ম ৩১
আরদ, শিক্ষকের সামনে ছাত্রদের পঠন ৩২
ইজাযাহ, অন্যদের নিকট হাদীস বর্ণনার অনুমতি ৩৩
মুনাওয়ালাহ, গ্রন্থ দান ৩৩
কিতাবাহ, পত্র যোগাযোগ ৩৩
ই'লাম, ঘোষণা ৩৪
ওসিয়্যাহ, উইলের মাধ্যমে গ্রন্থ দান ৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ওজাদাহ, গ্রন্থ আবিষ্কার ৩৪
হাদীস বর্ণনার পরিভাষা ৩৪
হাদীস পাঠচক্রে হাজিরা ৩৫
সনদের ক্রমবিকাশ ৩৭
সাহাবীদের যুগ ৩৭
কেন এই প্রয়াস? ৩৮
তাবি'ঈদের যুগ ৩৯
বর্ণনা পরম্পরা ৪১
ইসনাদের ধরন ৪৩
ইসনাদ পদ্ধতির উৎস ৪৪

শ্রেণিবিন্যাস ৪৭
সহীহ হাদীস ৫০
হাসান হাদীস ৫৫
দ'ঈফ হাদীস ৬০
হাদীস প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণঃ ৬২
বর্ণনাকারীদের মধ্যকার ত্রুটি ৮২
মাওদূ' (জাল) ৮৩
হাদীস জালকরণের নেপথ্য কারণ ৮৪
তাফসীর গ্রন্থসমূহে জাল হাদীস ৯৬

আপাত বিরোধী হাদীস ১০১
জামা' (সমন্বয় সাধন ও সাদৃশ্য বিধান) ১০১
তারজীহ (প্রাধান্য প্রদান) ১০৪
নাসখ (রহিতকরণ) ১০৫

হাদীস মূল্যায়ন ১০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাদীসের স্তরবিন্যাস ১২১
মুতাওয়াতির (ধারাবাহিকভাবে বিপুল সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত) ১২১
আহাদ (একক) হাদীস ১২২

হাদীস সাহিত্য ১৪৫
ইমাম মালিকের মু'আত্তা ১৪৬
মুসনাদ গ্রন্থাবলী ১৪৭
মুসান্নাফ গ্রন্থাবলী ১৫৫
সুনান গ্রন্থাবলী ১৬৩
মু'জাম গ্রন্থাবলী ১৭৮
জামি' গ্রন্থাবলী ১৭৯
হাদীস সঙ্কলনসমূহের স্তর বিন্যাস ১৮১

বর্ণনাকারীদের জীবনচরিতের বই ১৮৫
সাধারণ গ্রন্থাবলী ১৮৭
বিশেষ গ্রন্থাবলী ১৮৯

হাদীস শাস্ত্রের নারী বিশেষজ্ঞ ২০১

পরিশিষ্ট ১ .... ২১১

পরিশিষ্ট ২ .... ২১৮

পরিশিষ্ট ৩ .... ২২০

গ্রন্থপঞ্জী ২২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১

সংজ্ঞা

আরবি 'হাদীস'(حَدِيثٌ) শব্দটি দ্বারা মূলত 'কোনো সংবাদ, কথোপকথন, কাহিনী, গল্প কিংবা বিবরণী'কে বুঝানো হয়– হোক তা ঐতিহাসিক কিংবা কিংবদন্তী, সত্য কিংবা মিথ্যা, বর্তমান কিংবা অতীতের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিশেষণ হিসেবে এর আরেকটি অর্থ হলো 'নতুন'; সেই অর্থে হাদীস শব্দের বিপরীত শব্দ ক্বাদীম (পুরাতন)। তবে আরবি অন্যান্য অনেক শব্দের ন্যায় (যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম) ইসলামের ব্যবহারিক পরিভাষায় হাদীস শব্দটিও সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করেছে। এ শব্দটি নতুন এই মাত্রা গ্রহণ করে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগ থেকে। তাঁর আবির্ভাবের পর পৃথিবীর অন্য সব ঘটনা ও আলোচনার ওপর তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও তাঁর আলোচনা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে হাদীস পরিভাষাটি বিশেষত সেসব বর্ণনা বুঝাতে ব্যবহৃত হতে শুরু করে– যেগুলোতে নাবী ﷺ-এর কোনো কার্যধারা কিংবা তাঁর কোনো বক্তব্য সন্নিবিষ্ট রয়েছে।[১]

হাদীস শব্দের ব্যবহার

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে হাদীস শব্দের যতগুলো অর্থ হতে পারে তার প্রায় সব ক'টি অর্থেই হাদীস শব্দটি কুরআন[২] ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নোক্ত তিনটি প্রকার হলো হাদীস শব্দের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যবহার। এ শব্দটির অর্থ হলোঃ

স্বয়ং কুরআন

﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ﴾

---

[১] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১ ও স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি এন্ড লিটারেচার, পৃ, ১–৩।

[২] হাদীস শব্দটি কুরআনে ২৩ বার উল্লিখিত হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

« তাই (হে নাবী!) এ 'হাদীস' (অর্থাৎ কুরআন) যারা অস্বীকার করে তাদের বিষয়টি আমার ওপর ছেড়ে দাও। »[৩]

[সূরা আল ক্বালাম, ৬৮: ৪৪]

ان احسن الحديث كتاب الله

| "নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম 'হাদীস' (বাণী) হলো আল্লাহর কিতাব।"[৪]

ঐতিহাসিক কাহিনী

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾

« তোমার নিকট কি মূসার 'হাদীস' (কাহিনী) পৌঁছেছে? »

[সূরা ত্বা-হা, ২০: ৯]

حدثوا عن بنى اسرائيل و لا حرج

| "তোমরা বনী ইসরাঈলদের (ইসরাঈলের সন্তান) ঘটনাবলী বর্ণনা করতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।"[৫]

সাধারণ কথোপকথন

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾

« আর যখন নাবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি 'হাদীস' (কথা) বলেছিলেন। »

[সূরা আত তাহরীম, ৬৬: ৩]

من استمع الى حديث قوم و هم له كارهون او يفرون منه صب فى اذنه الانك

---

[৩] কুরআন মাজীদ।

[৪] হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপঃ

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول فى خطبته بعد التشهد ان احسن الحديث كتاب الله عز و جل و احسن الهدى هدى محمد

সহীহ মুসলিম, ও মুসনাদু আহমাদ, নং ১৩,৯০৯, সিডি; হাদীসের উপরোক্ত শব্দাবলী মুসনাদু আহমাদ গ্রন্থে উল্লিখিত।

[৫] সহীহ বুখারীতে বর্ণীত হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপঃ

عن عبد الله بن عمرو ان النبى صلى الله عليه و سلم قال بلغوا عنى و لو اية و حدثوا عن بنى اسرائيل و لا حرج و من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

> “সে ব্যক্তির কানে গলিত তামা ঢেলে দেয়া হবে যে এমন লোকদের ‘হাদীস’ (কথোপকথনে) আড়ি পাতে—যারা তার আড়ি পাতাকে অপছন্দ করে কিংবা তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়।”[৬]

হাদীস বিশেষজ্ঞদের পরিভাষায়, ‘নাবী ﷺ থেকে তাঁর কথা, কাজ, মৌন সমর্থন কিংবা শারীরিক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত যা কিছুই বর্ণিত হয়েছে– তা সবই হাদীস হিসেবে পরিগণিত’। তবে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা নাবী ﷺ-এর দৈহিক গঠন সংক্রান্ত বক্তব্যসমূহকে হাদীসের পরিধির অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না।

হাদীসের গুরুত্ব

ওয়াহী

নাবী ﷺ-এর বক্তব্য ও কার্যাবলীর মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওয়াহী; আর এ কারণে কুরআনের পর হাদীসকে ইসলামের মৌলিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা নাবী ﷺ সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾

« সে নিজের খেয়ালখুশী মতো কথা বলে না। তা ওয়াহী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তাঁর কাছে প্রত্যাদেশ করা হয়। »

[সূরা আন নাজম, ৫৩: ৩–৪]

সুতরাং হাদীস হলো আসমানী হিদায়াতের একটি ব্যক্তিকেন্দ্রীক উৎস– যা আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে প্রদান করেন; আর আইনগত দিক থেকে তা স্বয়ং কুরআনেরই অনুরূপ। নাবী ﷺ তাঁর একটি সংরক্ষিত বক্তব্যে এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করেছেন—

> “নিঃসন্দেহে আমাকে কুরআন কুরআনের অনুরূপ আরেকটি জিনিষ প্রদান করা হয়েছে।”[৭]

---

[৬] সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপঃ

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين و لن يفعل و من استمع الى حديث قوم و هم له كارهون او يفرون منه صب فة اذنه الانك يوم القيامة و من صور صورة عذب و كلف ان ينفخ فيها و ليس بنافخ

[৭] হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপঃ

عن المقدام بن معدى كرب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال الا انى اوتيت الكتاب و مثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلى و لا كل ذى ناب من السبع و لا لقطة معاهد الا ان يستغنى عنها صاحبها و من نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কুরআনকে যে আল্লাহ হিফাজত করেছেন তা আমরা সকলেই জানি। তবে কুরআন হিফাজতের অর্থ কেবল কুরআনের শব্দাবলীকে পরিবর্তনের হাত থেকে সুরক্ষা দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শুধু শব্দ সুরক্ষার মধ্যে বিষয়টি সীমিত থাকলে এর দ্বারা কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সফল হতো না; কারণ, মানুষ কুরআনের শব্দাবলীকে অবিকৃত রেখে তার অর্থ ও ব্যাখ্যাকে নিজের ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে নিতে পারে। তাই স্বয়ং নাবী ﷺ-এর ওপর কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা প্রদান করার দায়িত্ব অর্পণ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মৌলিক অর্থসমূহকেও বিকৃতির হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করেছেন। কুরআনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾

« আর এ বাণী আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষদের সামনে সেই শিক্ষা ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। »

[সূরা আন নাহল, ১৬: ৪৪]

অতএব কোনো ব্যক্তি কুরআনের অর্থ বুঝতে চাইলে তাকে অবশ্যই এ আয়াত প্রসঙ্গে নাবী ﷺ কী বলেছেন তা বিবেচনায় রাখতে হব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুরআনের দুই নং সূরা আল বাকারা'র ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কিভাবে সালাত কায়েম করতে হবে, কতটুকু পরিমাণ যাকাত দিতে হবে সে বিষয়ে কুরআনে কিছু বলেননি। তাই এসব নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করতে হলে এ ব্যাপারে অবশ্যই নাবী ﷺ-এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। সালাত ও যাকাত সম্পর্কে নাবী ﷺ অনেক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সেগুলোর এক জায়গায় তিনি তাঁর উম্মাতকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছেন:

> "তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখো, সেভাবে সালাত আদায় করো"[৮]

সুনানু আবী দাউদ।

[৮] হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপঃ

مالك بن الحويرث قال اتينا النبي صلى الله عليه و سلم و نحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين ليلة و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم رفيقا فلما ظن انا قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا سالنا عمن تركنا بعدنا فاخبرناه قال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم و علموهم و مروهم و ذكر اشياء احفظها او لا احفظها و صلوا كما رايتموني اصلى فاذا حضرت الصلوة فليؤذن لكم احدكم و ليؤمكم اكبركم

সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃ, ৩৪৫, নং ৬০৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এবং সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত সম্পদ একবছর কারও কাছে থাকলে [৯] তার শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত প্রদান করতে হবে।

আইন-কানুন

লোকদের মধ্যকার বিবাদ–বিসংবাদের বিচার ফায়সালা করে দেয়া ছিল নাবী ﷺ-এর প্রধানতম দায়িত্ব। যেহেতু তাঁর সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তি ছিল ওয়াহী তাই সেগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারকার্য পরিচালনার মূলনীতিসমূহের একটি প্রধান উৎস হিসেবে অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। ঈমানদারদের এ দায়িত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলাও কুরআনে বলেছেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾

« হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের আর তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীলদের। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। »

[সূরা আন নিসা, ৪: ৫৯]

---

[৯] কোন সম্পদ কী পরিমাণ থাকলে তার যাকাত কখন দিতে হবে—এ ব্যাপারে নবী ﷺ বেশ কয়েকটি প্রামাণ্য হাদীসে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। আলী ইবনু আবী তালিবের নিম্নোক্ত বর্ণনাটি সেসব হাদীসের অন্যতমঃ

عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: "فاذا كانت لك ماتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم و ليس عليك شيئ يعنى فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فاذا كان لك عشرون دينارا و حال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا ادرى اعلى يقول فبحساب ذلك او رفعه الى النبى صلى الله عليه و سلم و ليس فى مال زكاة حتى يحول عليها الحول الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم ليس فى مال زكاة حتى يحول عليها الحول"

'আলী ইবনু আবী তালিব আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, "যদি তোমার কাছে ২০০ দিরহাম থাকে এবং তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে এর জন্য ৫ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। তার অতিরিক্ত কোনো যাকাত তোমাকে প্রদান করতে হবে না, যতক্ষণ না তুমি ২০ দিনারের মালিক হও এবং তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়; এ ক্ষেত্রে তোমাকে অর্ধেক দিনার যাকাত দিতে হবে। এর বাড়তি যা হবে– তা এভাবেই হিসেব করতে হবে। আর কোনো সম্পদের ওপর যাকাত নেই, যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়।" (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ২, পৃ, ৪১১, নং ১৫৬৮; নাসিরুদ্দীন আলবানী তার সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃ, ৪৩৬, নং ১৫৭৩) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থায় স্বচ্ছন্দ ও গতি সঞ্চার করার জন্য হাদীস অনুসরণ অনিবার্য।

নৈতিক আদর্শ

যেহেতু নাবী ﷺ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সরাসরি ওয়াহী দ্বারা পরিচালিত ছিলেন, তাই তাঁর চরিত্র ও সামাজিক আচার ব্যবহার কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিমের জন্য নৈতিক আচরণের সর্বোত্তম উদাহরণ। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছেঃ

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

« নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে একটি উত্তম আদর্শ"। »

[সূরা আল আহযাব, ৩৩: ২১]

এরই ফলে হাদীস গ্রন্থাবলীতে নাবী ﷺ-এর প্রাত্যহিক জীবনের যেসব বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে রয়েছে সদাচরণের একটি আদর্শ নমুনা। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা ؓ-কে তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'কুরআনই হলো তাঁর চরিত্র।'[১০]

ইসলামের সুরক্ষা

নাবী ﷺ-এর যুগের আগ পর্যন্ত কোনো মানুষের বক্তব্য বর্ণনা, সংগ্রহ ও সমালোচনা সংক্রান্ত জ্ঞানের শাখাটি ছিল বিশ্ববাসীর নিকট অজানা একটি অধ্যায়। মূলত জ্ঞানের এ ধরনের নির্ভরযোগ্য কোনো শাখা না থাকার কারণেই পূর্বেকার নাবী রাসূলদের বাণীসমূহ পরবর্তী পর্যায়ে হারিয়ে গিয়েছে কিংবা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। তাই এটা বলা যায় যে, প্রধানত হাদীস শাস্ত্রের কারণেই ইসলামের চূড়ান্ত বার্তা সব সময় আদি বিশুদ্ধতাসহ সুরক্ষিত রয়েছে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

---

[১০] হাদীসটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নিম্নরূপঃ

عن سعد بن هشام بن عامر قال اتيت عائشة فقلت يا ام المؤمنين اخبرني عن خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت كان خلقه القران اما تقرا القران قول الله عزوجل و انك لعلى خلق عظيم قلت فانى اريد ان اتبتل قالت لا تفعل اما تقرا لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد ولد له

মুসনাদু আহমাদ, নং ২৩৪৬০, সিডি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

« আমিই এই স্মারক (কুরআন) নাযিল করেছি, আর আমিই এর সংরক্ষণকারী। »

[সূরা আল হিজর, ১৫: ৯]

হাদীস ও সুন্নাহ

অনেক ক্ষেত্রেই 'হাদীস' শব্দটি 'সুন্নাহ' শব্দের প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে, যদিও উভয়ের অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আরবি অভিধান বিশারদদের মতে, সুন্নাহ শব্দের অর্থ হলো—'পথ; প্রবাহ; নীতি; কর্ম বা জীবনপদ্ধতি'।[১১] হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা হিসেবে সুন্নাহ শব্দ দ্বারা নাবী ﷺ-এর প্রত্যেকটি বক্তব্য, ক্রিয়াকলাপ, অনুমোদন ও দৈহিক কিংবা চরিত্রগত বর্ণনাকে বুঝানো হয়; এতে তাঁর নুবুয়্যাত লাভের পূর্বের কিংবা পরের জীবনচরিতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ দিক থেকে সুন্নাহ শব্দটি হাদীস শব্দের সমার্থবোধক।

তবে ইসলামী আইন শাস্ত্র অনুযায়ী, সুন্নাহ শব্দটি কেবল নাবী ﷺ-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির জন্য প্রযোজ্য। শারী'আহ'র প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত বিধানের ক্ষেত্রেও সুন্নাহ শব্দটি প্রযোজ্য; তখন তা বিদ'আত শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। আর আইন শাস্ত্রে সুন্নাহ শব্দ দ্বারা এমন সব বিষয়কে বুঝানো হয় যেগুলোর সানাদ প্রামাণ্য সূত্রে নাবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে; যা পালন করলে পুরস্কার পাওয়া যাবে, কিন্তু পালন করতে না পারলে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে না। এ শব্দটি বিদ'আত শব্দের বিপরীত অর্থবোধক শব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়; যেমন বলা হয়, সুন্নাহ তালাক ও বিদ'আত তালাক।

সাধারণ সংজ্ঞানুযায়ী কুরআন হলো সুন্নাহর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা নাবী ﷺ উম্মাহর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।[১২] আরো বলা যেতে পারে যে, হাদীসসমূহ ছিল এমন কিছু পাত্র যার মাধ্যমে নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তেকালের পর আমাদের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

---

[১১] লেইন'স লেক্সিকন, খণ্ড ১, পৃ, ১৪৩৮।

[১২] আল বিদ'আহ, পৃ, ৬৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

২

হাদীস সঙ্কলন

নাবী ﷺ-এর যুগ

নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর সমস্ত বক্তব্য কিংবা তাঁর সকল কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখার কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কারণ তখন তিনি ছিলেন জীবিত এবং যে কোনো সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগও ছিল অবারিত। তাছাড়া নাবী (সা) কুরআন ছাড়া তাঁর অন্য কোনো বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে একটি সাধারণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।[১] ওয়াহী নাযিলের যুগে কুরআনকে নাবী ﷺ-এর বক্তব্যের সাথে মিশিয়ে ফেলার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করাই ছিল এ নিষেধাজ্ঞার নেপথ্য কারণ। অন্যদিকে কুরআনের আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তবে হাদীস বিশেষজ্ঞদের সংগৃহীত অনেক প্রামাণ্য বর্ণনা রয়েছে—যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই সতর্কতার সাথে লিখিত আকারে হাদীস সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে আমি যা কিছু শুনতাম, মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে তা-ই লিপিবদ্ধ করে রাখতাম। তবে, কয়েকজন কুরাইশী এ কথা বলে আমাকে লিখতে নিষেধ করেছিলেন, 'তুমি কি তাঁর কাছ থেকে যা শোনো তার সবকিছুই লিখে রাখো, অথচ আল্লাহর রাসূল তো একজন মানুষ– যিনি ক্রোধান্বিত ও রাগান্বিত সর্বাবস্থায়ই কথা বলেন?' এ কথা শুনে আমি লেখা বন্ধ করে দিলাম এবং বিষয়টি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করলাম। তখন তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বললেন,

---

[১] সহীহ মুসলিম, যুহদ, ৭২। এ বিষয়ে এটিই একমাত্র প্রামাণ্য হাদীস; আর বুখারী ও অন্যান্য ইমামবৃন্দ মনে করেন এটি আবু সাঈদের নিজস্ব বক্তব্য—যা ভুলক্রমে নাবী ﷺ-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। দেখুন, স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি এন্ড লিটারেচার, পৃ. ১৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

> ‘লিখে যাও! তাঁর শপথ– যার হাতে আমার প্রাণ, এখান থেকে কেবল সত্য-ই বেরিয়ে আসে।’[২]

আবু হুরায়রা ﷺ বলেন,

> মক্কা বিজয়ের সময় নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দিলেন [তারপর আবু হুরায়রা সেই ভাষণটি উল্লেখ করেছেন]। ইয়েমেন থেকে আগত আবু শাহ্ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এ ভাষণটি আমাকে লিখিয়ে দিন।’ জবাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ‘(তোমাদের মধ্য থেকে কোনো একজন) আবু শাহের জন্য ভাষণটি লিখে দাও।’[৩] ওয়ালীদ আবু আমরকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারা কী লিখছে?’ জবাবে তিনি বললেন, ‘ঐ দিন তিনি যে ভাষণটি শুনেছিলেন।’[৪]

আবু কাবেল বলেন,

> একদিন আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস এর সাথে ছিলাম; তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কোন শহরটি আগে বিজিত হবে– কন্সট্যান্টিনোপল নাকি রোম? এর প্রেক্ষিতে আব্দুল্লাহ একটি সীলগালা করা বাক্স এনে বললেন, ‘এখান থেকে বইটি বের করো।’ তারপর আব্দুল্লাহ্ বললেন, ‘আমরা যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট বসে লিখছিলাম, তখন ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘কোন শহরটি আগে বিজিত হবে— কন্সট্যান্টিনোপল নাকি রোম?’ তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ‘হিরাক্লিয়াসের শহর আগে বিজিত হবে,’ অর্থাৎ কন্সট্যান্টিনোপল।’[৫]

সাহাবায়ে কেরামের[৬] যুগ

নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তাঁর কথা ও কার্যাবলী লিপিবদ্ধকরণ বাড়তি গুরুত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে, কারণ তখন নতুন সমস্যা উদ্ভূত হলে তাঁর সাথে পরামর্শ করার

---

[২] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ৩, পৃ, ১০৩৫, নং ৩৬৩৯; নাসিরুদ্দীন আলবানী তার সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে (নং ৩০৯৯) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের সংগৃহীত হাদীসসমূহ আস সহীফাতুস সা-দিক্বাহ নামে পরিচিত।

[৩] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ৩, নং ৩৬৪১; নাসিরুদ্দীন আলবানী তার সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে (খণ্ড ১, নং ৩১০০) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন।

[৪] প্রাগুক্ত, খণ্ড ৩, নং ৩৬৪২; নাসিরুদ্দীন আলবানী তার সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে (নং ৩১০১) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করেছেন।

[৫] ছহীহ, মুসনাদ আহমাদ (২: ১৭৬), সুনানুদ দারিমী (১: ১২৬) ও মুস্তাদরাকুল হাকিম (৩: ৪২২)।

[৬] নাবী ﷺ-এর সাহাবীদেরকে কখনো কখনো ইসলামের প্রথম প্রজন্ম নামে অভিহিত করা হয়। সাহাবী দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয় যিনি নাবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ঈমানদার অবস্থায় ইন্তেকাল করার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আর কোনো সুযোগ নেই। এ যুগে ব্যাপক পরিসরে হাদীস বর্ণনার ধারা শুরু হয়। উদাহরণস্বরূপ, নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে– এ নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। বিষয়টি তখনই থেমে যায় যখন আবু বাক্‌র্ ؓ তাদেরকে বললেন,

> 'আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'কোনো নাবী যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, তাকে সেখানেই দাফন করা হয়।'[৭]

অতঃপর আয়েশা ؓ-এর ঘরের যে বিছানায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ঠিক তার নীচেই তার জন্য কবর খনন করা হয়। এ যুগে বেশ কয়েকজন প্রথম সারির সাহাবী নাবী ﷺ-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে প্রথম সারির হাদীস বর্ণনাকারীদের অল্প কয়েকজনের কথা নিম্নে তুলে ধরা হলো– যারা লিখিত আকারে হাদীস সংরক্ষণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

আবু হুরায়রা, তার প্রতি ৫৩৭৪টি হাদীসের সানাদ আরোপ করা হয়, বাস্তবে তিনি বর্ণনা করেছেন ১২৩৬টি হাদীস। হাসান ইবনু আমর দামারী তার নিকট অনেক বই দেখেছেন।[৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, তার প্রতি ১৬৬০টি হাদীসের সানাদ আরোপ করা হয়। তিনি যা কিছু শুনতেন[৯] তা-ই লিখে রাখতেন, এমনকি তাকে লিখে দেয়ার জন্য তিনি তার দাসদেরকেও নিয়োগ দিয়েছিলেন।[১০]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস, তার প্রতি ৭০০টি হাদীসের সানাদ আরোপ করা হয়। তার ব্যাপারে জানা যায় যে, তিনি নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় আস সহীফাতুস সহীহাহ নামে হাদীসের একটি সঙ্কলন প্রস্তুত করেছিলেন।

আবু বকর, বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী ﷺ-এর পাঁচ শতাধিক বক্তব্য লিখে রেখেছিলেন।

সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

[৭] দ্যা লাইফ অব মুহাম্মাদ, পৃ, ৬৮৮।

[৮] ফাতহুল বারী, খণ্ড ১, পৃ, ২১৭।

[৯] তাবাকাতু ইবনি সা'দ, খণ্ড ২, পৃ, ১২৩।

[১০] তাক্বরীব, কাত্তানী, খণ্ড ২, পৃ, ২৪৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইবনুল জাওযী (রহ.)– যিনি হাদীস বর্ণনাকারী সকল সাহাবীর তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তিনি প্রায় ১০৬০ জন সাহাবীর নাম-পরিচয় এবং তাদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।

- ৫০০ জন সাহাবীর প্রত্যেকে মাত্র একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন;
- ১৩২ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন মাত্র ২টি করে;
- ৮০ জন ৩টি করে;
- ৫২ জন ৪টি করে;
- ৩২ জন ৫টি করে;
- ২৬ জন ৬টি করে;
- ২৭ জন ৭টি করে;
- ১৮ জন ৮টি করে;
- ১১ জন ৯টি করে;
- ৬০ জন ১০ থেকে ২০টি করে;
- ৮৪ জন ২০ থেকে ১০০টি করে;
- ২৭ জন ১০০ থেকে ৫০০টি করে;
- মাত্র ১১ জন সাহাবী পাঁচ শতাধিক এবং
- মাত্র ৬ জন সাহাবী সহস্রাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাদেরকে হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত সংক্রান্ত শাস্ত্রের পরিভাষায় মুকাস্‌সিরুন (অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী) হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ছাত্রকে হাদীস শাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী নিতে চাইলে তাকে চার বছরের কোর্সে প্রতি বছর ২৫০টি হাদীস (চার বছরে ১০০০টি হাদীস) মুখস্থ করতে হয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসের বিপুলাংশ বর্ণনা করেছেন তিন শ'য়ের কম সংখ্যক সাহাবী।[১১]

[১১] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৮–১৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাবি'ঈদের[১২] যুগ (হিজরী প্রথম শতক)

মধ্যপ্রাচ্য, ভারতবর্ষ ও উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের সম্প্রসারণ ও হাদীস বর্ণনার ব্যাপক বিস্তৃতির পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা নিজেদের মনগড়া কথাকে হাদীস নামে চালিয়ে দিতে শুরু করে। এই ভয়াবহ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য খলিফা উমার ইবনু আব্দুল আজীজ (শাসনকাল ৯৯–১০১ হি, ৭১৮–৭২০সাল) হাদীস বিশেষজ্ঞদেরকে নাবী ﷺ-এর হাদীস সঙ্কলনের নির্দেশ দেন। মিথ্যুক ও জাল হাদীস বর্ণনাকারীদের চরিত্র উন্মোচনের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞগণ অবশ্য ইতোমধ্যেই নিজ উদ্যোগে হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। হাদীস সঙ্কলনের জন্য খলিফা যেসব বিশেষজ্ঞকে নির্দেশনা প্রদান করছিলেন—আবু বাক্র্ ইবনু হাযাম (মৃত্যু ১২০ হি, ৭৩৭ সাল) ছিলেন তাদের অন্যতম। নাবী ﷺ-এর সকল হাদীস ও উমার ইবনুল খাত্তাবের সকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্বের সাথে আমরাহ বিনতু আব্দির রহমানের (যিনি ছিলেন ঐ সময়ে আয়েশা ﵂-এর বর্ণিত সর্বাধিক সংখ্যক হাদীসের সম্মানিত সংরক্ষক) হাদীসসমূহ সংগ্রহ করার জন্য খলিফা তাকে অনুরোধ করেছিলেন। সা'দ ইবনু ইবরাহীম ও ইবনু শিহাব যুহরীকেও গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল; যুহরী পরিণত হন হাদীসের প্রথম সঙ্কলকে– যিনি বর্ণনাকারীদের চরিত্র ও সততা বিশ্লেষণসহ তাদের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ যুগে মোটামুটি ব্যাপক পরিসরে হাদীসের সুশৃঙ্খল সঙ্কলনের কাজ শুরু হয়।

সাহাবীদের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থাকারে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। নাবী ﷺ-এর সাহাবা ও তাদের ছাত্রদের মধ্যে যারা লিখিত আকারে হাদীস সঙ্কলন করেছেন তাদের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের হাদীস বর্ণনাকারী ১২ জনের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- আবু হুরায়রা (৫৩৭৪)[১৩] : বর্ণিত আছে যে, নয় জন ছাত্র তার নিকট থেকে হাদীস লিখেছেন।
- ইবনু উমার (২৬৩০): আট জন ছাত্র তার নিকট থেকে হাদীস লিখেছেন।

---

[১২] সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা সাহাবীদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেছেন, তাদেরকে তাবিঊন (অনুসারী বা উত্তরাধিকারী) নামে অভিহিত করা হয়, যেমন আবু হানিফা ও মুজাহিদ।

[১৩] এ তালিকায় এ সংখ্যাগুলো সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের সামগ্রিক সংখ্যা নির্দেশক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

- আনাস ইবনু মালিক (২২৮৬): ষোল জন ছাত্র তার নিকট থেকে হাদীস লিখেছেন।
- আয়েশা বিনতু আবী বাক্‌র (২২১০): তিন জন ছাত্র তার নিকট থেকে হাদীস লিখেছেন।
- ইবনু আব্বাস (১৬৬০): নয় জন ছাত্র তার নিকট থেকে হাদীস লিখেছেন।
- জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (১৫৪০): চৌদ্দ জন ছাত্র তার নিকট থেকে হাদীস লিখেছেন।
- আবু সাঈদ খুদরী (১১৭০): তার কোনো ছাত্রই তার নিকট থেকে হাদীস লিখেননি।
- ইবনু মাসঊদ (৭৪৮): তার কোনো ছাত্রই তার নিকট থেকে হাদীস লিখেননি।
- আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (৭০০): সাত জন ছাত্র তার নিকট থেকে হাদীস লিখেছেন।
- উমার ইবনুল খাত্তাব (৫৩৭): দাপ্তরিক চিঠিপত্রে তিনি অসংখ্য হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।
- আলী ইবনু আবী তালিব (৫৩৬): আট জন ছাত্র তার নিকট থেকে হাদীস লিখেছেন।
- আবু মূসা আশ'আরী (৩৬০): তার কিছু হাদীস ইবনু আব্বাসের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল।
- বারা ইবনু আযিব (৩০৫): তার ব্যাপারে জানা যায় যে, তিনি তার ছাত্রদেরকে দিয়ে হাদীস লিখিয়েছেন।

আবু হুরায়রা ﷺ-এর যে নয়জন ছাত্র লিখিত আকারে হাদীস সঙ্কলন করেছিলেন বলে জানা গেছে তাদের মধ্যে হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ'র গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে এবং তা ড, মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ'র সম্পাদনায় ১৯৬১ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[১৪]

---

[১৪] স্টাডিজ ইন আরলি হাদীস লিটারেচার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাবি'উত তাবি'ঈনদের[১৫] যুগ

তাবি'তাবি'ঈদের পরবর্তী যুগে হাদীসসমূহকে সুশৃঙ্খল পাঠ আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রাচীনতম কীর্তিসমূহের অন্যতম হলো মালিক ইবনু আনাস (রহ.) কর্তৃক সঙ্কলিত আল মুয়াত্তা। ইমাম মালিকের সমসাময়িক বিশেষজ্ঞগণও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন; যেমন সিরিয়ার আওযায়ী, খুরাসানের আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, বসরার হাম্মাদ ইবনু সালামাহ এবং কুফার সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) প্রমুখ। তবে সে সময়কার গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র ইমাম মালিকের লেখা গ্রন্থটি আজো অবিকল সংরক্ষিত আছে। বলা যায়, এ যুগেই ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদীসের বেশীর ভাগ অংশ সংগৃহীত হয়েছে।

এই তিনটি প্রজন্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের কারণ হলো, নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন—

> "সর্বোত্তম প্রজন্ম আমার প্রজন্ম, তারপর তার পরবর্তী প্রজন্ম, অতঃপর তার পরবর্তী প্রজন্ম।"[১৬]

সুশৃংখলভাবে ও ব্যাপক পরিসরে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত হাদীসসমূহ এই তিন প্রজন্মের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম মৌখিক ও লিখিত আকারে প্রচারিত হয়েছে।

সহীহ হাদীস সঙ্কলনের যুগ (হিজরী তৃতীয় শতক)

হিজরী তৃতীয় শতকে এমন কতিপয় বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটে যারা প্রথম দু' শতকে বর্ণিত ও সঙ্কলিত হাদীসসমূহের সমালোচনামূলক গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারা তাদের সে নীতির আলোকে যে সমস্ত হাদীসকে বিশুদ্ধ মনে করেছেন সেগুলোকে ইসলামী আইনের বিভিন্ন অধ্যায় বা শাখা অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, এ যুগেই রচিত হয়েছে ৭,২৭৫টি হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ সহীহ বুখারী– যা ইমাম বুখারী (মৃত্যু ৮৭০ সাল) ৬,০০,০০০ হাদীস থেকে বাছাই করে লিপিবদ্ধ করেছেন। ৯,২০০টি হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ সহীহ মুসলিম– যা ইমাম মুসলিম ৩,০০,০০০ হাদীস থেকে বাছাই করে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। হাদীসের এ দু'টি গ্রন্থ বাদেও এ যুগের আরো চারটি গ্রন্থ

---

[১৫] তাবি'ঈতাবি'ঈদের ছাত্রদের প্রজন্মকে তাবি'উত তাবি'ঈতাবি'ঈন নামে অভিহিত করা হয়, যেমন মালিক ইবনু আনাস।

[১৬] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেগুলো হলো—ইমাম আবু দাউদ (মৃত্যু ৮৮৯ সাল), তিরমিযী (মৃত্যু ৮৯৩ সাল), নাসাঈ (মৃত্যু ৯১৬ সাল) ও ইবনু মাজাহ (মৃত্যু ৯০৮ সাল) রহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ সংকলিত সুনান গ্রন্থসমূহ।

হাদীস লিপিবদ্ধকরণের বিভিন্ন যুগ

- প্রথম স্তর জুড়ে রয়েছে হিজরী প্রথম শতক (যার শুরু ৬২২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে) বা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম অংশ। এটি ছিল সাহাবী ও তাবি‘ঈতাবি‘ঈদের যুগ। এ যুগকে অনেক সময় সহীফার যুগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সহীফা হলো কোনো কাগজের পাতা কিংবা অংসফলক বা পশুর চামড়া সদৃশ লিখন সামগ্রী– যার ওপর বেশ কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেমন আবু বকরের সহীফা ও আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের সহীফায়ে সা-দিক্বাহ। প্রথম পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ কোনো বিন্যাস অবলম্বন না করে শুধু হাদীস লিপিবদ্ধ করে যাওয়া।
- দ্বিতীয় যুগে রয়েছে হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্য ভাগ। এ যুগকে মুছান্নাফ (অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ সুশৃঙ্খল গ্রন্থ)-এর যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ যুগে বিষয়বস্তু নির্দেশক বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে হাদীস সঙ্কলন করা হয়েছে, যেমন ইমাম মালিকের মুয়াত্তা।
- তৃতীয় যুগটি মুসনাদ (সাহাবীদের নামানুসারে হাদীস সঙ্কলন) এর যুগ হিসেবে পরিচিত। হিজরী দ্বিতীয় শতকের সমাপ্তিলগ্নে এ যুগের সূচনা। যেমন ইমাম আহমদের মুসনাদ।
- চতুর্থ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুগটি সহীহ এর যুগ হিসেবে পরিচিত। হিজরী তৃতীয় (খ্রিস্টীয় নবম) শতকের প্রথমার্ধ থেকে এ যুগের সূচনা। মুসনাদের যুগটিও এ যুগের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যেমন সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও সহীহ ইবনি খুযাইমাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী

আবু হুরায়রা ﵁

বিপুল পরিমাণ হাদীস বর্ণনার সুবাদে হাদীস বর্ণনাকারীদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন তিনি। স্বয়ং নাবী ﷺ তাকে হাদীসের জ্ঞান আহরণ করার ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসুক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিখ্যাত আযদ গোত্রের শাখা দাউস-এ জন্মগ্রহণকারী আবু হুরায়রা মদীনায় এসেছিলেন হিজরতের সপ্তম বছর; রাসূল ﷺ তখন খায়বারে অবস্থান করছিলেন। এ কথা জানতে পেরে তিনি সেখানে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন থেকে শুরু করে নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর সার্বক্ষণিক সাহচর্যে ছিলেন। তিনি নাবী ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে তাঁর প্রতিটি কথা মুখস্থ করতেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি দুনিয়ার অন্য সব কাজ ও আনন্দ বিসর্জন দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি রাতকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন—এক ভাগ নিদ্রা গমনের জন্য, এক ভাগ প্রার্থনার জন্য, আর এক ভাগ অধ্যয়নের জন্য। নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর খলিফা উমারের শাসনামলে তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং প্রথম দিকের উমাইয়া শাসকদের অধীনে তিনি মদীনার গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হিজরী ৫৯ (খ্রিস্টীয় ৬৭৮) সালে মৃত্যুবরণ করেন।

নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো তথ্য জানতে চাইলে আবু হুরায়রা তার সযত্নে সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিতে থাকেন। কখনও কখনও তাকে কিছু হাদীস বর্ণনার জন্য তিরস্কার শুনতে হতো, কারণ সেগুলোর ব্যাপারে অন্য সাহাবীরা কিছুই জানতেন না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন যে, তিনি এমন কিছু হাদীস শিখেছেন যা আনসাররা নিজেদের জমিজমা ও বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করার পেছনে সময় ব্যয় করতে গিয়ে হাতছাড়া করেছেন এবং মুহাজিররাও নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করার কারণে সেসব হাদীস শিখতে ব্যর্থ হয়েছেন। একবার একটি বিশেষ হাদীস বর্ণনার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু উমার তাকে তিরস্কার করলে তিনি তাকে আয়েশা ﵂-এর নিকট নিয়ে যান এবং আয়েশা ﵂ ঐ হাদীসের সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। খলীফা মারওয়ান একবার তার জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে আবু হুরায়রা ﵁ কর্তৃক বর্ণিত কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখেন অতঃপর একবছর পর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাকে সেসব হাদীস বর্ণনা করতে বলেন। মারওয়ান দেখতে পেলেন যে, আবু হুরায়রার উভয় বর্ণনা হুবহু একই রকম।

হাদীস শেখার জন্য আবু হুরায়রার অদম্য আগ্রহ, নাবী ﷺ-এর প্রতি তার ভক্তি এবং তার স্মৃতিশক্তি ও পাণ্ডিত্য যাচাই করার লক্ষ্যে সমকালীন ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ– এসব বিষয় বিবেচনায় রাখলে এটি অবিশ্বাস্য যে, তিনি কোনো হাদীস জাল করে থাকবেন। তবে এর মানে এই নয় যে, পরবর্তীকালে কোনো মিথ্যা বক্তব্য তার প্রতি আরোপ করা হয়নি। তিনি বিপুল সংখ্যক হাদীস এককভাবে বর্ণনা করার কারণে তার নামে বেশ কিছু হাদীস উদ্ভাবন করা হয়েছিল মর্মে একটি চিত্তাকর্ষক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ﵄

অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা উমার ﵁-এর পুত্র। তিনি তার পিতার সাথে একই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তার সাথেই মদীনায় হিজরত করেন। নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন; পরবর্তীতে তিনি ইরাক, পারস্য ও মিশর যুদ্ধেও শরীক হন। তবে উসমান ﵁-এর হত্যাকাণ্ডের পর মুসলিমদের মধ্যে যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে তিনি কোনো পক্ষ অবলম্বন করা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখেন। সকল স্তরের মুসলমানদের নিকট ব্যাপক সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হওয়ার কারণে, সাধারণ মানুষ তাকে বারবার খলিফা হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং সকল ফিতনা ফাসাদ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। এই সময় তিনি নির্মোহ ও সৎ জীবন যাপন করে একজন আদর্শ নাগরিকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন; ঠিক যেমনিভাবে তার পিতা স্থাপন করেছিলেন একজন আদর্শ শাসকের দৃষ্টান্ত। তিনি হিজরী ৭৪ (খ্রিস্টীয় ৬৯২) সালে ৮৭ বছর বয়সে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

নাবী ﷺ-এর সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের দীর্ঘ সাহচর্য এবং উম্মুল মু'মিনীন হাফসা ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর সাথে তার রক্তের সম্পর্ক তাকে হাদীস শেখার ক্ষেত্রে চমৎকার সুযোগ করে দেয়। তাছাড়া জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদের মধ্যে হাদীসের শিক্ষা দান ও তার শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন তাকে হাদীসের জ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ট সময় ও অবকাশ এনে দেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে চরম সতর্কতা অবলম্বনের জন্য তার একটি বিশেষ খ্যাতি ছিল। এ প্রসঙ্গে ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন যে, তিনি একবার পুরো এক বছর তার মুখ থেকে একটি হাদীসও উচ্চারিত হতে শোনেননি। হাদীস বর্ণনার সময় তার চক্ষুযুগল অশ্রুতে ভরে ওঠতো। ইসলামের সেবায় তার কর্মকাণ্ড, তার অনাড়ম্বর জীবন, সহজ সরল ও সৎ চরিত্র এবং হাদীসের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন—এসব বিষয় তার বর্ণিত হাদীসসমূহকে করে তুলেছে সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন।

আনাস ইবনু মালিক ﵁

নাবী ﷺ মদীনায় হিজরতের পর আনাসের মা উম্মু সুলাইম আনাসকে দশ বছর বয়সে নাবী ﷺ-এর খেদমতে নিয়োজিত করেন। সে সময় থেকে নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন তার প্রিয় সেবক; পরবর্তীতে আবু বাক্‌র্ ﵁ তাকে বাহরাইনের রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করেন। জীবনের শেষভাগে এসে তিনি বসরায় বসতি স্থাপন করেন। শতাধিক বছর আয়ু পেয়ে তিনি সেখানেই ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

নাবী ﷺ-এর খেদমতে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ দশ বছর সময় কাটিয়েছেন। এসময়ে তিনি তাঁর অসংখ্য বক্তব্য মুখস্থ করে নিতে সক্ষম হন। তাছাড়া তিনি পরবর্তীতে আবু বাক্‌র্, উমারসহ অন্য অনেক সাহাবী থেকেও বিপুল সংখ্যক হাদীস শেখেন। তাই হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিপুল জ্ঞানের অধিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব।

মুহাদ্দিসগণ তাকে বিপুল পরিমাণ হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্যতম হিসেবে স্বীকার করেন।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ﵂

অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছেন আয়েশা ﵂। তিনি প্রায় সাড়ে আট বছর পর্যন্ত স্ত্রী হিসেবে নাবী ﷺ-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি হিজরী ৫৭ (খ্রিস্টীয় ৬৭৬) সালে ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রকৃতিগতভাবেই আয়েশা ﵂ ছিলেন ব্যাপক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। বিপুল সংখ্যক প্রাচীন আরবি কবিতা মুখস্থ করে তিনি নিজের মধ্যে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটান। প্রাচীন আরবি কবিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তার জীবদ্দশায় চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ইসলামী আইনে পাণ্ডিত্যের জন্যও তিনি ছিলেন বিশেষ সম্মানের অধিকারী। হাদীস শাস্ত্রে তিনি তাঁর স্বামী নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট থেকে বিপুল সংখ্যক হাদীস কেবল মুখস্তই করেননি, বরং তার মধ্যে নিহিত গভীর তাৎপর্য, আইনগত সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও শিখে নেন। তাই এসব ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে অনেক সাহাবীর ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইবনু উমার যখন বর্ণনা করলেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন—আপনজনদের বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়; এর ব্যাখ্যায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে নাবী ﷺ যা বলেছেন তার অর্থ হলো—কবরে যখন মৃত ব্যক্তিকে তার গুনাহের জন্য শাস্তি দেয়া হয়, তখন তার নিকটাত্মীয়রা (তার গুনাহ মাফের জন্য দু'আ না করে) তার জন্য বিলাপ করে।

হাদীস ও ইসলামী আইনে তার ব্যাপক জ্ঞানের কারণে প্রথম সারির মর্যাদাবান সাহাবীরাও বিভিন্ন আইনগত সমস্যার সমাধানে তার পরামর্শ নিতেন। যেসব মুহাদ্দিস তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন– ইবনু হাজার আসকালানীর তাহ্যীবুত তাহ্যীব গ্রন্থে তাদের একটি দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ

তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাবী ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের মাত্র তিন বছর পূর্বে। সেহেতু নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল তের বছর। নাবী ﷺ তাকে খুবই ভালোবাসতেন—তার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহে যার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি হিজরী ৬৮ (খ্রিস্টীয় ৬৮৭) সালে ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কিশোর হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিছু হাদীস স্বয়ং নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে শিখেছেন। (ইয়াহ্ইয়া ইবনুল কাত্তানের উদ্ধৃতি দিয়ে) ইবনু হাজার এ মর্মে একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু আব্বাস চার কিংবা দশটি হাদীস সরাসরি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি বলেন যে, এই সংখ্যাটি ভুল; কারণ কেবল বুখারী ও মুসলিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয়েই দশের অধিক এমন হাদীস রয়েছে, যা তিনি সরাসরি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি অন্যান্য সাহাবীর বরাতে যে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তার তুলনায় সরাসরি নাবী ﷺ থেকে তার বর্ণীত হাদীসের সংখ্যা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনেক কম। বহু বছর যাবৎ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি সেসব হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন,

> 'আমি কোনো সাহাবীর নিকট থেকে কোনো হাদীস শিখতে চাইলে আমি তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম, যতক্ষণ না তিনি বেরিয়ে এসে আমাকে বলতেন, 'হে আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই! এখানে এসেছ কেন? তুমি আমাকে ডেকে পাঠাওনি কেন?' তখন আমি জবাবে বলতাম যে, '(যেহেতু আমি জ্ঞান অর্জন করতে চাই) তাই তার কাছেই যাওয়া উচিত।' তারপর আমি তার কাছ থেকে হাদীসটি শিখে নিতাম।

বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ ও স্মৃতিশক্তির জন্য ইবনু আব্বাসকে সবাই সমীহ করতো। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়নে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন এবং তার পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ছিলেন প্রথম চার খলিফা ও তাদের সমসাময়িক বিশেষজ্ঞগণের ভালোবাসার ও স্নেহের পাত্র। তিনি বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করে সেগুলোকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন এবং সেসব বিষয়ে ছাত্রদেরকে পাঠ দান করেন। ইমাম মুজাহিদ (রহঃ)-এর মাধ্যমে প্রচারিত কুরআনের ওপর তার তাফসীর গ্রন্থটি অত্যন্ত সুপরিচিত এবং পরবর্তীকালের বহু মুফাস্‌সির উক্ত তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷛

মদীনার যেসব ব্যক্তি শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন তাদের অন্যতম। মক্কাতে নাবী ﷺ-এর প্রতি আনুগত্য বিষয়ক (বাইআতে আকাবাহ) দ্বিতীয় সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। নাবী ﷺ-এর সঙ্গে তিনি ১৯টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হিজরী ৭৪ (খ্রিস্টীয় ৬৯৩) সালে ৯৪ বছর বয়সে তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি শুধু নাবী ﷺ-এর নিকট থেকেই তাঁর হাদীস শেখেননি; বরং আবু বাক্‌র্ ও উমার সহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক সাহাবীর নিকট থেকেও হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেছেন। তিনি কয়েকজন তাবি'ঈতাবি'ঈর তত্ত্বাবধানেও অধ্যয়ন করেছেন, যাদের অন্যতম ছিলেন আবু বাক্‌র্ ﷛-এর কন্যা খ্যাতিমান উম্মে কুলসুম ﷛। মদীনার মসজিদে তিনি নিয়মিত হাদীসের পাঠ দান করতেন।

আবু সাঈদ খুদরী বা সা'দ ইবনু মালিক ﷛

মদীনার যেসব লোক শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনিও তাদের অন্যতম। তার পিতা উহুদ যুদ্ধে নিহত হন। তিনি নিজেও নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় বারোটি যুদ্ধে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অংশগ্রহণ করেন। তিনি হিজরী ৬৪ (খ্রিস্টীয় ৬৮৩) সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আবু হুরায়রার ন্যায় তিনিও ছিলেন আস্হাবে সুফ্ফাহর অন্যতম। আস্হাবে সুফ্ফাহ্ বলতে মূলত সেসব লোককে বুঝানো হয়, যারা 'ইবাদাহ্ ও জ্ঞানাহরণের কঠোর জীবনে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিয়ে নাবী ﷺ-এর মাসজিদ সংলগ্ন বাসগৃহের বারান্দায় সারাক্ষণ পড়ে থাকতেন। তিনি নাবী ﷺ-এর পাশাপাশি আবু বাক্র্, উমার ও যাইদ ইবনু সাবিতের ন্যায় প্রখ্যাত সাহাবীদে নিকট থেকে হাদীস শিখেছেন। তরুণ সাহাবীদের মধ্যে তাকে সর্বোত্তম আইনবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল 'আস رضي الله عنه

তিনিও শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী অন্যান্য সাহাবীদের মতো তাকেও প্রচুর কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তিনি দীর্ঘ দিন নাবী ﷺ-এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তিনি সুদীর্ঘ সময় জীবিত ছিলেন; আর এ সময়টি তিনি নাবী ﷺ-এর হাদীস প্রচারের কাজে ব্যয় করেন। উসমান رضي الله عنه-এর সময় সংঘটিত আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের সময় ইবনু উমারের ন্যায় তিনিও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। তিনি তার পিতার পিড়াপিড়িতে সিফ্ফীন যুদ্ধে উপস্থিত থাকলেও তাতে সক্রিয় অংশ নেননি। নিছক উপস্থিত ছিলেন—এতোটুকুর জন্যই তিনি বাকি জীবন গভীরভাবে অনুতপ্ত ছিলেন।

নাবী ﷺ-এর সুন্নাহকে হুবহু অনুসরণের ক্ষেত্রে তার আগ্রহ ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ়। তিনি নাবী ﷺ থেকে যত হাদীস শিখেছেন তার সবগুলোই লিখে ফেলেন এবং আস্ সা-দিক্বাহ্ নামক একটি সহীফায় এক হাজার হাদীস সঙ্কলন করে রাখেন। মক্কায় অবস্থানকালে হাদীস শিক্ষার্থীরা তার কাছে আসতো। কিন্তু তিনি যেহেতু জীবনের বেশীরভাগ সময় মিশর কিংবা তায়েফে কাটিয়েছেন এবং হাদীসের পাঠ দানের তুলনায় ইবাদাতে অধিক সময় ব্যয় করেছেন; তাই পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমগণ তার নিকট থেকে আবু হুরায়রা, আয়েশা رضي الله عنها ও অন্যান্য অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর তুলনায় কম হাদীস সংগ্রহ করতে পেরেছেন।[১৭]

---

[১৭] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৯—২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৩

প্রজন্ম পরম্পরায় হাদীসের জ্ঞান

তাহাম্মুলুল ইল্‌ম

প্রথম তিন শতকে হাদীস সম্প্রসারণ ও সঙ্কলনের যুগে হাদীস শেখা ও শেখানোর রকমারি পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। পরবর্তীতে সেসব পদ্ধতিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে সেগুলোর জন্য হাদীস শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়। হাদীস শাস্ত্রে নিম্নোক্ত ছয়টি পদ্ধতিকে সনাক্ত করা হয়েছে; এর মধ্যে প্রথম দু'টি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ও সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

সামা': শিক্ষকের পঠন

এ প্রক্রিয়ায় হাদীস সংরক্ষণের চারটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি রয়েছেঃ

- স্মৃতি থেকে শিক্ষকের পঠন। এ পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। তারপরও এ পদ্ধতি কিছুটা কম পরিসরে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যথার্থ মাত্রায় জ্ঞান অর্জন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্ররা স্ব স্ব শিক্ষকের নিকট দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থান করতেন।
- গ্রন্থ থেকে পঠন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক তার নিজের লেখা গ্রন্থ থেকে পাঠ করতেন অথবা তার ছাত্রের লেখা কোনো গ্রন্থ (যা তার নিজের লেখা থেকে অনুলিপি করা হয়েছে কিংবা যাতে কোনো সুনির্দিষ্ট অংশ বাছাই করা হয়েছে) থেকে পাঠ করতেন। তবে এ ক্ষেত্রে নিজের গ্রন্থ থেকে পাঠ করাকে প্রাধান্য দেয়া হতো।
- প্রশ্নোত্তর। ছাত্ররা হাদীসের অংশবিশেষ নিজেদের শিক্ষকদেরকে পড়ে শোনাতেন, তারপর শিক্ষক বাকীটুকু সমাপ্ত করতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

* লিপিবদ্ধ করানো। অন্য কাউকে দিয়ে হাদীস লিপিবদ্ধ করানোর প্রথম প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন সাহাবী ওয়াসিলাহ ইবনু আসকা (মৃত্যু ৮৩ হি.)। খুব আরামে জ্ঞানার্জনের সুবিধা থাকায় প্রথম দিকে এ পদ্ধতিটিকে খুব একটা সুনজরে দেখা হয়নি। তবে ইমাম যুহরী এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে সারাজীবন অপরকে দিয়ে হাদীস লিপিবদ্ধ করানোর পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পরবর্তীতে কতিপয় বিশেষজ্ঞ তাদের সামনে হাদীস লিপিবদ্ধ না করলে এ পদ্ধতিতে হাদীস শেখাতে অস্বীকৃতি জানান। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজের স্মৃতি কিংবা গ্রন্থ থেকে হাদীস পাঠ করে শোনাতেন। হাদীসগুলোকে লিপিবদ্ধ করার জন্য একজন দ্রুতগতিসম্পন্ন লেখককে বেছে নেয়া হতো, আর অন্যরা তার ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়ার জন্য লেখার ওপর নজর রাখতো। পরবর্তীতে তারা বইগুলো ধার নিয়ে নিজেদের অনুলিপি তৈরী করে নিতো। ভুল সংশোধন ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা সেসব অনুলিপি নিজেদের মধ্যে কিংবা স্বয়ং শিক্ষকের সামনে পুনর্বার পাঠ করতো।

আরদ, শিক্ষকের সামনে ছাত্রদের পঠন

এ পদ্ধতিতে কিছু ছাত্র শিক্ষকের সামনে তারই লেখা গ্রন্থ পাঠ করে শোনাতো, আর অবশিষ্ট ছাত্ররা নিজেদের গ্রন্থের হাদীসগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখতো কিংবা মনোযোগ সহকারে সেসব হাদীস শ্রবণ করতো। দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় পদ্ধতিতে পরিণত হয়। অনেক শিক্ষকের নিজস্ব লিপিকার থাকায় তারা ছাত্রদেরকে নিজেদের কপিসমূহ সরবরাহ করতেন। অন্যথায় ছাত্ররা শিক্ষকের মূলগ্রন্থ থেকে ইতোপূর্বে যেসব অনুলিপি তৈরী করেছিল সেগুলো থেকে পাঠ করে শোনাতো। সেসব অনুলিপিতে তারা প্রত্যেক হাদীসের শেষে একটি বৃত্ত এঁকে রাখতো এবং শিক্ষকের সামনে প্রতিবার পড়ে শোনানো সম্পন্ন হলে বৃত্তের ভেতর পাঠের সংখ্যা নির্দেশ করে রাখতো। কোনো ছাত্র বই থেকে হাদীস শিখে ফেললেও তাকে সেসব হাদীস অন্যের নিকট বর্ণনা করার অধিকার দেয়া হতো না কিংবা তার নিজের সঙ্কলনেও সেগুলোকে ব্যবহার করতে দেয়া হতো না, যতক্ষণ না সে সেসব হাদীস শিক্ষকের সামনে পাঠ করে তার অনুমোদন নিয়ে নিতো। এ নিয়মের অন্যথা করলে তাকে হাদীস চোর (সা-রিকুল হাদীস) হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। এটি ছিল হাল আমলের গ্রন্থস্বত্ব আইনের মতোই একটি ব্যাপার, যেখানে একজন ব্যক্তিকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যতগুলো ইচ্ছে বই কেনার অনুমতি দেয়া হয়, কিন্তু একটি অনুলিপিও তৈরী করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

ইজাযাহ, অন্যদের নিকট হাদীস বর্ণনার অনুমতি

হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় ইজাযাহ অর্থ হলো শিক্ষক কর্তৃক কোনো ছাত্রকে এই মর্মে অনুমতি প্রদান যে, সে শিক্ষকের গ্রন্থটিকে তার নিজের বরাতে অন্যদের নিকট বর্ণনা করতে পারবে এবং এ ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থটি শিক্ষককে পুনরায় পাঠ করে শোনাতে হবে না। তৃতীয় শতক থেকে এ পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। মূল পাঠকে রদবদলের হাত থেকে সুরক্ষা দেয়ার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এ পদ্ধতিটি বিকাশ লাভ করে। কতিপয় হাদীস বিশেষজ্ঞ অবশ্য এ পদ্ধতির বৈধতার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

মুনাওয়ালাহ, গ্রন্থ দান

এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক তার নিজের গ্রন্থ কিংবা তার কোনো একটি অনুলিপি ছাত্রকে দান করার পাশাপাশি তা অন্যের নিকট প্রচার করার অনুমতি প্রদান করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইমাম যুহরী (মৃত্যু ১২৪) তার পাণ্ডুলিপিসমূহ বেশ কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তিকে দান করেছিলেন; তাদের মধ্যে ছিলেন ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী ও উবায়দুল্লাহ ইবনু আমর। প্রথম শতকে এর প্রচলন ছিল একেবারে অল্প।

কিতাবাহ, পত্র যোগাযোগ

শিক্ষক কিছু হাদীস লিখে তা প্রচার করার উদ্দেশ্যে ছাত্রের নিকট প্রেরণ করতেন। এ পদ্ধতিকে বলা হতো কিতাবাহ, যার অনুবাদ হতে পারে 'পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ' কিংবা আধুনিক পরিভাষায় 'দূরশিক্ষণ'। প্রথম শতক থেকেই এর প্রচলন শুরু হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের চিঠিপত্রসমূহে বহু হাদীসের উল্লেখ ছিল, যা পরবর্তীকালের অনেক বিশেষজ্ঞ নিজ নিজ গ্রন্থের মাধ্যমে প্রচার করেছেন। অনেক বিদ্বান সাহাবী হাদীস লিখে নিজ ছাত্রের নিকট প্রেরণ করতেন। তাদের মধ্যে ইবনু আব্বাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যিনি ইবনু আবী মুলাইকাহ ও নাজদাহ-এর নিকট হাদীসের অনেকগুলো লিখিত বিবরণী প্রেরণ করেছিলেন।[১]

[১] স্টাডিজ ইন আর্লি হাদীস লিটারেচার, '...

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ই'লাম, ঘোষণা

এ প্রক্রিয়ায় কোনো শিক্ষক বা ছাত্র এই মর্মে ঘোষণা দিতেন যে, বইয়ের লেখক তাকে উক্ত গ্রন্থটি প্রচারের অনুমতি দিয়েছেন। তবে এরূপ প্রচারকার্য শুরু করার পূর্বে ঐ ছাত্রকে মূল গ্রন্থকারের স্বাক্ষর সম্বলিত মূলগ্রন্থের আদি অনুলিপি সংগ্রহ করতে হতো।

ওসিয়্যাহ, উইলের মাধ্যমে গ্রন্থ দান

এ প্রক্রিয়ায় লেখক ইন্তেকালের সময় নিজের কোনো ছাত্রকে তার গ্রন্থ প্রচার করার অনুমতি দিয়ে যেতেন। এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে তাবি'ঈ আবু কিলাবাহ আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ বসরী (মৃত্যু ১০৪ হি.) এর ঘটনায়, যিনি ইন্তেকালের সময় আইয়ুবের নিকট স্বীয় গ্রন্থাবলী উইল করে গিয়েছিলেন।[২]

ওজাদাহ, গ্রন্থ আবিষ্কার

কোনো ছাত্র বা শিক্ষক কোনো বিদ্বান ব্যক্তির গ্রন্থ আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু কারো নিকট থেকে উক্ত গ্রন্থ প্রচার করার অনুমতি পাননি। এরূপ পদ্ধতিকে হাদীস শেখার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। এ ধরনের গ্রন্থ থেকে যিনি বর্ণনা করতেন তার জন্য এটি উল্লেখ করা দেয়া বাধ্যতামূলক ছিল যে, উক্ত হাদীসটি অমুক বিশেষজ্ঞের গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।[৩]

হাদীস বর্ণনার পরিভাষা

হাদীসের উৎস ও বর্ণনার ধরন বুঝাতে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বেশ কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের সাথে পরিচিত নয় এমন লোকজন এসব আরবি পরিভাষা বুঝতে প্রায়শ ভুল করে থাকেন। নিম্নে সর্বাধিক ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ ও সেগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ উল্লেখ করা হলো:

১) হাদ্দাসানা (حدثنا): সচরাচর এ পরিভাষাটিকে সংক্ষেপে ছানা (ثنا) কিংবা না (نا) লিখা হয়।

প্রথম পদ্ধতির শিক্ষণ অর্থাৎ শিক্ষকের পঠন বুঝাতে এ পরিভাষাটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩।

[৩] তাদরীব আর-রাউই, পৃষ্ঠা ১২৯–১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

২) **আখবারানা (اخبرنا):** অধিকাংশ সময় এ পরিভাষাটিকে সংক্ষেপে আনা (انا) এবং কদাচিৎ আরানা-ও (ارنا) লিখা হয়।

কতিপয় বিশেষজ্ঞ এ হাদ্দাসানা ও আখবারানা পরিভাষা দু'টিকে পরস্পরের সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন; তবে আখবারানা পরিভাষাটি দ্বিতীয় পদ্ধতির শিক্ষণ অর্থাৎ ছাত্র কর্তৃক শিক্ষকের সামনে পাঠ বুঝাতে অধিক ব্যবহৃত হয়েছে।

৩) **আমবাআনা (انبانا):** ইজাযাহ্ ও মুনাওয়ালাহ্ এর ক্ষেত্রে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৪) **সামি'আ (سمع):** এ পরিভাষাটি প্রথম পদ্ধতির শিক্ষণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫) **'আন (عن):** সকল পদ্ধতির শিক্ষণের ক্ষেত্রে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। অস্পষ্টতার কারণে এ পরিভাষাটিকে হাদীস বর্ণনার সবচেয়ে নিম্ন মানের পদ্ধতি মনে করা হয়।[৪]

হাদ্দাসানা (তিনি আমাদেরকে বলেছেন) ও আখবারানা (তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন) পরিভাষা দু'টি যেহেতু মৌখিক বর্ণনার ইঙ্গিতবহ, তাই সাধারণত মনে করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসটি কমপক্ষে একশ' বছর যাবৎ মৌখিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, নাবী ﷺ-এর অনেক সাহাবী হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন; একই কাজ করেছেন তাবি'ঈন ও তাবি'উত তাবি'ঈনগণ। অধিকন্তু, পূর্বে উল্লিখিত আটটি শিক্ষণ পদ্ধতির সাতটিই (অর্থাৎ ২–৮ নং শিক্ষণ পদ্ধতি) ছিল লিখিত গ্রন্থের ওপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল। এমনকি প্রথম পদ্ধতিটিও অনেক ক্ষেত্রে লিখিত গ্রন্থ্ থেকে পাঠ করে শোনানোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অতএব হাদ্দাসানা ও আখবারানা পরিভাষা দু'টিতে আক্ষরিক অর্থ প্রযোজ্য নয়; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিখিত গ্রন্থ্ থেকে হাদীস বর্ণনার জন্যও এ পরিভাষা দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীস পাঠচক্রে হাজিরা

হাদীস পাঠচক্রের নিয়মিত হাজিরা বহি সংরক্ষণ করা হতো। একটি গ্রন্থ্ পঠিত হওয়ার পর শিক্ষক বা উপস্থিত ছাত্রদের একজন একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে যারা সমস্ত গ্রন্থ্

[৪] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডোলজি, পৃষ্ঠা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কিংবা অংশবিশেষের পাঠ শুনেছেন তাদের নাম, তারিখ ও স্থান লিখে রাখতেন। পাঁচ বছরের নীচে হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে কেবল উপস্থিত শ্রেণীভুক্ত করা হতো; পক্ষান্তরে পাঁচ বছরের ওপর হলে তাদেরকে ছাত্রের কাতারে শামিল করা হতো। সনদে সাধারণত তিবাক নামে এই মর্মে একটি শর্ত জুড়ে দেয়া হতো যে, উক্ত গ্রন্থে আর কোনো বাড়তি তথ্য সন্নিবেশিত করা যাবে না।

তাবি'ঈদের যুগে ছাত্ররা সাধারণত বিশ বছর বয়সে হাদীস বিশেষজ্ঞদের পাঠচক্রে যোগদান করতেন। এর পূর্বেই তারা সমগ্র কুরআন মুখস্থ এবং ইসলামী আইন ও আরবি ব্যাকরণ অধ্যয়ন সম্পন্ন করে ফেলতেন। যুহরীর বর্ণনা মতে, তিনি হাদীস শাস্ত্রের সর্বকনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে দেখেছেন ইবনু উয়াইনাকে, যার বয়স ছিল পনের; আর ইবনু হাম্বল হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেছেন ১৬ বছর বয়সে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে যখন হাদীসের মূল পাঠ নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত হয়ে গেল এবং শেখা বলতে হাদীস গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করাকে বুঝানো হতো সে সময়ের ব্যাপারে বলা হয় যে, কোনো শিশু গাভী ও গাধার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সমর্থ হলে হাদীস শেখা শুরু করার জন্য তাকে যথেষ্ট বয়স্ক মনে করা হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দাবারী আব্দুর রায্যাকের হাদীস গ্রন্থটি বর্ণনা করেছেন, অথচ আব্দুর রায্যাকের ইন্তেকালের সময় দাবারীর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর।[৫]

পরবর্তী প্রত্যেক প্রজন্মে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। তাবি'ঈদের যুগেই সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও যুহরীর ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ শত শত শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছেন। যুহরীর নিজেরই ছিল পঞ্চাশের অধিক ছাত্র যারা তার নিকট থেকে লিখিত আকারে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। যেসব ছাত্র তার নিকট থেকে হাদীস লিখেছেন এবং তার পাঠদানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সঠিক সংখ্যা আমাদের জানা নেই। হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে হাদীস গ্রন্থ ও হাদীস বর্ণনার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। প্রত্যেকটি ইসনাদকে একটি স্বতন্ত্র হাদীস হিসেবে পরিগণিত করা হাদীস বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটি সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছিল। ফলে একশ' ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণিত নাবী ﷺ-এর একটি বক্তব্যকে একশ'

---

[৫] আল-কিফায়াহ ফী 'ইল্‌ম আল-হাদীস, পৃষ্ঠা ৬৪। স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডোলজি অ্যান্ড লিটারেচার বই থেকে, পৃষ্ঠা ২৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং কয়েক হাজার হাদীস পরিণত হয়েছিল লক্ষ লক্ষ হাদীসে।[৬]

সনদের ক্রমবিকাশ

সুন্নাহ শিক্ষাদান, নাবী ﷺ-এর যুগ

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ যা কিছু বলেছেন বা করেছেন, তাকেই তাঁর সুন্নাহ মনে করা হয়; এতে রয়েছে আসমানী দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের বাস্তব প্রতিফলন।

নাবী ﷺ তাঁর সুন্নাহ শেখা ও মুখস্থ করার জন্য সাহাবীদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতেন। কখনো কখনো তিনি সাহাবীদেরকে বসিয়ে কিছু দুআ পাঠ করাতেন, যা তিনি তাদেরকে মুখস্থ করাতে চাইতেন, ঠিক যেভাবে তিনি তাদেরকে কুরআন শেখাতেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি কোনো কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে তারা তাঁর অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যসমূহ মুখস্থ করে নিতে পারেন। কখনো কখনো তিনি কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে তাদেরকে তা অনুকরণ করার নির্দেশ দিতেন, আবার কখনো তিনি অধিকতর জটিল বিষয়াবলী সাহাবীদেরকে দিয়ে লিপিবদ্ধ করাতেন।

সাহাবীদের যুগ

নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সাহাবীরা তরুণ সাহাবীদেরকে নাবী ﷺ-এর বিভিন্ন বক্তব্য ও কর্মপদ্ধতি শেখাতে শুরু করেন, যা নবীনরা শুনতে কিংবা দেখতে পারেননি। প্রবীণ ও নবীন সাহাবীদের উভয় দলই সেসব লোককে শিক্ষা দান করতেন যারা নাবী ﷺ-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে ইসলাম গ্রহণ করায় সরাসরি তাঁর নিকট থেকে তেমন কিছু শেখার সুযোগ পাননি।

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে ইসলাম যখন সমগ্র আরব, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য ও মিশরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সাহাবীরা ইসলামে নবদীক্ষিত লোকদেরকে দ্বীনের মৌলনীতিসমূহ শেখাতে থাকেন। তারা বলতেন, 'আমি নাবী ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি,' কিংবা আমি নাবী ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি'। আর এভাবেই

---

[৬] এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com আর্লি হাদীস লিটারেচার, পৃষ্ঠা ৩০২–৩০৫।

শুরু হয় সুন্নাহর বর্ণনাসূত্র। যেসব নবদীক্ষিত মুসলিম সাহাবীদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেছেন, পরবর্তীতে তাদেরকে তাবিঊন নামে অভিহিত করা হয়।

সাহাবীগণ নাবী ﷺ-এর যেসব বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদান করতেন অধিকাংশ তাবি'ঈ তা মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করে নিতেন। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক সাহাবীর নিকট থেকে নাবী ﷺ-এর সর্বোচ্চ পরিমাণ সুন্নাহ্ শেখার উদ্দেশ্যে তারা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করতেন।

কেন এই প্রয়াস?

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, মানুষ যাকে পছন্দ করে তাকে অনুকরণ করে, তার বক্তব্য ও কার্যাবলী স্মরণে রাখার চেষ্টা করে। আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন তাঁর অনুসারীদের নিকট পৃথিবীর প্রিয়তম ব্যক্তি। এটা ঈমানের অন্যতম শর্ত। স্বয়ং নাবী ﷺ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান, পিতা-মাতা ও সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তর না হবো।"[৭]

কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ'র প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। তাঁর সকল নির্দেশের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেনঃ

« রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করে, তোমরা তা গ্রহণ করো; আর যা কিছু তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করে, তা বর্জন করো। » [সূরা আল হাশর (৫৯): ৭]

নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম জাতি কীভাবে ইসলাম পালন করবে? তিনি তাদের মধ্যে বিদ্যমান না থাকলে তারা কেমন করে জানবে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে কোন বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং কোন বিষয়ে নিষেধ করেছেন? এ কারণে সুন্নাহ্ সংরক্ষণ করে মুসলিমদের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের নিকট তা পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশেষ যত্ন নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। নাবী ﷺ-ও কোনো পরিবর্তন ছাড়া সুন্নাহ পৌঁছে দেয়ার ওপর অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি তাদেরকে এই বলে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

---

[৭] সাহীহ্ বুখারী, ১/১৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

> “আল্লাহ্ তাকে বরকতময় করে দেবেন যে আমার কোনো বক্তব্য শুনে তা মুখস্থ করে ও অনুধাবন করে এবং তা হুবহু মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়; কারণ এমনও হতে পারে যে, যার কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে তিনি (সরাসরি) হাদীস শ্রবণকারীর চেয়েও বেশী সমঝদার।”[৮]

যে ব্যক্তি তাঁর নামে মিথ্যা কথা প্রচার করবে তার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তির হুশিয়ারী উচ্চারণ করার মাধ্যমেও তিনি এ বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> “যে আমার নামে মিথ্যা কথা বলে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।”[৯]

তাবি‘ঈদের যুগ

যখন সাহাবীগণ মৃত্যুবরণ করতে শুরু করলেন এবং ভারত, আফগানিস্তান, রাশিয়া, চীন, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাবি‘ঈগণ সাহাবীদের রেখে যাওয়া কাজ হাতে তুলে নেন এবং নতুন ইসলাম গ্রহণকারী লোকদেরকে দ্বীনের মৌলনীতিসমূহ শেখানোর মহান কাজ শুরু করে দেন। তারা তাদের চারপাশে জড়ো হওয়া লোকদেরকে বলতেন, ‘আমি অমুক সাহাবীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি নাবী ﷺ-কে এ কাজ করতে দেখেছেন’ কিংবা ‘আমি অমুক অমুক সাহাবীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি নাবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন’। এ প্রক্রিয়ায় সুন্নাহ’র বর্ণনা পরম্পরায় দ্বিতীয় সংযোগটি যুক্ত হয়।

যারা তাবি‘ঈদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেছেন পরবর্তীতে তাদেরকে আতবা‘উত তাবি‘ঈন (অনুসারীদের অনুসারী) নামে অভিহিত করা হয়। এসব নতুন ছাত্রদের অনেকে বিভিন্ন তাবি‘ঈর নিকট অধ্যয়ন করার জন্য দিনের পর দিন (এমনকি মাসের পর মাস) ভ্রমণ করেছেন এবং স্ব স্ব শিক্ষকের বর্ণনাসমূহ লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ করার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন।

আতবা‘উত তাবি‘ঈনদের যুগের মাত্র অল্প কয়েকটি গ্রন্থ আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থটি হলো ইমাম মালিকের আল মুয়াত্তা; আর মুয়াত্তার সর্বাধিক খ্যাতনামা কপিটি বর্ণনা করেছেন তার ছাত্র মাসমুদাহ্ অঞ্চলের বারবার গোত্রের ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া।

ইয়াহ্ইয়া কর্তৃক বর্ণিত মুয়াত্তার দ্বিতীয় খণ্ডে দাব্ব (টিকটিকি) সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমরা নিম্নোক্ত হাদীসটি দেখতে পাই,

---

[৮] আবু দাঊদ ৩/৩৬৫২, তিরমিযী। আল-আলবানী একে সাহীহ বলেছেন।

[৯] সাহীহ বুখারী ১/১০৭–১০৯, মুসলি... দাঊদ ৩/১০৩৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"মালিক আমাকে বলেছেন যে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, ইবনু শিহাব আবু উমামাহ ইবনু সাহল (ইবনু হুরাইফ) থেকে , তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে, তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নাবী ﷺ-এর সাথে তাঁর স্ত্রী মাইমুনাহ رضي الله عنها-এর ঘরে গেলেন। সেখানে তাঁর সামনে (খাবারের জন্য) একটি ভুনা দাব্ব আনা হলো; এর একটি অংশ খাওয়ার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজের হাত বাড়ালেন। মাইমুনাহ'র সাথে থাকা কয়েকজন মহিলা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কী খেতে যাচ্ছেন, তা তাঁকে অবহিত করো।' যখন তাঁকে জানানো হলো যে, এটি একটি দাব্ব; তখন তিনি তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। (খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, এটি কি হারাম?' তিনি জবাব দিলেন, 'না, তবে এটি আমার জনগোষ্ঠীর এলাকায় নেই এবং এর প্রতি আমার অনীহা রয়েছে।' তারপর খালিদ বলেন, 'আমি তখন নাবী ﷺ-এর চোখের সামনেই এর একটি টুকরো ছিড়ে নিয়ে পুরোটাই খেয়ে ফেলি।[১০]

এ হাদীসের সানাদ (বর্ণনা পরম্পরা) নিম্নরূপ

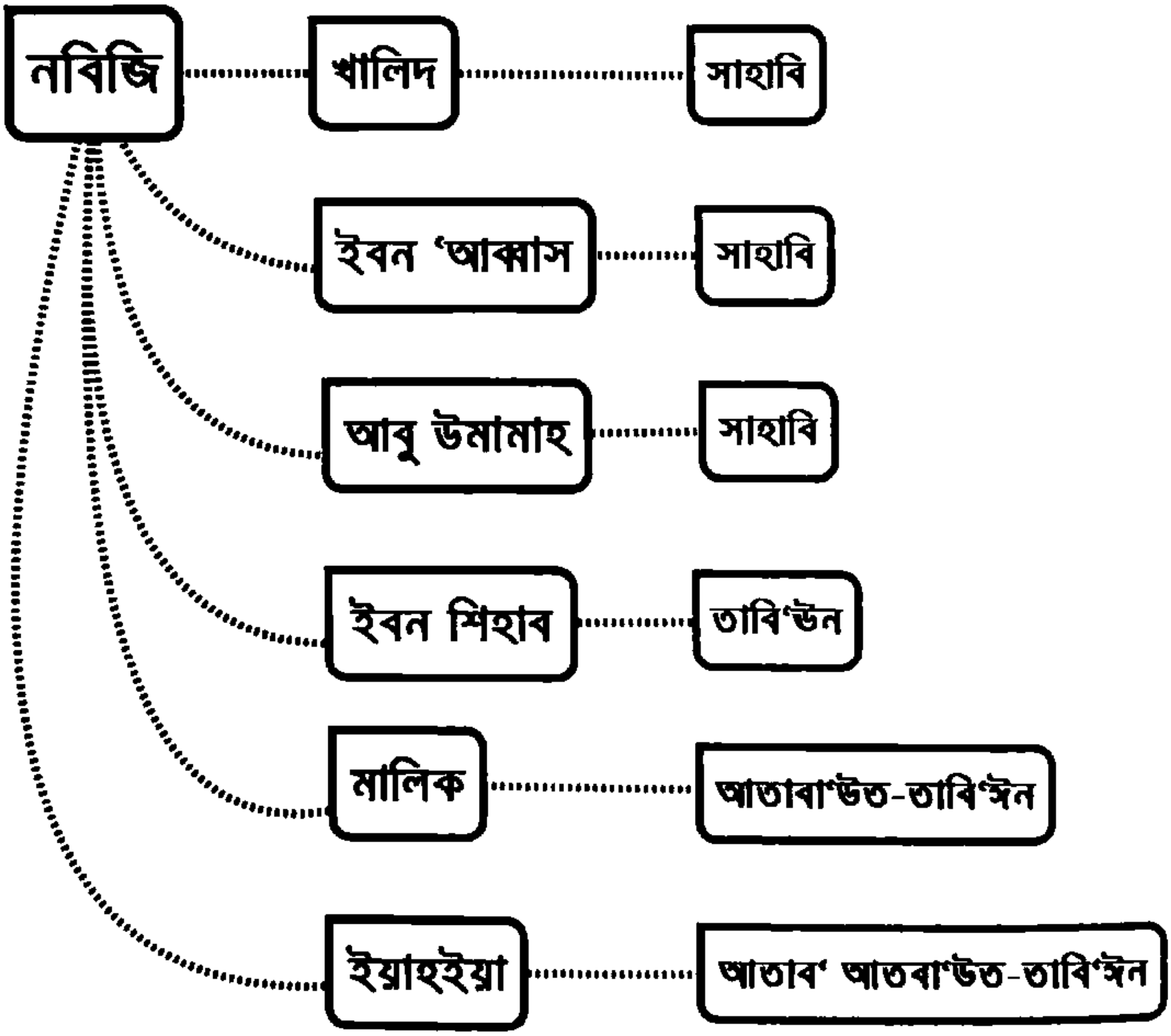

[১০] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১৭৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, ইবনু আব্বাস ও আবু উমামাহ এরা সকলেই সাহাবী; তবে ইবনু আব্বাস ছিলেন একেবারে তরুণ সাহাবী, আর আবু উমামাহ নাবী ﷺ-কে কেবল তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দেখেছেন। তাই ইবনু আব্বাস খালিদকে দাব্ব ভক্ষণের বৈধতার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে খালিদ এই ঘটনা উল্লেখ করেন। ইবনু আব্বাস তা বর্ণনা করেছেন আবু উমামাহ'র নিকট যিনি পরবর্তীতে ইবনু শিহাবের নিকট বর্ণনা করেছেন, ইবনু শিহাব মালিকের নিকট বর্ণনা করেছেন যিনি তা লিখিত রূপ দিয়েছেন এবং ইয়াহ্ইয়া'র নিকট বর্ণনা করেছেন।

ঐ হাদীসের পর একই বিষয়ের আরেকটি বর্ণনা রয়েছে,

> 'মালিক আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু দীনারের নিকট থেকে এবং তিনি ইবনু উমার থেকে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, দাব্ব সম্পর্কে আপনার মতামত কী?' আল্লাহর রাসূল ﷺ জবাব দিলেন, 'আমি এটি খাই না এবং (কাউকে খেতে) নিষেধও করি না।'[১১]

এ ক্ষেত্রে সানাদটি তুলনামূলকভাবে কিছুটা সংক্ষিপ্ত, কারণ এখানে সাহাবী ইবনু উমার সরাসরি তার ছাত্র ইবনু দীনারের নিকট বর্ণনা করেছেন।

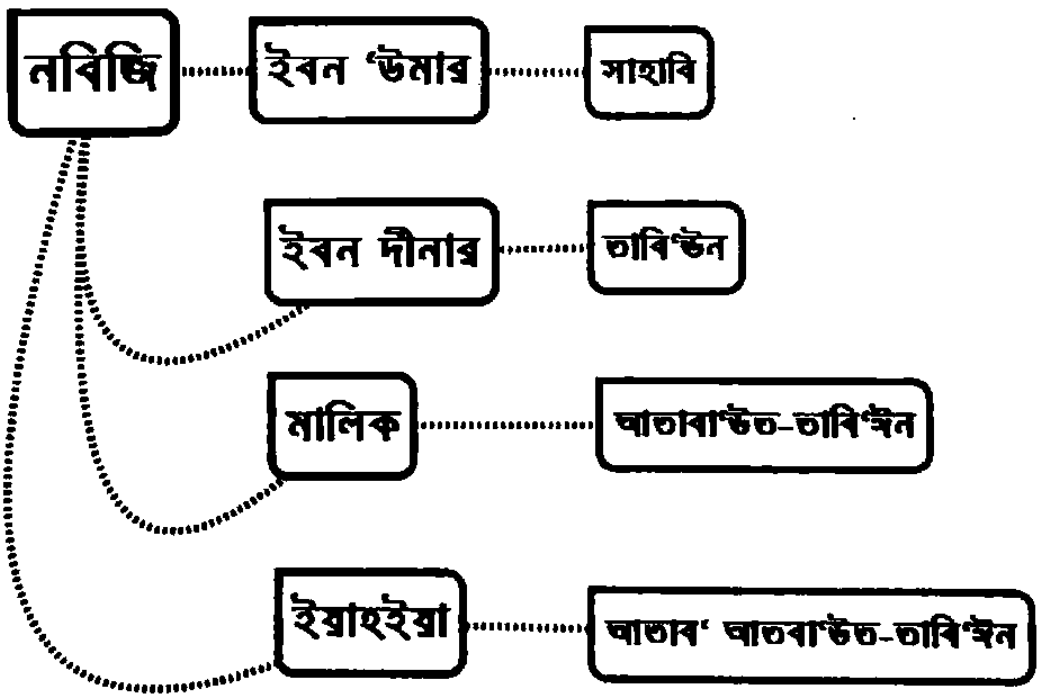

[১১] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১৭৪৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বর্ণনা পরম্পরা

প্রতিটি হাদীসের দু'টি অংশ থাকে। প্রথম অংশে থাকে নাবী ﷺ-এর বক্তব্য বর্ণনাকারীদের একটি তালিকা, যার শুরু হয় সর্বশেষ বর্ণনাকারীকে দিয়ে যিনি গ্রন্থ সঙ্কলকের নিকট উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং শেষভাগে থাকে সেই সাহাবীর নাম যিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশে থাকে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত কথা, কাজ, মৌন সমর্থন কিংবা নাবী ﷺ-এর শারীরিক বর্ণনা। প্রথম অংশটিকে বলা হয় ইসনাদ বা সানাদ (বর্ণনাকারীদের পরম্পরা) আর দ্বিতীয় অংশটির নাম মাতান (মূলপাঠ)।

যেমনঃ

حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا و لا تكبروا حتى يكبر و اذا ركع فاركعوا و لا تركعوا حتى يركع و اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد و اذا سجد فاسجدوا و لا تسجدوا حتى يسجد و اذا صلى قائما فصلوا قياما و اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين

> আব্দুল আজীজ ইবনুল মুখতার আমাদেরকে বলেছেন, সুহাইল ইবনু আবী সালিহ্ তার পিতা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন, 'ইমাম নিযুক্ত হন অনুসৃত হওয়ার জন্য। তাই যখন তিনি বলবেন 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ), তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলো। কিন্তু তিনি বলার আগে তোমরা বলো না। তিনি রুকু করলে তোমরাও রুকু করো, তবে তার আগে রুকু করো না। এবং তিনি যখন বলবেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যারা আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তাদের প্রশংসা শোনেন), তখন তোমরা বলবে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ' (হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, সকল প্রশংসা কেবল তোমারই)। তিনি যখন সিজদায় যাবেন, তোমরাও যাবে; তবে তার আগে আগে যাবে না। তিনি যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তোমরাও দাঁড়িয়ে করবে; তিনি যদি বসে করেন তোমরাও সকলে বসে আদায় করবে।[১২]

উপরোক্ত হাদীসে, [আব্দুল আজীজ ইবনুল মুখতার আমাদেরকে বলেছেন, সুহাইল ইবনু আবী সালিহ্ তার পিতা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন]—এ অংশটুকু ইসনাদ আর বাকী অংশটুকু ['ইমাম নিযুক্ত হন অনুসৃত হওয়ার জন্য। তাই যখন তিনি বলবেন 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ

---

[১২] সুনানু আবী দাউদ, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সর্বশ্রেষ্ঠ), তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলো, আর তিনি যদি বসে সালাত আদায় করেন তাহলে তোমরাও সকলে বসে সালাত আদায় করো'] হলো মাতান।

ইসনাদের ধরন

ইসনাদের ক্ষেত্রে সাধারণত যে পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয় তা হলো, ইসনাদের যতই নীচের দিকে যাওয়া হবে, বর্ণনাকারীদের সংখ্যাও ততই বাড়তে থাকবে। যেমন, গবেষণায় দেখা যায় যে মদীনা, সিরিয়া ও ইরাক, এই তিন অঞ্চলে বসবাসরত দশজন সাহাবী উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্যতম সাহাবী আবু হুরায়রার সাতজন ছাত্র ছিল যারা কেবল তার নিকট থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের চারজন মদীনায়, দু'জন মিশরে এবং একজন ইয়েমেনে বসবাস করতেন। এ সাতজন ছাত্র আবার তাদের ১২ জন ছাত্রের নিকট উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাদের পাঁচজন মদীনায়, দু'জন মক্কায় এবং একজন করে সিরিয়া, কুফা, তায়েফ, মিশর ও ইয়েমেনে বসবাস করতেন। তৃতীয় প্রজন্মের যেসব ব্যক্তি উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের সর্বমোট সংখ্যা হলো ছাব্বিশ, যারা দশটি ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বসবাস করতেন; এলাকাসমূহ হলো মদীনা, মক্কা, মিশর, হিমস, ইয়েমেন, কুফা, সিরিয়া, ওয়াসিত ও তায়েফ। অধিকন্তু, উক্ত হাদীসটি কার্যত একই শব্দ বা অর্থ সহকারে উপরোক্ত দশটি অঞ্চলের সর্বত্রই পাওয়া যায়।[১৩]

حدثنا نصر بن على الجهضمى و حامد بن عمر البكراوى قالا حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه و سلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى اين باتت يده

> নাসর ইবনু আলী জাহদামী ও হাম্মাদ ইবনু উমার বাকরাবী আমাদেরকে এ মর্মে অবহিত করেছেন, বিশর ইবনুল মুফাদ্দাল খালিদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, "ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তোমাদের কেউ যেন তিনবার হাত না ধুয়ে কোনো পাত্রে হাত না দেয়, কারণ সে জানে না ঘুমের মধ্যে তার হাত কোথায় ছিল।"[১৪]

---

[১৩] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৩৫–৬।

[১৪] সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃ, ১১৪, নং ১৬৩ ও সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃ, ১৬৬, নং ৫৪১। উপরোক্ত হাদীসের শব্দাবলী নেয়া হয়েছে সহীহ মুসলিম থেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আবু হুরায়রার কমপক্ষে ১৩ জন ছাত্র তার নিকট থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে ৮ জন মদীনায়, ১ জন কুফায়, ২ জন বসরায়, ১ জন ইয়েমেনে ও ১ জন সিরিয়ায় বসবাস করতেন।

ষোলজন বিশেষজ্ঞ উক্ত হাদীসটি আবু হুরায়রার ছাত্রদের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে ৬ জন মদীনায়, ৪ জন বসরায়, ২ জন ইরাকের কুফায় এবং মক্কা, ইয়েমেন, ইরানের খোরাসান ও সিরিয়ার হিমসে একজন করে বসবাস করতেন।

হাদীসটির বর্ণনাকারীদের সম্পূর্ণ চিত্র দেখুন পরিশিষ্ট ৩-এ।

ইসনাদ পদ্ধতির উৎস

জ্ঞানের সকল শাখাতেই এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে যা তার প্রকৃতি, বিষয়বস্তু ও ঐ শাখার উৎকর্ষ সাধনে তৎপর ব্যক্তিবর্গের বৈশিষ্ট্য এবং যে বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জ্ঞানের ঐ শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে, তার সাথেই প্রযোজ্য। হাদীস শাস্ত্রও এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নয়।[১৫] প্রাক ইসলামী যুগের কাব্য বর্ণনার ক্ষেত্রেও ইসনাদ পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো।[১৬] তবে হাদীস শাস্ত্রে এর ব্যবহার হয়েছে সর্বোচ্চ পরিমাণে; এখানে ইসনাদকে স্বয়ং দ্বীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হয়। ইমাম বুখারীর অন্যতম শিক্ষক আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃত্যু ১৮১ হি.) বলেন, 'ইসনাদ দ্বীনের একটি অংশ। ইসনাদ না থাকলে যার যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারতো।'[১৭] ইসনাদ বিজ্ঞান পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে। তাবি'ঈ ইবনু সীরিন (মৃত্যু ১১০ হি.) বলেন,

> 'শুরুতে তারা ইসনাদ জানতে চাইতেন না। তবে ফিতনাহ শুরু হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তারা ইসনাদ জিজ্ঞেস করে যাচাই করে নিতেন, 'এ হাদীস তুমি যার কাছে শুনেছ তার নাম আমাদেরকে বলো'। আহলুস সুন্নাহর (সুন্নাহর অনুসারীদের) বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করা হবে, আর আহলুল বিদআহর (বিদআতের অনুসারীদের) বর্ণনাসমূহ হবে প্রত্যাখ্যাত।'[১৮]

---

[১৫] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৭৬।

[১৬] মাসাদিরুশ শি'রিল জা-হিলী, পৃ, ২৫৫–২৬৭ (স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৩২ গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

[১৭] এ উক্তিটি ইমাম মুসলিম তার সহীহ মুসলিম (মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী কর্তৃক পাঁচ খণ্ডে সম্পাদিত, কায়রো ১৩৭৪/১৯৫৫), [১:১৫] ও সহীহ মুসলিম বি শারহিন নাবাবী (৬ খণ্ডে বাঁধাইকৃত ১৮ খণ্ড, কায়রো, ১৩৪৯) [১:৮৭])।

[১৮] সহীহ মুসলিম বি শারহিন নাবাবী (ভূমিকা) অধ্যায়, ইসনাদ দ্বীনের অংশ, পৃ, ২৫৭ (মাকতাবাতু নাজার মুস্তাফা বাজ—রিয়াদ [প্রথম সংস্করণ]))।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থাৎ ফিতনাহ শুরু হওয়ার আগে ইসনাদের ব্যবহার হতো কদাচিৎ, তবে ফিতনাহ শুরু হয়ে যাওয়ার পর তারা সতর্ক হয়ে যান।

ইসলামে ইসনাদ পদ্ধতির তাৎপর্যকে খাটো করার লক্ষ্যে প্রাচ্যবাদী পণ্ডিতবর্গ প্রাক ইসলামী যুগের অনারবদের গ্রন্থসমূহে ইসনাদ পদ্ধতির উৎস অনুসন্ধানের প্রয়াস চালিয়েছেন। যোসেফ হরোভিৎস ইহুদীদের সাহিত্যকর্ম থেকে বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যেখানে দেখানো হয়েছে যে, আরবদের মধ্যে ইসনাদের ব্যবহার শুরু হওয়ার আগে ইহুদীদের মধ্যে ইসনাদের ব্যবহার ছিল।[১৯] তিনি মূসা (আঃ)-এর যুগেও এর ব্যবহার খোঁজার চেষ্টা করেছেন (এবং তার মতে) তালমুদের যুগে এসে এর বর্ণনা পরম্পরা বিরাট দীর্ঘ রূপ লাভ করে। ইসনাদ পদ্ধতি আসলেই মূসা (আঃ)-এর যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল কি না, তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে; কারণ এসব ইসনাদ যে পরবর্তী সময়ের সংযোজন নয় তা হরোভিৎস প্রমাণ করে দেখাননি। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের বহু পূর্বেই ভারতীয়রা ইসনাদ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল। প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে ইসনাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতে বলা হয়েছে,

> 'এটি রচনা করেছেন ব্যাস, লিপিবদ্ধ করেছেন গণেশ আর (পাঠকের) হাতে তুলে দিয়েছেন বৈসাম্পায়ন যিনি রাজা জনমেজয়ের নিকট এই গ্রন্থ পৌঁছে দিয়েছেন। সৌতি (যিনি সে সময় উপস্থিত ছিলেন) তা শুনে ঋষিদের সমাবেশে বর্ণনা করেছেন'।[২০]

তবে ইসনাদের উৎপত্তি যেখানেই হোক না কে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুসলিমরা ইসনাদ পদ্ধতিকে গ্রহণ করে একে হাদীসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরে নিয়ে এটাকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। ক্রমধারা পদ্ধতি চালু, হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত সংগ্রহ এবং হাদীসের আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুর মান ও বর্ণনাসূত্রের প্রামাণিকতা নির্ণয় সংক্রান্ত বিজ্ঞানের গোড়াপত্তনের মাধ্যমে মুসলিমরা ইসনাদ পদ্ধতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে। যতদূর জানা যায়, প্রাচীন ভারতীয়রা কখনোই ইসনাদ পদ্ধতিকে কঠোরতার সাথে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি; তারা ক্রমধারা পদ্ধতির বিকাশও সাধন করেনি।

---

[১৯] মিশনা, দ্যা ফাদার্স, ৪৪৬।

[২০] মহাভারত, অধ্যায় ১, কান্ত ১; দেখুন উইনটেনিৎস, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান লিটারেচার (কলকাতা, ১৯২৭ সাল), ১, ৩২৩ [হাদীস লিটারেচার [illegible] উদ্ধৃত)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

একইভাবে ইহুদী সাহিত্যেও ক্রমধারা পদ্ধতির কোনো ব্যবহার হয়নি; ফলে তাদের ইসনাদ হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। বস্তুত, প্রফেসর হরোভিৎস নিজেই স্বীকার করেছেন যে,

> 'তালমুদীয় সাহিত্যে ক্রমধারা পদ্ধতির কোনো ধারণা নেই এবং সর্বপ্রাচীন যে সাহিত্যকর্মে এরূপ বিন্যাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা ছিল ৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের রচনা, যা ছিল ইসনাদ সমালোচনা বিষয়ক সর্বপ্রাচীন ইসলামী গ্রন্থ রচিত হওয়ার একশ' বছর পরের কীর্তি'। এ তথ্যের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, '(এ যুগের) গুরুত্বপূর্ণ ইহুদী সাহিত্যকর্মসমূহ রচিত হয়েছে মুসলিম রাজ্যগুলোতে; এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, (ইসনাদের ওপর ইহুদীদের) এই ঐতিহাসিক গুরুত্বারোপ ছিল মূলত ইসলামী প্রভাবের ফল।'[২১]

কেবল হাদীসের ক্ষেত্রে নয়; বরং হাদীস গ্রন্থাবলীর ক্ষেত্রেও ইসনাদ নির্ধারণ প্রথা বিভিন্ন গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে—বিশেষত এমন এক যুগে যখন মুদ্রণশিল্পের কোনো অস্তিত্ব ছিল না এবং যে যুগে জাল ও বিকৃত গ্রন্থ রচনা করা ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ কাজ। উৎস নির্ণয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ব্যবহারের দিক দিয়ে হাদীস শাস্ত্র যেমন অনুপম, ঠিক তেমনি (মুসলিম) বিশেষজ্ঞদের প্রত্যয়ন প্রথাটিও বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য। গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ও সুরিয়ানী পাণ্ডুলিপিসমূহে কোনো গ্রন্থের উৎপত্তি ও ব্যবহার সম্বন্ধে এতো বিপুল পরিমাণ তথ্য (যদি আদৌ থাকে) একেবারে কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

ইসনাদ পদ্ধতি হাদীস শাস্ত্র থেকে উদ্ভূত হলেও সময়ের পরিক্রমায় আরব গ্রন্থকারগণ এ পদ্ধতিকে ভূগোল, ইতিহাস ও গদ্য সাহিত্যসহ জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও এর প্রয়োগ করেছেন।[২২]

---

[২১] আল্টার আন্ড আর্সপান্ডস ডেস ইসনাদ, পৃ, ৪৭। হাদীস লিটারেচার গ্রন্থে (পৃ, ৮১) উদ্ধৃত।

[২২] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৮২–৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৪

শ্রেণিবিন্যাস

হাদীস বর্ণনার বিষয়টি বিভিন্ন যৌক্তিক কারণেই সতর্ক পর্যবেক্ষণের মুখোমুখি হয়েছে; সাহাবী ও তাবি‘ঈদের প্রজন্ম থেকে এর যাত্রা শুরু। এ পর্যালোচনা কবে থেকে শুরু হয়েছে, পূর্বোক্ত অধ্যায়ে তাবি‘ঈ ইবনু সিরীনের (মৃত্যু ১১০) বক্তব্য থেকে এর একটি আনুমানিক সময়সীমা জানা যায়। তিনি বলেন,

> ‘[শুরুতে] তারা ইসনাদ জানতে চাইতো না। তবে ফিতনাহ শুরু হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তারা ইসনাদ জিজ্ঞেস করে যাচাই করে নিতেন, ‘এ হাদীস তুমি যার কাছে শুনেছ তার নাম আমাদেরকে বলো’। আহলুস সুন্নাহ (সুন্নাহ্‌র অনুসারী) এর বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করা হবে, আর আহলুল বিদআহ (বিদআতের অনুসারী) এর বর্ণনাসমূহ হবে প্রত্যাখ্যাত।’[১]

একবার বর্ণনাকারীর নাম জানা হয়ে গেলে সে বিশ্বস্ত কি না এবং সে যার কাছ থেকে বর্ণনা করছে তার কাছ থেকে সে আদৌ শুনেছে কি না– তা অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়ে যেতো। এ প্রকৃতির সমালোচনাকে পরবর্তীতে ইলমুল জারহি ওয়াত তা‘দীল (সত্যায়ন শাস্ত্র) নামে অভিহিত করা হয়।

এ উদ্দেশ্যে কৃত সর্বপ্রাচীন যেসব মন্তব্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, তা হলো শু‘বাহ ইবনুল হাজ্জাজ (৭০১–৭৭৬ সাল) এর কয়েকটি বক্তব্য। আব্দুর রহমান ইবনুল মাহদীর ইসনাদে ইবনু আদী বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন,

> ‘একদিন তারা শুবা‘র উপস্থিতিতে কোনো একটি বিষয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে তাকে বলেন, ‘হে আবু বিস্তাম, আপনি আমাদের ও আপনার মধ্যে একজন বিচারক নিয়োগ করে দিন।’ তিনি জবাব দিলেন, ‘আমি আহওয়াল (ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সাঈদ কাত্তান)কে বিচারক নিযুক্ত করতে সম্মত আছি।’ কিছুক্ষণ পর তিনি উপস্থিত হলে তারা বিষয়টি

---

[১] সহীহ মুসলিম বি শারহিন নাবাবী (ভূমিকা) অধ্যায়, ইসনাদ দ্বীনের অংশ, পৃ, ২৫৭ (মাকতাবাতু নাজার মুস্তাফা বাজ—রিয়াদ [প্রথম সংস্করণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তার নিকট পেশ করেন এবং তিনি শুবা'র বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন। তখন শু'বা মন্তব্য করেন, 'তোমার মতো আর কে হাদীস পরীক্ষা করে দেখার (তানকুদু) সামর্থ্য রাখে?'[২]

শু'বা যে পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন তা হলো 'নাকাদা' ক্রিয়াপদের একটি রূপ যার অর্থ 'পরীক্ষা বা যাচাই করা'। প্রথম দিককার যেসব লোকের বক্তব্য লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদও (মৃত্যু ৮০৪ সাল) তাদের অন্যতম। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনু শিহাব যুহরীই সর্বপ্রথম হাদীসের পাশাপাশি হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত সংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

এসব প্রাথমিক প্রয়াস থেকে হাদীস বিজ্ঞান (ইলমু মুস্তালাহিল হাদীস বা ইলমু উসূলিল হাদীস) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র বিকাশ লাভ করে, যার উদ্দেশ্য হলো বিশুদ্ধ ও জাল বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ প্রত্যেকটি হাদীসকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আমলে নিয়েছেন; তারা প্রত্যেকটি হাদীসের ইসনাদ ও মাতান উভয়টিকেই হাদীস বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিমালার আলোকে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন।[৩]

যদিও হাদীস অধ্যয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও মানদণ্ডসমূহ ইসলামের প্রথম যুগের প্রজন্মসমূহে অত্যন্ত নিখুঁত ছিল, তথাপি সেগুলোর পরিভাষায় যথেষ্ট ভিন্নতা ছিল। সে যুগের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব মৌলনীতি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, যেমন ইমাম শাফি'ইর (মৃত্যু ২০৪ হি.) আর রিসালাহ, ইমাম মুসলিমের (মৃত্যু ২৬১ হি.) সহীহু মুসলিম এর ভূমিকা ও ইমাম তিরমিযীর (মৃত্যু ২৭৯ হি.) সুনানুত তিরমিযী। ইমাম বুখারীর ন্যায় প্রথম যুগের অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ যেসব বর্ণনাকারী ও ইসনাদকে গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেগুলো নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণ পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞদের মানদণ্ডসমূহ বের করে এনেছেন।

প্রাচীনকালের যেসব গ্রন্থে প্রমিত পরিভাষা ব্যবহার করার মাধ্যমে জ্ঞানের এই শাখাটির ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর অন্যতম হলো আবু মুহাম্মাদ রামাহুরমুযী (মৃত্যু ৩৬০ হি./৯৭০ সাল)-এর লেখা একটি গ্রন্থ। তারপর এ বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো হাকিম (মৃত্যু ৪০৫ হি./১০১৪ সাল)-এর লেখা মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস শীর্ষক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে হাদীসের পঞ্চাশটি শ্রেণীবিন্যাস

---

[২] মুকাদ্দিমাতুল কামিল, পৃ, ১২০।

[৩] ক্রিটিসিজম অব হাদীস, পৃ, ৩৪–৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলোচিত হয়েছে, তবে তাতে কয়েকটি বিষয় একেবারে অধরা রয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (মৃত্যু ৪৩০ হি./১০৩৮ সাল) হাকিমের গ্রন্থে যেসব বিষয় বাদ পড়ে গিয়েছে সেগুলোর ওপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ শীর্ষক অনবদ্য গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে খতীব বাগদাদী তার পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন; তাছাড়া তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানের আদব কায়দা সংক্রান্ত একটি পৃথক গ্রন্থও রচনা করেছেন।

কাজী ইয়াদ ইয়াহসূবী (মৃত্যু ৫৪৪ হি.), আবু হাফস মায়ানজী (মৃত্যু ৫৮০ হি.) ও অন্যান্য লেখকদের বেশ কিছু গ্রন্থ রচনার পর উলূমুল হাদীস বিষয়ের ওপর সর্বব্যাপী গ্রন্থটি রচনা করেছেন আবু আমর উসমান ইবনুস সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হি./১২৪৫ সাল)। এ গ্রন্থটি সর্বসাধারণ্যে মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ নামে পরিচিত। সিরিয়ার বিভিন্ন শহরের দারুল হাদীসে পাঠদানকালে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেন। সে সময় থেকে নিয়ে অদ্যাবধি এ গ্রন্থটি হাদীসের বিশেষজ্ঞ ও ছাত্রদের নিকট একটি প্রামাণ্য উদ্ধৃতি গ্রন্থের মর্যাদায় আসীন হয়ে আছে। পরবর্তীকালে হাদীস বিজ্ঞানের ওপর লিখিত গ্রন্থাদির অনেকগুলোই ছিল এ গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে রচিত কিংবা এর সারাংশ বিশেষ। এগুলোর অন্যতম হলো ইমাম নববী কর্তৃক সংক্ষেপিত গ্রন্থ আল ইরশাদ এবং তার সারাংশ তাক্বরীব। এই শেষোক্ত গ্রন্থটির ওপর তাদরীবুর রাবী নামে একটি অসাধারণ ভাষ্য লিখেছেন জালালুদ্দীন সুয়ূতী। ইবনু কাসীরও (মৃত্যু ৭৭৪ হি.) ইখতিসারু উলূমিল হাদীস নামে ইবনুস সালাহ-এর গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার পেশ করেছেন। আল মিনহাল শিরোনামে বদরুদ্দীন ইবনু জামা'আহও (মৃত্যু ৭৩৩ হি.) উক্ত গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন।

এসব গ্রন্থে বেশ কয়েকটি দিক থেকে হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। এগুলোতে বর্ণনাকারী ব্যক্তি (সাহাবী, তাবি'ঈ ইত্যাদি), ইসনাদ, বর্ণনাকারীর সংখ্যা, বর্ণনা সংক্রান্ত পরিভাষা, বর্ণিত পাঠের প্রকৃতি ও বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা, এসব দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[৪]

প্রথম দু' শতাব্দীর হাদীস বিশেষজ্ঞগণ হাদীসগুলোকে সাধারণত দু'টি বড় বড় ভাগে বিভক্ত করেছেন; তা হলো, সহীহ (বিশুদ্ধ) ও দ'ঈফ (দুর্বল)। ইমাম তিরমিযী সর্বপ্রথম দ'ঈফ থেকে হাসান (নির্ভরযোগ্য) হাদীসকে পৃথক করে দেন।[৫]

---

[৪] এন ইন্ট্রোডাকশন টু দ্যা সায়েন্স অব হাদীস, পৃ, ১২–১৬।

[৫] আল মূ-ক্বিযাহ, পৃ, ২৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সহীহ হাদীস

ইসলামী জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী আইনগত নির্দেশের একটি উৎস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে একটি হাদীসকে পাঁচটি মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। ইবনুস সালাহ সহীহ হাদীসের সংজ্ঞায় বলেছেনঃ

'সহীহ হাদীস মূলত এমন এক প্রকার হাদীস যাতে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন ইসনাদ, যা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণ করেছেন এবং যা যে কোনো ধরনের অনিয়ম বা ত্রুটি থেকে মুক্ত।'[৬]

১. ইত্তিসালুস সানাদ (বর্ণনাকারীদের নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র)

কোনো হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য হাদীসের মূলপাঠ বর্ণনাকারীদের বর্ণনাসূত্র নিরবচ্ছিন্ন হতে হয়। অর্থাৎ, বর্ণনাকারীদের কেউ বর্ণনাসূত্র থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারীর সাথে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণনাকারীর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হতে হবে। প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে হবে, অন্যথায় তাকে মাজহুল (অপরিচিত) ও সানাদটিকে বিচ্ছিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

২. আদালত (সততা)

কোনো হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার দ্বিতীয় প্রধান শর্তটি হলো বর্ণনাকারীদের সততা। সততা দ্বারা বুঝানো হয় যে, বর্ণনাকারী একজন ন্যায়নিষ্ঠভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালনকারী মুসলিম এবং তিনি প্রকাশ্যে কোনো কবীরা গুনাহ করেছেন মর্মে কারো নিকট কোনো তথ্য নেই। তিনি মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত হলে তাকে কায্যাব এবং তার বর্ণিত হাদীসকে 'দ'ঈফ' শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কুতুবুর রিজাল নামক বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত সংক্রান্ত গ্রন্থাদির তথ্যের মাধ্যমে এসব শর্ত যাচাই করা হয়।

৩. দব্‌ত (নির্ভুলতা)

মূলপাঠের নির্ভুলতা যাচাই করা হয় নিম্নোক্ত দু'টি মাপকাঠির মাধ্যমে, যার প্রত্যেকটিই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড।

---

[৬] আল মু-ক্বিযাহ, পৃ, ২৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দবতুস সদর (মস্তিষ্কের সুস্থতা)

প্রত্যেক বর্ণনাকারীকে তার স্মৃতিশক্তি ও উচ্চ মানের নির্ভুলতা সহকারে হাদীস পুনরাবৃত্তির জন্য সুপরিচিত হতে হবে। কোনো বর্ণনাকারীর একই হাদীস ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পুনরাবৃত্তি করার প্রবণতা থাকলে অনুরূপ হাদীসকে মুদতারিব (বিভ্রান্তিকর) ও তার বর্ণিত অন্যান্য হাদীসকে 'দ'ঈফ' শ্রেণীভুক্ত করা হয়। বর্ণনাকারীর নির্ভুলতার স্তর মাঝারি মানের হলে এবং প্রামাণিকতার অন্যান্য শর্ত পূরণ হলে তার বর্ণিত হাদীসকে 'হাসান' শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

দবতুল কিতাবাহ (লেখনীর নির্ভুলতা)

কোনো বর্ণনাকারী যদি (ক)-তে উল্লিখিত শর্ত পূরণ করতে না পারে, তাহলে তাকে অবশ্যই তার হাদীস নির্ভুলভাবে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সুপরিচিত হতে হবে; এ ক্ষেত্রে তাকে কেবল তার লিখিত গ্রন্থ থেকেই হাদীস বর্ণনা করতে হবে। এ দু'টি পূর্বশর্তও কুতুবুর রিজাল নামক বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত সংক্রান্ত গ্রন্থাদির তথ্যের মাধ্যমে যাচাই করা হয়।

৪. গায়রু শায (দুর্লভ না হওয়া)

একটি হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তা একই বিষয়ে অধিকতর শক্তিশালী সনদের মাধ্যমে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া অত্যন্ত জরুরী। কোনো হাদীসের মূলপাঠ যদি সুপরিচিত অন্য কোনো পাঠের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, যার বর্ণনাসূত্র অধিকতর শক্তিশালী, কিংবা তা যদি একই মানসম্পন্ন অন্য এক গুচ্ছ বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে তাকে শায (দুষ্প্রাপ্য) শ্রেণীভুক্ত করা হয়, যা দ'ঈফ হাদীসেরই একটি প্রকার।

৫. লা ইল্লাহ (গুপ্ত ত্রুটির অনুপস্থিতি)

গুপ্ত ত্রুটি বলতে এমন ত্রুটিকে বুঝানো হয় যার ফলে হাদীসটিকে আপাতদৃশ্যে নির্ভরযোগ্য মনে হয়, কিন্তু গভীর অনুসন্ধান চালালে তার মধ্যে ভুলত্রুটি ধরা পড়ে। কোনো হাদীসকে নির্ভরযোগ্য (সহীহ) হতে হলে তাকে অবশ্যই গুপ্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে। গুপ্ত ত্রুটিযুক্ত হাদীসকে মা'লূল বা মুয়াল্লাল বলা হয়। ইবনুল মাদীনী (মৃত্যু ৩২৪ হি.) বলেছেন যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসের সবগুলো ইসনাদ সতর্কভাবে তুলনা করার পরই কেবল এর গুপ্ত ত্রুটি গোচরীভূত হয়। তিনি তার গ্রন্থ আল ইলাল এ ৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জন তাবি'ঈর একটি তালিকাসহ তারা যেসব সাহাবীর নিকট থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি বলেছেন যে, হাসান বসরী (মৃত্যু ১১০ হি.) আলী ﷺ (মৃত্যু ৪০ হি.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেননি, যদিও এর একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে যে তিনি হয়তো শৈশবে তাকে মদীনায় দেখেছিলেন। এ ধরনের তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা সূফীদের এমন অসংখ্য বর্ণনাকে বাতিল করে দেয় যেগুলোর ব্যাপারে তারা দাবি করে যে, হাসান বসরী তা আলী (রাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন। মাত্র অল্প কয়েকজন হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন; তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনু আবী হাতিম রাযী (মৃত্যু ৩২৭ হি.), খাল্লাল (মৃত্যু ৩১১ হি.) ও দারুকুতনী প্রমুখ (মৃত্যু ৩৮৫ হি.)।[৭]

সহীহ হাদীসের আইনগত মর্যাদা

যে হাদীসে বিশুদ্ধতার পাঁচটি শর্তের সবক'টিই পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় 'সহীহ' হাদীস। ইসলামী আইনের বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এরূপ হাদীস ব্যবহার করা যায়, এবং রহিত না হয়ে থাকলে এরূপ হাদীস অবশ্যই গ্রহণ ও বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। একটি সহীহ হাদীস থেকে উৎসারিত আইনগত সিদ্ধান্ত কেবল এর চেয়ে শক্তিশালী আরেকটি সহীহ হাদীসের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে।

সহীহ লি গাইরিহী

সহীহ হাদীসকে আরো দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—সহীহ লি যাতিহী ও সহীহ লি গাইরিহী। যেসব হাদীসে পাঁচটি শর্ত পুরোপুরি পাওয়া যায় সেগুলোকে সহীহ লি যাতিহী নামেও অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ এসব হাদীস বাইরের কোনো কিছু বিবেচনা করা ছাড়াই নিজে থেকে সহীহ। সহীহ লি গাইরিহী মূলত এমন একটি হাসান হাদীস যা অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হওয়ার সুবাদে সহীহ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে উল্লিখিত নিম্নোক্ত হাদীসটি সহীহ লি গাইরিহী প্রকৃতির হাদীসের একটি উদাহরণঃ

حدثنا ابو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

[৭] এন ইন্ট্রোডাকশন টু দ্যা সায়েন্স অব হা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> আবু কুরাইব আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, আবদাহ ইবনু সুলাইমান তাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনু আমর থেকে, তিনি আবু সালামাহ থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে নাবী ﷺ-এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, তাতে নাবী ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের ঘাড়ে একটি বড় বোঝা চেপে বসার আশঙ্কা না থাকলে, আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[৮]

ইবনুস সালাহ বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আলকামাহ ছিলেন তার সত্যবাদিতা ও সততার জন্য সুপরিচিত; কিন্তু তাকে অযথার্থ (সাদূকুন লাহু আওহাম) মনে করা হতো। উপরোক্ত হাদীসের শেষে আবু দাউদ বলেছেন, আবু ঈসা (তিরমিযী) বলেন,

> 'এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম থেকে, তিনি আবু সালামাহ থেকে, তিনি যাইদ ইবনু খালিদ থেকে এবং তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আবু হুরায়রা ও যাইদ ইবনু খালিদের বরাতে আবু সালামাহ নাবী ﷺ-এর বক্তব্যের যে দু'টি উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, আমার দৃষ্টিতে তার উভয়টিই সহীহ; কারণ নাবী ﷺ-এর এ বক্তব্যটি আবু হুরায়রার বরাতে একাধিক সানাদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী)'র বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন যে, যাইদ ইবনু খালিদের বরাতে আবু সালামাহ যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তা অধিকতর প্রামাণ্য। আবু ঈসা বলেন, 'এ বিষয়ে আবু বাক্‌র্ সিদ্দীক, আলী, আয়েশা, ইবনু আব্বাস, হুযাইফা, যাইদ ইবনু খালিদ, আনাস, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, ইবনু উমার, উম্মু হাবীবাহ, আবু উমামাহ, আবু আইয়ুব, তাম্মাম ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালাহ, উম্মু সালামাহ, ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা ও আবু মূসার বরাতে আরো কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে।'[৯]

সহীহ হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস

এ বিষয়ে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতটি হলো, নির্দিষ্ট কোনো একটি বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রকে নির্দিষ্ট অন্য একটি বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রের চেয়ে শ্রেয়তর দাবী করার সুযোগ নেই। বিশুদ্ধতার পাঁচটি শর্ত দ্বারা বর্ণনাসূত্র ও মূলপাঠ কতটুকু প্রভাবিত হয়, তার ওপরই নির্ভর করে বিশুদ্ধতার শ্রেণীবিন্যাস। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশুদ্ধ বর্ণনার সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে সেসব হাদীস যার বর্ণনাকারীদের নির্ভুলতার বিষয়টি কিছুটা বিতর্কিত হলেও এর

---

[৮] সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুত তাহারাহ, বাবু মা জা আ ফিস সিওয়াক।

[৯] এই মর্মে সহীহ বুখারীর কিতাবুল জুমু'আহ, বাবি সিওয়াকি ইয়াওমিল জুমু'আহ তে ৩টি বর্ণনা ও সহীহ মুসলিমের কিতাবুত তাহারাহ, বাবু [illegible] রয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিশুদ্ধতার সপক্ষের অন্যান্য প্রমাণসমূহ এর নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনাকেই প্রবল করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ সুহাইল ইবনু আবী সালিহ কর্তৃক তার পিতার বরাতে আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

যৌক্তিক এ বাস্তবতা সত্ত্বেও প্রাথমিক যুগের কতিপয় বিশেষজ্ঞ বিশেষ কোনো বর্ণনাসূত্রকে সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন মনে করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আহমদ ইবনু হাম্বল ও ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ 'যুহরী সালিম থেকে এবং তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে' এই বর্ণনাসূত্রকে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করতেন। পক্ষান্তরে, বুখারী মনে করতেন, 'মালিক নাফি থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে' বর্ণনাসূত্রটি সর্বাধিক শক্তিশালী।[১০] এটি 'সোনালী বর্ণনাসূত্র' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেছিল।

যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে অনেকেই মনে করেন যে, বুখারী ও মুসলিমে সকল সহীহ হাদীস সংকলিত হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই এমন নয়; বরং এমন অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে যা এ দুই গ্রন্থের কোনোটিতেই সংকলিত হয়নি। খোদ এ দু' গ্রন্থকার নিজেরাই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সকল সহীহ হাদীস তারা এখানে সংকলিত করেননি। ইমাম বুখারী বলেছেন,

> 'আমি আমার আল জামি' গ্রন্থে কেবল বিশুদ্ধ হাদীসগুলোকেই লিপিবদ্ধ করেছি; তবে গ্রন্থটির কলেবর বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কিছু প্রামাণ্য হাদীসকেও এখান থেকে বাদ রেখেছি।'

ইমাম মুসলিমও বলেছেন,

> 'আমি এ গ্রন্থে সকল সহীহ হাদীসকে অন্তর্ভুক্ত করিনি। আমি কেবল সেসব হাদীসই অন্তর্ভুক্ত করেছি যেগুলোর (বিশুদ্ধতার) ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ একমত হয়েছেন।'

বস্তুত, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের একটি বড় অংশই পাওয়া যায় এ দু'টি সঙ্কলনের বাইরের গ্রন্থসমূহে। ইমাম বুখারী নিজেই বলেছেন,

> 'আর আমি যে পরিমাণ হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছি তার তুলনায় বাদ পড়া সহীহ হাদীসের সংখ্যা বেশী। আমি এক লাখ সহীহ ও দু' লাখ দ'ঈফ হাদীস মুখস্থ করেছি।'

[১০] দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা প্র আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com পৃ, ৩৮।

অথচ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের প্রত্যেকটিতে সন্নিবিষ্ট সর্বমোট হাদীস সংখ্যা চার হাজারের মতো![১১]

হাদীসকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম যেসব মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন তার আলোকে হাদীসসমূহের সাত রকম শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারেঃ

- সহীহ্ হাদীস, যা বুখারী ও মুসলিম উভয়েই লিপিবদ্ধ করেছেন। এরূপ বর্ণনাকে বিশেষজ্ঞগণ সাধারণত متفق عليه মুত্তাফাকুন আলাইহি (সর্বসম্মত) নামে অভিহিত করে থাকেন।
- সহীহ্ হাদীস যা কেবল ইমাম বুখারী সঙ্কলন করেছেন।
- সহীহ্ হাদীস যা কেবল ইমাম মুসলিম সঙ্কলন করেছেন।
- সহীহ হাদীস যা বুখারী ও মুসলিমের মানদণ্ড অনুযায়ী অন্যান্য লেখকবৃন্দ সঙ্কলন করেছেন।
- সহীহ হাদীস যা কেবল বুখারীর মানদণ্ড অনুযায়ী অন্যান্য লেখকবৃন্দ সঙ্কলন করেছেন।
- সহীহ্ হাদীস যা কেবল মুসলিমের মানদণ্ড অনুযায়ী অন্যান্য লেখকবৃন্দ সঙ্কলন করেছেন।
- সহীহ হাদীস, তবে তা বুখারী ও মুসলিমের মানদণ্ড অনুযায়ী সঙ্কলন করা হয়নি।

হাসান হাদীস

'হাসান' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'সুন্দর; ন্যায়সঙ্গত; ভালো'। তবে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী হাসান দ্বারা এমন হাদীসকে বুঝানো হয় যার অবস্থান সহীহ ও দ'ঈফ এর মাঝামাঝি পর্যায়ে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) সর্বপ্রথম এ পরিভাষাটিকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি হাসান হাদীসের সংজ্ঞায় লিখেছেন, এটি এমন এক ধরনের হাদীস যার বর্ণনাসূত্রে মিথ্যাবাদিতার সন্দেহে অভিযুক্ত কোনো বর্ণনাকারী নেই এবং যা বিশুদ্ধতর পাঠের সাথে সাংঘর্ষিকও নয়; অধিকন্তু একই রকম শক্তিশালী একাধিক বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এ সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সরল যার ফলে সহীহ লি গাইরিহী (যা অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হওয়ার সুবাদে সহীহ

---

[১১] দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা প্রা[illegible] পৃ, ৩৯–৪০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে) প্রকৃতির হাদীসও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। কিংবা এর মাধ্যমে হাসান লি গাইরিহী (যা অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হওয়ার সুবাদে হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে) প্রকৃতির হাদীসের একটি দিককে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

তবে হাসান শ্রেণীর হাদীসের সবচেয়ে উত্তম সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.)। তার মতে হাসান হাদীস দ্বারা মূলত এমন হাদীসকে বুঝায় যা বিশুদ্ধ বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং যা কোনো গোপন দোষত্রুটি কিংবা বিশুদ্ধতর পাঠের সাথে সংঘর্ষ থেকে মুক্ত। তবে এতে এক বা একাধিক এমন বর্ণনাকারী থাকে যাদের নির্ভুলতা একটু নিম্ন পর্যায়ের। এ ধরনের হাদীসকে হাসান লি যাতিহী (নিজ গুণেই হাসান)।[১২] অন্য কথায় দবত (নির্ভুলতা) ব্যতীত সহীহ হাদীসের অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ হলে সংশ্লিষ্ট হাদীসকে হাসান হিসেবে গণ্য করা হয়। কোনো বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি মধ্যম মানের (সাদূক) হলে, (অর্থাৎ তার ব্যাপারে যদি এটুকু জানা যায় যে, তিনি মাত্র অল্প কয়েকটি ভুল করেছেন) হাদীসটিকে সহীহ স্তর থেকে নামিয়ে হাসান স্তরে নিয়ে আসা হয়। প্রথম দিকে বুখারীর অন্যতম শিক্ষক ইবনু খুযাইমা'র ন্যায় কতিপয় বিশেষজ্ঞ সহীহ হাদীস ও হাসান হাদীসের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। ইবনু হিব্বান ও হাকিমও একই নীতি অনুসরণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযীর সুনান গ্রন্থ থেকে একটি হাসান হাদীসের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলোঃ

حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى عن ابى عمران الجونى عن ابى بكر بن ابى موسى الاشعرى قال سمعت ابى بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف ... قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب

> কুতাইবাহ আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে জা'ফর ইবনু সুলাইমান দুবায়ী আবু ইমরান জাওনীর উদ্ধৃতি দিয়ে আবু বাকর ইবনু আবী মূসা আশআরীর একটি বক্তব্য তাদের নিকট উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বলেন, 'আমরা শত্রুর মুখোমুখি হলে আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, নাবী ﷺ বলেছেন, "নিঃসন্দেহে জান্নাতের অবস্থান হলো তরবারির ছায়াতলে।" ... আবু ঈসা (তিরমিযী) বলেন, 'এটি একটি হাসান ও গরীব হাদীস।'[১৩]

---

[১২] দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা প্রফেট'স ট্রাডিশান্স, পৃ, ৪৭–৮।

[১৩] সুনানুত তিরমিযী, নং ১৫৮৩ (সিডি), কিতাবু ফাদাইলিল জিহাদ, বাবুল জান্নাতি তাহতা...।
হাদীসের পূর্ণাঙ্গ পাঠটি নিম্নরূপঃ

عن ابى بكر بن ابى موسى الاشعرى قال سمعت ... ل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এ হাদীসটিকে হাসান হিসেবে গণ্য করার কারণ হলো, উক্ত হাদীসের জা'ফর ইবনু সুলাইমান একজন সাদূক (অপেক্ষাকৃত কম নির্ভুল তবে চলনসই) পর্যায়ের বর্ণনাকারী, পক্ষান্তরে অন্যান্য বর্ণনাকারীদের সকলেই সিকাহ (চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্য) পর্যায়ভুক্ত।[১৪] হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সর্বদা সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় সর্বাপেক্ষা দুর্বল বর্ণনাকারীর মর্যাদার ভিত্তিতে। এটি একটি হাসান লি যাতিহী হাদীস।

তবে উক্ত পাঠের তিনটি বর্ণনা সহীহ বুখারীতে ও দু'টি বর্ণনা সহীহ মুসলিম গ্রন্থে উদ্ধৃত হওয়ায় এটিকে পুনরায় সহীহ লি গাইরিহী পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। সহীহ আল বুখারীতে উল্লিখিত নিম্নোক্ত হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তুর সমর্থকঃ

حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله و كان كاتبه قال كتب اليه عبد الله بن ابي اوفى رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "و اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف"

> আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, মুয়াবিয়া ইবনু আমর তাদেরকে আবু ইসহাক, মুসা ইবনু উকবাহ ও উমার ইবনু উবাইদুল্লা'র আযাদকৃত গোলাম ও লেখক সালিম ইবনু নাদরের উদ্ধৃতি দিয়ে অবহিত করেছেন যে, তিনি বলেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা তার নিকট এই মর্মে একটি চিঠি লিখেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "জেনে রেখো, জান্নাত হলো তরবারির ছায়াতলে।"[১৫]

স্তরবিন্যাস

সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে যেভাবে কিছু কিছু বর্ণনাসূত্রকে সর্বাধিক শক্তিশালী মনে করা হয়, তেমনিভাবে নিম্নোক্ত দু'টি বর্ণনাসূত্রকেও হাসান হাদীসের ক্ষেত্রে সর্বাধিক শক্তিশালী মনে করা হয়ঃ

- বাহজ ইবনু হাকিম তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতামহ থেকে।
- আমর ইবনু শুয়াইব তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতামহ থেকে।

ابواب الجنة تحت ظلال السيوف فقال رجل من القوم رث الهيئة اانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره قال نعم فرجع الى اصحابه فقال اقرا عليكم السلام و كسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل

[১৪] দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা প্রফেট'স ট্রাডিশান্স, পৃ, ৪৯।

[১৫] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল জান্নাতি তাহতাস সুয়ূফ ও সহীহ মুসলিম, বাবু কারাহিয়্যাতি তামান্নি লিকাইল আদুও।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কোনো হাদীসকে হাসান কিংবা দ'ঈফ হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে বিতর্ক দেখা দিলে, তাকে নিম্ন মানের হাদীস হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেমন হারিছ ইবনু আব্দিল্লাহ, আসিম ইবনু দামরাহ, হাজ্জাজ ইবনু আরাত প্রমুখ।[১৬]

পরিভাষা

কোনো একটি হাদীস বুঝাতে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ যখন صحيح الاسناد সহীহ আল ইসনাদ (প্রামাণ্য বর্ণনাসূত্র সমৃদ্ধ) শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করেন, তখন এর দ্বারা তারা একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রদান করেন; আর তা হলো, উক্ত হাদীসটি সহীহ হাদীসের তুলনায় একটু নিম্ন পর্যায়ের। অর্থাৎ, সম্ভবত এটি একটি হাসান হাদীস। পক্ষান্তরে, তারা যখন حسن الاسناد হাসানুল ইসনাদ (হাসান বর্ণনাসূত্র সমৃদ্ধ) শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করেন, তখন তার মানে দাঁড়ায় যে, এটি একটি দ'ঈফ হাদীস। এ ধরনের শ্রেণীবিন্যাসের কারণ হলো, প্রথম তিনটি শর্তের (১. আদল, ২. ইত্তিসালুস সানাদ ও ৩. দবত) দিক দিয়ে একটি বর্ণনাসূত্র সহীহ কিংবা হাসান হওয়া সত্ত্বেও তাতে কিছু গোপন ত্রুটি থাকতে পারে কিংবা তা কোনো উন্নততর পাঠের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে।

ইমাম তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীসের ক্ষেত্রে প্রায়শ حسن صحيح হাসান সহীহ ধরনের দ্ব্যর্থক শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন। ইবনু হাজার ও সুয়ূতীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ শব্দগুচ্ছের অর্থ নিম্নের দু'টির যে কোনো একটি হতে পারেঃ

- এটি এমন একটি হাদীস যার দুই বা ততোধিক বর্ণনাসূত্রের একটি হাসান ও বাকীগুলো সহীহ। অন্য কথায়, এটি একটি সহীহ লি গাইরিহী প্রকৃতির হাদীস।
- এটি একক বর্ণনাসূত্র সমৃদ্ধ এমন একটি হাদীস যা কতিপয় বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে সহীহ, পক্ষান্তরে অন্যদের দৃষ্টিতে তা হাসান; আর ইমাম তিরমিযী সেসব মতের একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিতে নারাজ।

ইমাম বাগাওয়ী (রহ.) তার মাসাবীহুস সুন্নাহ গ্রন্থে সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে প্রাপ্ত হাদীসসমূহকে সহীহ শ্রেণীভুক্ত করেছেন, অন্যদিকে তিনি সুনান গ্রন্থের হাদীসসমূহকে হাসান শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তবে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তার এই শ্রেণীবিন্যাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কারণ সুনান গ্রন্থের হাদীসসমূহ হলো সহীহ, হাসান, দ'ঈফ ও মওদূ' হাদীসের মিশ্রণ।

---

[১৬] দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com পৃ, ৪৯–৫০।

হাসান হাদীসের সঙ্কলন

কোনো সুনির্দিষ্ট গ্রন্থে সকল হাসান হাদীসকে স্বতন্ত্রভাবে সঙ্কলিত করা হয়নি। তবে এই স্তরের হাদীসসমূহ সকল সুনান গ্রন্থেই পাওয়া যায়। সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সহীহ, দ'ঈফ এবং এগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বর্ণনাসমূহকে স্পষ্টভাবে সনাক্ত করে দিয়েছেন। তবে যেসব হাদীসের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য উল্লেখ করা হয়নি, তার মূল্যায়ন অনুযায়ী সেগুলো হাসান হাদীস।[১৭]

হাসান লি গাইরিহী হাদীস

বর্ণনাকারীদের এক বা একাধিক ব্যক্তি নিম্ন স্তরের (অর্থাৎ ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ স্তরের) অন্তর্ভুক্ত হলে, অর্থাৎ দুশ্চরিত্র কিংবা মিথ্যাবাদিতার জন্য নয়, বরং বর্ণনাকারীর দুর্বল স্মৃতিশক্তির কারণে হাদীসে দুর্বলতা দেখা দিলে এবং উক্ত হাদীসের সমর্থনে অন্য হাদীস পাওয়া গেলে– তাকে পুনরায় হাসান লি গাইরিহী শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

পুনরায় উল্লেখ্য যে, কোনো বর্ণনাসূত্রের সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তার দুর্বলতম বর্ণনাসূত্রের ওপর। ফলে, বর্ণনাকারীদের সকলেই উচ্চ মানের নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাসূত্রের কোনো এক স্তরে একজন বর্ণনাকারী মিথ্যুক (কায্যাব) শ্রেণীভুক্ত হলে, হাদীসটিকে জাল শ্রেণীভুক্ত করা হয়, যদিও তা অন্যান্য ইসনাদ দ্বারা নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয়।

সুনানুত তিরমিযীতে উল্লিখিত নিম্নোক্ত হাদীসটি হাসান লি গাইরিহী প্রকৃতির হাদীসের একটি নমুনাঃ

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدى و محمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه ان امراة من بنى فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ارضيت من نفسك و مالك بنعلين قالت نعم قال فاجازه

মুহাম্মাদ ইবনু বাশার আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ ও আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী ও মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর বলেছেন, আছিম ইবনু উবাইদুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে শু'বাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু রাবীয়াহকে তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, ফাযারাহ গোত্রের এক মহিলার বিয়ে হয়েছিল যেখানে দেনমোহর ছিল এক জোড়া জুতো। আল্লাহর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস

[১৭] দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা প্র আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com], ৫০–৩।

> করলেন, 'তুমি কি নিজের সত্ত্বা ও সম্পদের ব্যাপারে এক জোড়া জুতো নিয়ে সন্তুষ্ট?' সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ'। তখন নাবী ﷺ এ বিয়ের অনুমতি দিলেন।[১৮]

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন ও আহমদ ইবনু হাম্বল আছিম ইবনু উবাইদুল্লাহকে দ'ঈফ শ্রেণীভুক্ত করেছেন, আর বুখারীর দৃষ্টিতে তিনি একজন মুনকার। তবে, ইমাম তিরমিযী আরও বলেন, এ বিষয়ে উমার, আবু হুরাইরা, সাহ্ল ইব্ন্ সা'দ, আবু সা'ঈদ, আয়েশা, জাবির, আবু হাদরাদ আল আসলামি কর্তৃক বর্ণিত আরও কয়েকটি হাদিস রয়েছে। তাই আমের ইব্ন্ রাবি 'আহ্র বর্ণনাটি হাসান সাহীহ।

হাসান হাদীসের আইনগত মর্যাদা

ইসলামী আইনশাস্ত্রে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে হাসান হাদীস ব্যবহার করা যায়। সহীহ হাদীস দ্বারা রহিত না হলে হাসান হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। এ দিক থেকে হাসান শ্রেণীর হাদীস সহীহ হাদীস থেকে ভিন্ন কিছু নয়। উভয় প্রকৃতির হাদীসেই রয়েছে আল্লাহর রাসূল ﷺ থেকে প্রামাণ্য সূত্রে বর্ণিত দিকনির্দেশনা। আর নাবী ﷺ যখন কোনো বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, তখন তা অবশ্য পালনীয়; এবং তার পরামর্শসমূহও অন্য যে কারো পরামর্শের চেয়ে অনেক উত্তম।

দ'ঈফ হাদীস

ভাষাতত্ত্বের বিচারে দ'ঈফ শব্দের অর্থ 'দুর্বল'। তবে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় দ'ঈফ দ্বারা এমন বর্ণনাকে বুঝানো হয় যার মান হাসান হাদীসের নীচে। এটি এমন এক ধরনের হাদীস যেখানে ছিহাহ (বিশুদ্ধতা) এর পাঁচটি শর্তের এক বা একাধিক শর্ত অনুপস্থিত। বাইকূনী উলূমুল হাদীসের ওপর লিখিত কাব্যের এক জায়গায় দ'ঈফ হাদীসকেও একইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেনঃ

و كل ما عن رتبة الحسن قصر * فهو الضعيف و هو اقسام كثر

যে হাদীসের মান হাসানের নীচে তা-ই দ'ঈফ। তবে দ'ঈফ হাদীসের অনেক প্রকার রয়েছে।

ইমাম তিরমিযী কর্তৃক সংগৃহীত নিম্নোক্ত হাদীসে দ'ঈফ হাদীসের একটি নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবেঃ

---

[১৮] সুনানুত তিরমিযী, অধ্যায়, আন নিব[illegible] 'আ ফী মুহুরিন নিসা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدى و بهز بن اسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الاثرم عن ابى تميمة الهجيمى عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم قال من اتى حائضا او امراة فى دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه و سلم قال ابو عيسى لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الاثرم عن ابى تميمة الهجيمى عن ابى هريرة

বুন্দার আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী ও বাহয ইবনু আসাদ বলেছেন যে, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ তাদের নিকট হাকীম আছরাম, তামীমাহ হুজাইমী ও আবু হুরায়রার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে কিংবা কোনো নারীর পশ্চাদ্দেশ দিয়ে সহবাস করে কিংবা কোনো গণকের দ্বারস্থ হয়, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করেছে।"

আবু ঈসা বলেন, হাকীম আছরাম, তামীমাহ হুজাইমী ও আবু হুরায়রার উদ্ধৃতি ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে আমরা এ হাদীসটি জানতে পারি না। বিশেষজ্ঞগণ হাকীম আছরামকে দুর্বল শ্রেণীভুক্ত করেছেন, আর ইবনু হাযার আসকালানী তাক্বরীবুত তাহযীব গ্রন্থে তাকে লাইয়িন আখ্যায়িত করেছেন।

দ'ঈফ হাদীসের স্তরবিন্যাস

বর্ণনাসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিংবা বর্ণনাকারীদের মধ্যে প্রাপ্ত ত্রুটি থেকে উদ্ভূত দুর্বলতার তীব্রতা অনুযায়ী হাদীসের দুর্বলতা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সবচেয়ে দুর্বল বর্ণনাসূত্রের প্রেক্ষিতে একে মাওদূ' বা জাল বর্ণনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইমাম হাকিম তার মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস গ্রন্থে কিছু দুর্বলতম বর্ণনার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যা বেশ কিছু অঞ্চল ও কতিপয় সাহাবীর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেছেন যে, আবু বাক্‌র্ সিদ্দীকের সাথে 'ইবনু মূসা দাক্বীক্বী ফারাদ সুবখী থেকে, তিনি মুররাহাত তাইয়িব থেকে এবং তিনি আবু বাক্‌র্ থেকে'– মর্মে যে বর্ণনাসূত্রটি প্রচলিত আছে তা হলো সর্বাপেক্ষা দুর্বল। তিনি আরো বলেছেন যে, সিরিয়াবাসীদের নামে যেসব বর্ণনাসূত্র রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল বর্ণনাসূত্রটি হলো—'মুহাম্মাদ ইবনু কায়স মাসলূব উবাইদুল্লাহ ইবনু যাহরাহ থেকে, তিনি আলী ইবনু ইয়াযীদ থেকে, তিনি কাসিম থেকে এবং তিনি আবু উমামাহ থেকে'।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ'ঈফ হাদীসের আইনগত মর্যাদা

দ'ঈফ হাদীসের ব্যবহার নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। দ্বীন ও আইনগত বিধি-বিধান (হালাল ও হারাম)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট না হলে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ভালো কাজের ক্ষেত্রে দ'ঈফ হাদীস গ্রহণ করার অনুমোদন দিয়েছেন; তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম ইবনু হাযার আসকালানী তিনটি শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

- মিথ্যুক বা জাল বর্ণনাকারী রয়েছে– হাদীসটি এ পর্যায়ের মাত্রাতিরিক্ত দুর্বল হতে পারবে না।
- হাদীসটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে (বিশেষজ্ঞদের দ্বারা) স্বীকৃত হতে হবে।
- কেউ এটা মনে করতে পারবে না যে, গ্রহণের কারণে হাদীসটির শক্তি (তথা বিশুদ্ধতা) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

সুফিয়ান সাওরী, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী ও আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ.) প্রমুখ দুর্বল বর্ণনা ব্যবহার করতেন। বস্তুত, ইমাম আহমদ কিয়াসের উপর দুর্বল বর্ণনার ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতেন।

প্রাচীন অনেক গ্রন্থে দ'ঈফ হাদীসকে আল হাদীসুল মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। দ'ঈফ হাদীস দ্বারা এমন হাদীসকে বুঝানো হয়, গ্রহণযোগ্যতার এক বা একাধিক শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে যে বর্ণনার সত্যতা চরম সংশয়পূর্ণ হয়ে ওঠেছে। অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হওয়ার কারণে কিছু দ'ঈফ হাদীসকে অন্য হাদীসের শ্রেণীভুক্ত করা গেলেও কিছু কিছু দ'ঈফ হাদীস সম্পূর্ণই প্রত্যাখ্যাত। গ্রহণযোগ্যতার সে শর্ত পূরণ না হওয়ার প্রেক্ষিতে দ'ঈফ হাদীসসমূহকে আরো কয়েকটি উপভাগে বিভক্ত করা হয়।

হাদীস প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণঃ

যেসব কারণে একটি হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয় সেগুলোকে দু'টি প্রধান শিরোনামে বিভক্ত করা যায়,

- বর্ণনাসূত্রের বিচ্ছিন্নতা কিংবা
- স্বয়ং বর্ণনাকারীর ত্রুটি।

বর্ণনাসূত্রের বিচ্ছিন্নতা

বর্ণনাসূত্রের বিচ্ছিন্নতাকে দু' ভাগে [illegible] যেতে পারে:

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

- সুস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা
- গোপন বিচ্ছিন্নতা।

সুস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা বলতে সেসব ইসনাদকে বুঝানো হয় যেখানে কোনো একজন বর্ণনাকারী তার শিক্ষক কিংবা উপরস্থ বর্ণনাকারীর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। এ সাক্ষাৎ লাভ না করার পেছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে:

- প্রজন্মের ব্যবধান, অর্থাৎ উপরস্থ বর্ণনাকারী জীবিত থাকাকালীন নিম্নস্থ বর্ণনাকারীর জন্মই হয়নি, যার ফলে তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে,[১৯] কিংবা
- সংরক্ষিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বর্ণনাকারী কখনো উপরস্থ বর্ণনাকারীর সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

এ জন্য বর্ণনাকারীদের নিয়ে যিনি গবেষণা করেন তার জন্য রিজাল শাস্ত্র তথা খোদ বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত জানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে; কারণ জীবনচরিতসমূহে বর্ণনাকারীদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ, তাদের অধ্যয়নের সময়কাল, বসবাস, ভ্রমণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবিষ্ট থাকে।

বর্ণনাসূত্র কোন স্তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে কিংবা কয়জন বর্ণনাকারীর নাম মুছে গিয়েছে– এসব বিবেচনার ভিত্তিতে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ হাদীসকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন,

- মু'আল্লাক
- মুরসাল
- মুনকাতি'
- মু'দাল।

গোপন বিচ্ছিন্নতা দ্বারা এমন ইসনাদকে বুঝানো হয় যেখানে একজন বর্ণনাকারীর নাম মুছে ফেলা হয়েছে কিংবা তা এতো সূক্ষ্মভাবে গোপন রাখা হয়েছে যে, বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত অধ্যয়নের সময় তা সহসা নজরে পড়ে না। এর দু'টি প্রধান ভাগ রয়েছে,

- মুদাল্লাস ও
- মুরসাল খাফী।

---

[১৯] অর্থাৎ, ছাত্র জন্মগ্রহণ করার আগেই শিক্ষক ইন্তেকাল করেছেন কিংবা শিক্ষকের ইন্তেকালের সময় ছাত্রের বয়স ছিল পাঁচ বছরের কম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মু'আল্লাক (ঝুলন্ত)

মু'আল্লাক শব্দটি 'আল্লাকা' ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত যার অর্থ স্থগিত করা; ঝুলিয়ে রাখা। বর্ণনাসূত্রের ক্ষেত্রে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়, কারণ এ ধরনের বর্ণনাসূত্রে শুধু উপরের অংশটি থাকে, যার ফলে সানাদটিকে দেখতে ঝুলন্ত মনে হয়। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে, মু'আল্লাক মূলত এমন হাদীসের নাম যার বর্ণনাসূত্রের শুরুর দিকে একজন অথবা ধারাবাহিকভাবে কয়েকজন বর্ণনাকারীর নাম মুছে দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইমাম বুখারী উরু সংক্রান্ত অধ্যায়ের শুরুতে নিম্নোক্ত হাদীসটি সন্নিবিষ্ট করেছেনঃ

و قال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه و سلم ركبتيه حين دخل عثمان

> আবু মূসা বলেন, "উসমান ঘরে প্রবেশ করার প্রেক্ষিতে নাবী ﷺ তাঁর দুই উরু ঢেকে ফেললেন।"[২০]

উপরোক্ত হাদীসটিকে মু'আল্লাক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, কারণ ইমাম বুখারী তাতে সাহাবী আবু মূসা আশআরী ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকারীর নাম মুছে ফেলেছেন।

'বস্ত্র পরিধান করে সালাত সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা' অধ্যায়ে ইমাম বুখারী বলেন,

و امر النبي صلى الله عليه و سلم ان لا يطوف بالبيت عريان

> নাবী ﷺ এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, কোনো নগ্ন ব্যক্তি কা'বা ত্বাওয়াফ করতে পারবে না।[২১]

---

[২০] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃ, ১২৮১, নং ৫৯০৬।

باب ما يذكر في الفخذ قال ابو عبد الله و يروى عن ابن عباس و جرهد و محمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه و سلم الفخذ عورة و قال انس بن مالك حسر النبي صلى الله عليه و سلم عن فخذه قال ابو عبد الله و حديث انس اسند و حديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم و قال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه و سلم ركبتيه حين دخل عثمان و قال زيد بن ثابت انزل الله على رسوله صلى الله عليه و سلم و فخذه على فخذى فثقلت على حتى خفت ان ترض فخذى

[২১] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আস সালাম, পরিচ্ছেদ, ওজুবুস সালাত ফিস সিয়াব। হাদীসটির পূর্ণ পাঠ নিম্নরূপঃ

باب وجوب الصلاة في الثياب و قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد و من صلى ملتحفا في ثوب واحد و يذكر عن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في اسناده نظر و من صلى في الثوب الذى يجامع فيه ما لم ير اذى و امر النبي صلى الله عليه و سلم ان لا يطوف بالبيت عريان

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উপরোক্ত বর্ণনায় তিনি নাবী ﷺ-এর আগ পর্যন্ত সাহাবীসহ পুরো বর্ণনাসূত্রটি মুছে দিয়েছেন।

মু'আল্লাক বর্ণনাটি হতে পারে নাবী ﷺ-এর একটি হাদীস (যেমন পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ) কিংবা কোনো সাহাবী কিংবা তাবি'ঈর বক্তব্য বা কাজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইমাম বুখারী ছাদ, মিম্বর ও কাঠের ওপর সালাত সম্পাদন সংক্রান্ত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেনঃ

و صلى ابو هريرة على سقف المسجد بصلاة الامام و صلى ابن عمر على الثلج

> আবু হুরায়রা ইমামের অনুসরণে ছাদের ওপর এবং ইবনু উমার বরফের উপর সালাত আদায় করেছেন।[২২] কোনো বর্ণনাসূত্র ছাড়াই ইমাম বুখারী আবু হুরায়রার এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

তায়াম্মুম অধ্যায়ে 'পরিচ্ছন্ন মাটি' শিরোনামে তিনি নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেনঃ

و قال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث

> আর হাসান বলেন, "উদূ ভঙ্গ না হলে তায়াম্মুমই যথেষ্ট।"[২৩] এখানে হাসান দ্বারা হাসান ইবনু হাসান ইবনু ইয়াসার বসরী উদ্দেশ্য—যিনি ছিলেন মাঝারি পর্যায়ের একজন তাবি'ঈ।

মু'আল্লাক হাদীসকে সাধারণত দ'ঈফ শ্রেণীভুক্ত করে প্রত্যাখ্যান করা হয়, কারণ তাতে বিশুদ্ধতার একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকে। তবে তা যদি এমন কোনো হাদীস সঙ্কলনে উল্লেখ থাকে যার গ্রন্থকার শুধু সহীহ হাদীস সন্নিবিষ্ট করার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন; যেমন সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম– তাহলে এর ব্যাপারটি ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়। এরূপ বর্ণনাকে নিছক শিরোনাম কিংবা সহায়ক প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা গ্রন্থকারদের বিবেচনায় দুর্বল এবং ইসলামী মৌলনীতির প্রধান প্রমাণ নয়। অধিকন্তু, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের হাদীস বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের অন্যান্য সঙ্কলনসমূহে সেসব হাদীসের অধিকাংশকেরই পূর্ণ

---

[২২] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আস সালাত; পরিচ্ছেদ, ছাদের ওপর সালাত আদায়।

باب الصلاة فى السطوح و المنبر و الخشب قال ابو عبد الله و لم ير الحسن باسا ان يصلى على الجمد و القناطر و ان جرى تحتها بول او فوقها او امامها اذا كان بينهما سترة و صلى ابو هريرة على سقف المسجد بصلاة الامام و صلى ابن عمر على الثلج

[২৩] সহীহ বুখারী, অধ্যায়, আত তায়াম্মুম; পরিচ্ছেদ, আস সায়ীদুত তায়্যিবঃ

باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء و قال الحسن يجزئه التيمم ما لم يحدث و ام ابن عباس و هو متيمم و قال يحيى بن سعيد لا باس بالصلاة على [illegible]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সানাদ বর্ণনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নাবী ﷺ থেকে আবু আ'মির-এর বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসঃ

"ليكونن من امتى اقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف و لينزلن اقوام الى جنب عبم يروح عليهم بسارحة لهم ياتيهم يعنى الفقير لحاجة فيقولون ارجع الينا غدا فيبيتهم الله و يضع العلم و يمسخ اخرين قردة و خنازير الى يوم القيامة"

> "আমার জাতির মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে যারা ব্যভিচার, রেশম, নেশাজাতীয় দ্রব্য ও বাদ্যযন্ত্রকে বৈধ করে নেবে।"[২৪]

বুখারীর সঙ্কলনে এ হাদীসটি মু'আল্লাক, তবে বাইহাকী, তাবারানী, ইবনু আসাকির ও আবু দাউদের সঙ্কলনসমূহে তা মুত্তাসিল (নিরবচ্ছিন্ন সানাদযুক্ত)। আবু দাউদ উক্ত হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন।[২৫] সহীহ বুখারীর পানীয় অধ্যায়ে 'ঐ ব্যক্তি সংক্রান্ত বর্ণনা যে নেশাজাতীয় দ্রব্যকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে হালাল করে নেয়'—শীর্ষক শিরোনামে এ হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে মু'আল্লাক বর্ণনার সংখ্যা অনেক। তবে বিখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ ইবনু হাযার আসকালানী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে তিনি সহীহ বুখারীর সবগুলো মু'আল্লাক বর্ণনার নিরবচ্ছিন্ন সানাদ অনুসন্ধান করেছেন। তিনি এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন তাগলীকুত তা'লীক (মু'আল্লাক বর্ণনাসমূহকে নিয়ে সমালোচনার দ্বার শক্তভাবে রুদ্ধকরণ)।

পক্ষান্তরে, সহীহ মুসলিম গ্রন্থে মু'আল্লাক বর্ণনার সংখ্যা অনেক কম। নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত মাত্র ছয়টি মু'আল্লাক হাদীস রয়েছে এ গ্রন্থে; যার মধ্যে পাঁচটির পূর্ণ

---

[২৪] সহীহ বুখারী, খণ্ড ৭, পৃ, ৩৪৫, নং ৪৯৪।

باب ما جاؤ فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه و قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابى حدثنا عبد الرحمن بن غنم الاشعرى قال حدثنى ابو عامر او ابو مالك الاشعرى و الله ما كذبنى سمع النبى صلى الله عليه و سلم يقول ليكونن من امتى اقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف و لينزلن اقوام الى جنب عبم يروح عليهم بسارحة لهم ياتيهم يعنى الفقير لحاجة فيقولون ارجع الينا غدا فيبيتهم الله و يضع العلم و يمسخ اخرين قردة و خنازير الى يوم القيامة

[২৫] সুনানু আবী দাউদ। হাদীসটির মূলপাঠ নিম্নরূপঃ

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الاشعرى قال حدثنى ابو عامر او ابو مالك و الله يمين اخرى ما كذبنى انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ليكونن من امتى اقوام يستحلون الخز و الحرير و ذكر كلاما قال يمسخ منهم اخرون قردة و خنازير الى يوم القيامة قال ابو داود و عشرون نفسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم او اكثر لبسوا الخز منهم انس و البراء بن عازب

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সানাদ ইমাম মুসলিম নিজেই তার অন্যান্য সংকলনে উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট রয়ে গেল ৩৬৯ নং হাদীসটি –যার পূর্ণ সানাদ খুঁজে বের করেছেন অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ।

ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মু'আল্লাক বর্ণনার আইনগত মর্যাদা

روى রাওয়া (তিনি বর্ণনা করেছেন); قال ক্বালা (তিনি বলেছেন); ذكر যাকারা (তিনি উল্লেখ করেছেন)—এ ধরনের কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াযোগে বর্ণিত হলে এসব হাদীসকে সাধারণত প্রামাণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে, روى রুবিয়া (বর্ণিত আছে); قيل কীলা (বলা হয়েছে); ذكر যুকিরা (উল্লিখিত আছে)– এ ধরনের কর্মবাচ্যের ক্রিয়াযোগে বর্ণিত মু'আল্লাক হাদীসের আইনগত মর্যাদা বিভিন্ন পর্যায়ের। এগুলোর কিছু সহীহ, কিছু হাসান আবার কিছু দ'ঈফ। তবে, বুখারী মুসলিমে সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে এ ধরনের দুর্বল বর্ণনাসমূহকেও খুব বেশী দুর্বল মনে করা হয় না, কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, এসব গ্রন্থকার শুধু সহীহ হাদীসই সঙ্কলন করার চেষ্টা করেছেন।

তবে উল্লেখ্য যে, যেসব হাদীস কর্মবাচ্যে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রামাণ্য বর্ণনাসূত্র থাকতেও পারে যা ইমাম বুখারীর হস্তগত হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পূর্বোল্লিখিত উরু সংক্রান্ত অধ্যায়ের শুরুতে ইমাম বুখারী বলেছেনঃ

و يروى عن ابن عباس و جرهد و محمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه و سلم الفخذ عورة و قال انس بن مالك حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه قال ابو عبد الله و حديث انس اسند و حديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم

> ইবনু আব্বাস, জারহাদ ও মুহাম্মাদ ইবনু জাহাশ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, "উরু সতরের (গোপনীয় অঙ্গের) অন্তর্ভুক্ত।" আনাস ইবনু মালিক বলেন, নাবী ﷺ তাঁর উরু উন্মুক্ত করেছিলেন। আবু আব্দিল্লাহ বুখারী বলেন, আনাসের হাদীসটির বর্ণনাসূত্র অধিক উত্তম, তবে সঙ্ঘাত এড়ানোর ক্ষেত্রে জারহাদের হাদীসটি অধিক সতর্কতাপূর্ণ। জারহাদের ক্ষেত্রে কর্মবাচ্য এবং আনাসের ক্ষেত্রে কর্তৃবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তবে জারহাদের উদ্ধৃতির চারটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা সুনানুত তিরমিযীতে, একটি সুনানু আবী দাউদে,[২৬] ৮টি মুসনাদে আহমাদে ও ২টি সুনানুদ দারিমীতে রয়েছে।

---

[২৬] সুনানু আবী দাউদ, অধ্যায়, আল হাম্মাম, পরিচ্ছেদ, আন নাহয়ু আনিত তাআ'ররি।

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن ابيه قال كان جرهد هذا من اصحاب الصفة قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا و فخذى منكشفة فقال اما علمت ان

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অন্যান্য সঙ্কলন গ্রন্থের মু'আল্লাক হাদীসসমূহকে সাধারণত দ'ঈফ হিসেবে গণ্য করা হয়, চাই গ্রন্থকার তা কর্তৃবাচ্যে বর্ণনা করুন কিংবা কর্মবাচ্যে।

মুরসাল

মুরসাল বিশেষণটি ارسل। 'আরসালা' ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ মুক্ত বা ঢিলে করে দেয়া; প্রেরণ করা। এ পরিভাষা ব্যবহার করার কারণ হলো এ ধরনের হাদীসে বর্ণনাকারী স্বাধীনভাবে বর্ণনাসূত্রের উদ্ধৃতি প্রদান করেন যেখানে একজন রাবী'র নাম বাদ পড়ে যায়। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুরসাল বলতে এমন হাদীসকে বুঝানো হয় যেখানে সর্বশেষ বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি।

উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত কাব্যে ইমাম বাইকুনী মুরসাল হাদী্সকে একইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেনঃ

و مرسل منه الصحابي سقط * و قل غريب ما روى راو فقط

'মুরসাল হলো সেই হাদীস যেখান থেকে সাহাবীর নাম বাদ পড়ে গিয়েছে, আর গরীব বলো সেই হাদীসকে যা শুধু একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।'

মুরসাল হাদীসের একটি দৃষ্টান্ত হলো সহীহ মুসলিমের ব্যবসায় চুক্তি সংক্রান্ত অধ্যায়ে উল্লিখিত নিম্নোক্ত বর্ণনাটিঃ

و حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع المزابنة و المحاقلة و المزابنة ان يباع ثمر النخل بالتمر و المحاقلة ان يباع الزرع بالقمح و استكراء الارض بالقمح

> মুহাম্মাদ ইবনু রাফি আমাকে বলেছেন যে হুজাইন ইবনু মুহাম্মাদ তাদেরকে অবহিত করেছেন যে, লাইছ ইবনু শিহাব থেকে তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "আল্লাহর রাসূল ﷺ মুযাবানাহ ও মুহাক্বালাহ চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানাহ হলো শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছে থাকা খেজুর বিক্রি করার চুক্তি, আর মুহাক্বালাহ হলো শীষের ভেতরকার গমের বিনিময়ে মাড়াইকৃত গম বিক্রি করার চুক্তি এবং গমের বিনিময়ে কৃষিজমি ইজারা নেয়ার চুক্তি।"[২৭]

الفخذ عورة

[২৭] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ, ৮০৭, নং ৩৭০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাবি'ঈ সাঈদ উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, অথচ তার ও নাবী ﷺ-এর মধ্যকার ব্যক্তির নাম তিনি উল্লেখ করেননি। এ মধ্যকার ব্যক্তিটি হতে পারেন একজন সাহাবী কিংবা তারই মতো আরেকজন তাবি'ঈ যিনি কোনো সাহাবীর নিকট থেকে শুনে তা বর্ণনা করেছেন।

ইসলামী আইনবিদগণ সাধারণত বর্ণনাসূত্রের যে কোনো স্তরে যে কোনো বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে যাওয়াকে মুরসাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; আর খতীব বাগদাদীও তাদের সাথে একমত পোষণ করেছেন।[২৮]

মুরসাল হাদীসের আইনগত মর্যাদা

এ ধরনের হাদীস প্রকৃতিগতভাবে দ'ঈফ এবং ইত্তিসাল (ধারাবাহিকতা)-এর শর্ত পূরণ না হওয়া এবং অনুল্লিখিত বর্ণনাকারী (যিনি হতে পারেন একজন সাহাবী কিংবা তাবি'ঈ) সম্বন্ধে তথ্য না থাকার দরুন তা প্রত্যাখ্যাত। তাবি'ঈ পর্যন্ত বর্ণনাসূত্রটি বিশুদ্ধ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় মুরসাল হাদীসের ব্যাপারে উপরোক্ত বিধানটিই কার্যকর থাকে। তাবি'ঈ পর্যন্ত বর্ণনাসূত্রটি বিশুদ্ধ হলে তাকে মুরসাল সহীহ্ বা সহীহ্ মুরসাল নামে অভিহিত করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আবু দাউদ তার মুরসাল বর্ণনাসমূহের এক জায়গায় নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেনঃ

حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن وهب اخبرنا حيوة بن شريح عن سالم عن غيلان عن يزيد بن ابى حبيب ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على امراتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المراة ليست فى ذلك كالرجال

> সুলাইমান ইবনু দাউদ আমাদেরকে এ মর্মে অবহিত করেছেন যে ইবনু ওয়াহাব তাদেরকে হাইওয়াহ ইবনু শুরাইহ, সালিম ইবনু গাইলান ও ইয়াযীদ ইবনু হাবীবের উদ্ধৃতি দিয়ে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ দু'জন সালাতরত মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "সাজদাহ্ করার সময় তোমাদের দেহের কিছু অংশ জমিনের সাথে লাগিয়ে রাখবে, কারণ এ ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের মতো নয়।"[২৯]

এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য, তবে ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাবি'ঈ হওয়ায় এটি একটি মুরসাল হাদীস। ফলে বর্ণনাসূত্র নিরবচ্ছিন্ন

[২৮] দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা প্রফেট'স ট্রাডিশান্স, পৃ, ৭৫–৬।

[২৯] আল মারাসীল, নং ৮৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটি দ‘ঈফ; আর তাই একে আইন প্রণয়নের স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।[৩০]

অকাট্য প্রমাণ হিসেবে মুরসাল হাদীসের ব্যবহার প্রসঙ্গে হাদীস ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারণ মুরসাল হাদীসে রাবী’র নাম বাদ পড়ার বিষয়টি অন্যান্য ক্ষেত্রে বাদ পড়ার চেয়ে আলাদা। মুরসাল বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের অবস্থান নিম্নের তিনটি ভাগে উল্লেখ করা হলঃ

- মুরসাল বর্ণনা দুর্বল ও প্রত্যাখ্যাত। অধিকাংশ হাদীস বিশেষজ্ঞ মুরসাল বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের যুক্তি হলো, বাদ পড়া রাবী আসলে কে তা যেহেতু অজ্ঞাত, তাই এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না যে, নিশ্চিতভাবে তিনি একজন সাহাবী ছিলেন।
- মুরসাল বর্ণনা বৈধ ও গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আহমদের ন্যায় প্রথম সারির ইমামদের মতে, দু’টি শর্ত সাপেক্ষে মুরসাল বর্ণনাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়:
  - » যে তাবি‘ঈ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনি স্বয়ং নির্ভরযোগ্য এবং
  - » তার ব্যাপারে এটা স্বতঃসিদ্ধ হতে হবে যে, তিনি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকেই হাদীস বর্ণনা করেন।

  তাদের যুক্তি হলো, কোনো নির্ভরযোগ্য তাবি‘ঈ সম্বন্ধে এটা অকল্পনীয় যে, তিনি কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে না শুনেই বলে ফেলবেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন’।

- কিছু শর্তসাপেক্ষে মুরসাল হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে। চারটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ইমাম শাফিয়ী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ মুরসাল হাদীস গ্রহণ করেছেন; তন্মধ্যে তিনটি শর্ত বর্ণনাকারীদের সাথে সম্পৃক্ত, আর একটির সম্পর্ক সরাসরি ঐ হাদীসের মূলপাঠের সাথে। শর্ত চারটি হল,
  - » বর্ণনাকারী তাবি‘ঈ প্রথম শ্রেণীর তাবি‘ঈদের[৩১] অন্যতম;

---

[৩০] দুরূসুন ফী মুস্তালাহিল হাদীসহাদীস, পৃ, ১৮।

[৩১] তাবি‘ঈদেরকে চার স্তরে ভাগ করা হয়েছিল; ১) প্রথম শ্রেণীর তাবিঈন, যেমন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ও অন্যান্য তাবি‘ঈ যারা সাহাবীদের যুগ শুরু হওয়ার সময় থেকে অসংখ্য সাহাবীর নিকট অধ্যয়ন করেছেন, ২) মধ্যম শ্রেণীর তাবিঈন, যেমন হাসান বসরী ও ইবনু সীরিন যারা বেশ কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তাদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ৩) নিম্ন মধ্যম শ্রেণীর তাবিঈন, যেমন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

» সংশ্লিষ্ট তাবি‘ঈ নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) শ্রেণীভুক্ত;

» নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞগণ উক্ত হাদীসটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেননি; এবং

» অন্য কোনো মুত্তাসিল কিংবা মুরসাল হাদীস, বা সাহাবীদের এমন বক্তব্য যা মুরসাল হাদীসের বিষয়বস্তুর সমর্থক, কিংবা প্রথম সারির আইনবিদগণ তাদের ফতোয়ায় উক্ত মুরসাল হাদীস ব্যবহার করেছেন– এগুলোর যে কোনো একটির মাধ্যমে পূর্বোল্লিখিত তিনটি শর্তের ভিত্তি মজবুত হয়।

চতুর্থ শর্তটি পূরণ হলে উভয় বর্ণনাই সহীহ বিবেচিত হবে এবং এগুলোকে এমন সব সহীহ বর্ণনার ওপর প্রাধান্য দেয়া হবে যা একটি মাত্র বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং যেখানে মীমাংসার অযোগ্য বিরোধ রয়েছে।[৩২]

ব্যতিক্রমধর্মী মুরসাল হাদীস

এক শ্রেণীর মুরসাল রয়েছে যা দ‘ঈফের সাধারণ শ্রেণীবিন্যাসের আওতায় পড়ে না। তা হলো—যদি কোনো তাবি‘ঈ এমন কিছু বর্ণনা করেন যা তিনি ইসলামপূর্ব অবস্থায় নাবী ﷺ-কে করতে দেখেছেন বা তাঁর থেকে শুনেছেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই নাবী ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন;[৩৩] তাহলে তার সে বর্ণনাকে ধারাবাহিক সানাদবিশিষ্ট ও সহীহ হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যদিও বাহ্যিকভাবে একে দেখতে মুরসাল হাদীস মনে হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিরাক্লিয়াসের দূত তানুখীর বর্ণনা, যাকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য নাবী ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সিজারের দূত সংক্রান্ত বর্ণনা, যা ইমাম

যুহরী ও কাতাদাহ যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহাবীর থেকে নয় বরং প্রধান তাবি‘ঈদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ও ৪) অল্প বয়স্ক তাবিঈন যেমন আ‘মাশ ও আবু হানিফা যারা মাত্র একজন বা দু’জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে জানা যায়নি।

[৩২] দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা প্রফেট’স ট্রাডিশান্স, পৃ, ৭৭–৮।

[৩৩] সাহাবীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এমন ব্যক্তি যিনি মুমিন হিসেবে নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং মুমিন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আহমদ ও আবু ইয়া'লা নিজ নিজ মুসনাদে[৩৪] ধারাবাহিক সানাদ সহকারে হাদীস আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩৫]

মুরসালুস সাহাবাহ

কোনো সাহাবী কর্তৃক নাবী ﷺ-এর এমন কোনো বক্তব্য কিংবা কার্যধারা বর্ণনা, যা তিনি স্বল্প বয়স, দেরীতে ইসলাম গ্রহণ কিংবা সংশ্লিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় তার অনুপস্থিতির দরুন দেখতে বা শুনতে পারার কথা নয়– এমন বর্ণনাকে মুরসালুস সাহাবাহ্ নামে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের অনেক হাদীস রয়েছে যা ইবনু আব্বাস ও ইবনু যুবায়েরের ন্যায় তরুণ সাহাবীরা বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারীর ওয়াহীর সূচনা সংক্রান্ত অধ্যায়ে আয়েশা ﵂-এর বর্ণনায় এর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে তিনি হেরা গুহায় নাবী ﷺ-এর ওপর ওয়াহী নাযিলের সূচনা, খাদিজা ﵂-এর জবাব, ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফাল-এর ঘটনা ইত্যাদির বর্ণনা তুলে ধরেছেন। সেসব ঘটনার সময় আয়েশা ﵂ উপস্থিত ছিলেন না। তাই এটা স্পষ্ট যে, তিনি হয়তো স্বয়ং নাবী ﷺ কিংবা অন্যান্য সাহাবীদের নিকট থেকে সে সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এর সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ যে, তিনি কোনো তাবি'ঈ'র নিকট থেকে এসব তথ্য জেনেছেন।

মুরসালুস সাহাবাহ এর আইনগত মর্যাদা

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এটিকে সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন, কারণ কোনো সাহাবী তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এর দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল; আর এরূপ করলেও তারা তা উল্লেখ করে দিতেন।

তারা এ বিষয়ে কিছু না বললে ধরে নেয়া হয় যে, তারা তা কোনো সাহাবীর নিকট থেকে জেনেছেন। সকল সাহাবীকেই যেহেতু আদূল (নির্ভরযোগ্য) মনে করা হয়, সেহেতু এ সাধারণ নিয়মটি হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না।

গ্রন্থাবলী, মুরসাল বর্ণনা বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যেমন ইমাম আবু দাউদের আল মারাসীল, ইবনু আবী হাতিমের আল মারাসীল ও আল্লাঈ'র জামিয়াতুত তাহসীল লি আহকামিল মারাসীল।

---

[৩৪] মুসনাদু আহমাদ, খণ্ড ৩, পৃ, ৪৪২ ও মুসনাদু আবী ইয়া'লা, খণ্ড ৪, পৃ, ৭৪।

[৩৫] মুসনাদু আহমাদ (সিডি নং ১৫১০০) আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com। এ বইয়ের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখুন।

মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)

মুনকাতি' শব্দটি انقطع 'ইনকাতাআ' (বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া) ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। পারিভাষিক অর্থে মুনকাতি' বলতে এমন হাদীসকে বুঝানো হয় যেখানে বর্ণনাকারীদের মাঝখান থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারীকে নির্বিচারে বাদ দেয়া হয়েছে। ইমাম নববীর বর্ণনামতে অধিকাংশ হাদীস বিশেষজ্ঞ এ পরিভাষাটি দ্বারা সাহাবী ও তাবি'ঈদের মাঝখানের বিচ্ছিন্নতাকে বুঝিয়েছেন। ইবনু হাজার এ সংজ্ঞাটিকে প্রাধান্য দিয়ে এটুকু বাড়তি যোগ করেছেন যে, বর্ণনাসূত্রের একাধিক স্থানে এ বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে পারে।[৩৬] এ ধরনের মুনকাতি' বর্ণনার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ইবনু আবী হাতিমের সঙ্কলনে উল্লিখিত নিম্নোক্ত বর্ণনাটিতেঃ

روى عبد الرزاق عن الثورى عن ابى اسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه و سلم قال "ان وليتمهوها ابا بكر فقوى امين

> আব্দুর রায্যাক ছাওরী থেকে তিনি আবু ইসহাক থেকে তিনি যাইদ ইবনু ইয়ুছইয়া থেকে এবং তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন, "তোমরা যদি আবু বাক্র্কে তোমাদের নেতা (ওয়ালী) নিযুক্ত করো, তাহলে তা ভালো হবে, কারণ সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।"[৩৭]

উপরোক্ত বর্ণনাসূত্রে ছাওরী ও আবু ইসহাকের মাঝখান থেকে বর্ণনাকারী শুরাইকের নাম বাদ পড়ে গিয়েছে, কারণ ছাওরী সরাসরি আবু ইসহাক থেকে কোনো হাদীস শ্রবণ করেননি, বরং তিনি শুরাইকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন যিনি আবু ইসহাকের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেছেন।

মু'দাল (দ্বৈত বিচ্ছিন্নতা)

ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে মু'দাল শব্দটি عضل 'আদালা' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ 'দিশেহারা হয়ে যাওয়া'। পারিভাষিক দিক দিয়ে মু'দাল দ্বারা এমন হাদীসকে বুঝানো হয় যেখানে বর্ণনাসূত্রের মধ্যখান বা শেষভাগ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে গিয়েছে। বর্ণনাসূত্রের শুরুতে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে গেলে তাকে বলা হয় মু'আল্লাক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাকিম তার মা'রিফাতু উলূমিল

---

[৩৬] দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা প্রফেট'স ট্রাডিশান্স, পৃ, ৮১।

[৩৭] আবু হাতিম কর্তৃক সংগৃহীত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কা'নাবী[৩৮] মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে তার নিকট এ মর্মে একটি সংবাদ পৌঁছেছে যে আবু হুরায়রা বলেছেন যে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

للمملوك طعامه و كسوته و لا يكلف من العمل الا ما يطيق

> "মামলুক (দাস) কে স্বাভাবিক মানদণ্ড অনুযায়ী অন্ন ও বস্ত্র প্রদান করতে হবে এবং তার ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপানো যাবে না।"

এ হাদীসটিকে মু'দাল শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে; কারণ ইমাম মালিক তার ও আবু হুরায়রার মাঝখানের দু' বা তিনজন বর্ণনাকারীর নাম বাদ দিয়েছেন। আমরা জানি যে, দু'জন বর্ণনাকারীর নাম বাদ দেয়া হয়েছে, কারণ মুয়াত্তা[৩৯] ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থেও এ হাদীসটি নিম্নোক্ত সানাদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে, মালিক মুহাম্মাদ ইবনু আজলান থেকে, তিনি তার পিতা[৪০] থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা[৪১] থেকে বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাসূত্রের শুরুর দিকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনাকারীদের নাম বাদ পড়ে গেলে মু'দাল ও মু'আল্লাককে অভিন্ন মনে হবে। আসল পার্থক্যটা হলো মাঝখান থেকে দু'জন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে গেলে তাকে বলা হয় মু'দাল; আর শুরুর দিকে একজন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে গেলে তখন তাকে বলা হায় মু'আল্লাক।

বর্ণনাসূত্রে বর্ণনাকারীদের নাম মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বাদ পড়ার কারণে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মতভাবে মু'দাল বর্ণনাকে মুরসাল ও মুনকাতি' বর্ণনার তুলনায় অধিকতর দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত করেছেন।

---

[৩৮] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ ইবনু কা'নাব (মৃত্যু ২২১ হি.) ছিলেন একজন অল্পবয়স্ক তাবি'ঈ যিনি মদীনায় বসবাস করে ইমাম মালিক ইবনু আনাসের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেছেন। ইমাম বুখারী তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৩৯] মুয়াত্তা মালিক, কিতাবুল জা-মি, বাবুর রিফক্বি বিল মামলুক।

[৪০] মুসনাদু আহমাদ, সিডি নং ৮১৫৪

حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن عجلان ابى محمد عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم قال للمملوك طعامه و كسوته و لا يكلف من العمل الا ما يطيق

[৪১] সহীহ মুসলিম, খণ্ড , পৃ, , নং, কিতাবুল ঈমান, বাবু ইত্বআ'মিল মামলূক

و حدثنى ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح اخبرنا ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث ان بكير بن الاشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال للمملوك طعامه و كسوته و لا يكلف من العمل الا ما يطيق

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুদাল্লাস (জাল)

মুদাল্লাস শব্দটি دلس 'দাল্লাসা' ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত যার আক্ষরিক অর্থ ক্রেতার নিকট পণ্যের দোষত্রুটি গোপন করে রাখা। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হলো সানাদের একটি ত্রুটি গোপন রেখে তার বাহ্যিক অবয়বকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা। একে আরো দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়,

- তাদলীসুস সানাদ ও
- তাদলীসুশ শুয়ুখ।

তাদলীসুস সানাদ

এ ধরনের তাদলীসের দু'টি অভিব্যক্তি রয়েছেঃ

- প্রথমটিতে বর্ণনাকারী অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এমন কিছু বর্ণনা করেন যা তিনি এমন কারো নিকট থেকে শ্রবণ করেননি যার তত্ত্বাবধানে তিনি অধ্যয়ন করেছেন। তিনি প্রকাশ্যে দাবি করেন না যে, তিনি তা তার শিক্ষকের নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন, তবে 'قال তিনি বলেছেন' অথবা 'عن থেকে' এসব শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে এমন একটি ইঙ্গিত প্রদান করেন যেন তিনি তা তার শিক্ষকের নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আলী ইবনু খাসরাম বলেন, ইবনু উয়াইনাহ যুহরী থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তবে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কি যুহরী থেকে শ্রবণ করেছেন?' তখন তিনি জবাব দেন, 'আব্দুর রাজ্জাক মুয়াম্মার থেকে এবং তিনি যুহরী থেকে আমার নিকট (উক্ত হাদীস) বর্ণনা করেছেন'। উক্ত উদাহরণে ইবনু উয়াইনাহ তার ও যুহরীর মধ্যকার দু'জন বর্ণনাকারীর নাম মুছে দিয়েছেন।

সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থ থেকে আরেকটি উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمى حدثنا ابى عن ابى اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة انها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى بعد العصر و ينهى عنها و يواصل و ينهى عى الوصال

উবাইদুল্লাহ ইবনু সা'দ আমাদেরকে অবহিত করেছেন, আমার চাচা ইবনু ইসহাক থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আতা থেকে তিনি আয়েশা ﷺ-এর আযাদকৃত দাস যাকওয়ান থেকে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা ﷺ তাকে বলেছেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে আছর সালাতের পর সালাত আদায় করতেন, তবে (অন্যদেরকে) তা করতে নিষেধ করতেন এবং তিনি একটানা সাওম পালন করতেন, কিন্তু (অন্যদেরকে) তা করতে নিষেধ করতেন।[৪২]

এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে ইবনু ইসহাক, যার নাম ছিল মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু ইয়াসার– ছিলেন একজন পরিচিত মুদাল্লিস এবং তিনি عن আন (থেকে) শব্দ ব্যবহার করে এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু আমর থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে তার নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন কি না তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি।

- তাদলীসুস সনদের অন্য প্রকারটিতে রাবী স্বীয় শিক্ষক থেকে বর্ণনা করেন; সেখানে তিনি দ্ব্যর্থক পরিভাষা ব্যবহার করে পরস্পর সাক্ষাৎ লাভকারী দু'জন শক্তিশালী বর্ণনাকারীর মধ্যকার একজন দুর্বল রাবীকে বর্ণনাসূত্র থেকে বাদ দিয়ে দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আবু হাতিম নিম্নোক্ত হাদীসটি সঙ্কলন করেছেন যেখানে তার পিতা বলেন, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ বাকিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি বলেছেন যে, আবু ওয়াহাব আসাদী নাফি' থেকে এবং তিনি ইবনু উমার থেকে তার নিকট নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

لا تحمدوا اسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رايه

"কোনো ব্যক্তির দৃঢ়তা সম্পর্কে না জেনে তার ইসলামের প্রশংসা করো না।"

আবু হাতিম আরো বলেন, এ হাদীসে এমন একটি বিষয় রয়েছে যা অল্প লোকই অনুধাবন করে। উবাইদুল্লাহ ইবনু আমর এ হাদীসটি ইসহাক ইবনু ফারওয়াহ থেকে, তিনি নাফি থেকে, তিনি ইবনু উমার থেকে এবং তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন; কারণ উবাইদুল্লাহ ইবনু সাকিয়্যাহ নিজেকে আবু ওয়াহাব আসাসী নামে উল্লেখ করেছেন; সুতরাং ইসহাক ইবনু আবী ফারওয়াহকে বাদ দেয়ার প্রেক্ষিতে তাকে দোষারোপ করা যায় না। উবাইদুল্লাহকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য), ইসহাক ইবনু ফারওয়াহকে দুর্বল এবং নাফি'কে শক্তিশালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

[৪২] সুনানু আবী দাউদ, কিতাব, আস সালাহ, বাব, মধ্যাহ্নে যার জন্য উভয় কাজ করা বৈধ। সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ'ঈফাহ গ্রন্থে (হ আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com দ'ঈফ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

এ ধরনের তাদলীসকে তাদলীসুত তাসবিয়াহও বলা হয়, আর তা হলো সর্বনিকৃষ্ট পদ্ধতির তাদলীস। হাফিজ ইরাকীর মতো বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, 'কোনো বিশেষজ্ঞ তাদলীসুত তাসবিয়াহ্ অবলম্বন করলে তাকে দুর্বল গণ্য করে বাতিল করে দেয়া হবে।' এ অভ্যাসের কারণে যে ক'জন পরিচিতি লাভ করেছেন ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম তাদের অন্যতম।

তাদলীসুশ শুয়ূখ

এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী একটি হাদীস তার কোনো এক শিক্ষক (শুয়ূখ)-এর নিকট থেকেই বর্ণনা করেন; তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের একটি অজানা নাম করে; তা হতে পারে তার ছদ্মনাম কিংবা উপাধি। আবু বাক্‌র্ ইবনু মুজাহিদের[৪৩] নিম্নোক্ত বক্তব্যটি এ ধরনের তাদলীসের একটি উদাহরণ, 'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ আমাদেরকে অবহিত করেছেন'। এর দ্বারা তিনি হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত আবু বাক্‌র্ ইবনু দাউদ সিজিস্তানীর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

এ ধরনের তাদলীসকে কম অপছন্দনীয় মনে করা হয়; কারণ এর ফলে বর্ণনাসূত্রে কারো নাম বাদ পড়ে না। (তবে) এটি অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ হলো, বর্ণনাকারীর পরিচয় বিকৃতির ফলে তার পদমর্যাদা ও সামগ্রিকভাবে হাদীসটির মর্যাদা নির্ণয়ে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হয়।

তাদলীসের কারণ

- বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলে বর্ণনাটি যেমন শক্তিশালী হয় বাহ্যিকভাবে ততোটা শক্তিশালী দেখানোর লক্ষ্যে কিংবা কোনো বিখ্যাত শায়খের নিকট থেকে সরাসরি হাদীস গ্রহণের সুযোগটি যে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে তা লুকিয়ে রাখার জন্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনাসূত্রটিকে অস্পষ্ট করে দিয়েছেন।
- বর্ণনাকারীদের পরিচয় বিকৃত করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল দুর্বল বর্ণনাকারীদেরকে লুকিয়ে রাখা কিংবা এ ধারণা প্রদান করা যে, বর্ণনাকারীর শিক্ষকের সংখ্যা ছিল অনেক।

---

[৪৩] কুরআন পাঠের জন্য সুবিখ্যাত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুদাল্লিসীনদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত

যারা তাদলীস চর্চা করেছেন তাদের অবস্থা ও তাদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা ছিলেন বিভিন্ন স্তরের। কারো কারো ব্যাপারে জানা যায় যে, তাদের তাদলীস চর্চা ছিল অত্যন্ত বিরল; যেমন সুফিয়ান ছাওরী, ইবনু উয়াইনাহ, আ'মাশ ও অন্যান্য বর্ণনাকারী। তাদেরকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুদাল্লিস বলা হলেও এর ফলে তাদের বর্ণনাসমূহের মর্যাদা কমে যায়নি; কারণ ছোট-খাটো ভুল-ত্রুটির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় না, বরং তা করা হয় বড় ধরনের সংঘটিত ভুল-ত্রুটির ভিত্তিতে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ কোনো কোনো বর্ণনাকারীকে তাদলীসের দায়ে অভিযুক্ত করলেও তা প্রমাণিত হয়নি এবং এ শাস্ত্রের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞগণ তাদেরকে মুদাল্লিস আখ্যায়িত করেননি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইবনু হিব্বান ও ইবনু খুযাইমাহ হাবীব ইবনু আবী ছাবিতকে মুদাল্লিস আখ্যায়িত করেছেন; তবে বিশেষজ্ঞদের একটি বড় অংশ (যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বুখারী, আহমদ, ইবনু মাঈন, আলী ইবনুল মাদীনী, নাসাঈ, আবু হাতিম রাযী ও সুফিয়ান ছাওরী) তাকে 'নির্ভরযোগ্য' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনু হাযার আসকালানী আত তাকরীব গ্রন্থে তাকে ভুলক্রমে 'পুন, পুন, তাদলীস চর্চাকারী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার তথ্যবহুল গ্রন্থ ফাতহুল বারী'র শুরুতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কিছু অগ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে হাবীব ইবনু আবী ছাবিতকে 'দুর্বল' হিসেবে ভুল বিশেষণ প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, ইমাম যাহাবী তার প্রশংসা করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে তাদলীস চর্চার যেসব অভিযোগ রয়েছে সেগুলোকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন।[৪৪]

কতিপয় হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে, যেসব বর্ণনাকারী কোনো না কোনোভাবে তাদলীস চর্চা করেছেন তারা দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হবেন। অন্যদের মতে, সেসব মুদাল্লিসের বর্ণনা গ্রহণ করা হবে যারা سمعت সামি'তু (আমি শুনেছি) ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটি শুনেছেন; পক্ষান্তরে عن আন (থেকে) ধরনের দ্ব্যর্থক পরিভাষা ব্যবহার করা হলে সেসব বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইমাম যাহাবী বলেন, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ যেসব বর্ণনা শুনেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ

---

[৪৪] দুরূসুন ফী মুস্তালাহিল হাদীস, পৃ, ২[illegible]।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, ইবনু জুরাইজের বক্তব্য যা তিনি নিজের ব্যাপারে প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আতা থেকে তিনি যা-ই বর্ণনা করেছেন তার সবই তিনি তার নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন। সুতরাং যে হাদীসে ইবনু জুরাইজ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি যে তিনি তা নিজে শুনেছেন, তা বিশেষজ্ঞগণ গ্রহণ করবেন না; তবে আতা থেকে তিনি যা বর্ণনা করেছেন তার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

তাদলীস নির্ণয়ের পদ্ধতি

- তাদলীস নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি হলো, সরাসরি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে মুদাল্লিস যদি নিজেই তার তাদলীস কর্মের বর্ণনা করে দেন– যেমনটি ঘটেছে ইবনু উয়াইনাহ'র ক্ষেত্রে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইমাম যাহাবী তার মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থে সালিহ (যিনি হাইছাম ইবনু খারিজাহ থেকে বর্ণনা করেছেন) এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে তিনি বলেছেন,

  'আমি ওয়ালিদ ইবনু মুসলিমকে বললাম, 'আপনি তো আওযা'ঈর হাদীসগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছেন।' তিনি জানতে চাইলেন, 'কীভাবে?' আমি বললাম, 'আপনি আওযা'ঈ থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—নাফি থেকে, তিনি আওযা'ঈ থেকে, তিনি যুহরী থেকে এবং আওযা'ঈ থেকে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ থেকে; পক্ষান্তরে অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ আব্দুল্লাহ ইবনু আমির আসলামীকে আওযা'ঈ ও নাফি'র মধ্যবর্তী স্থানে এবং আবুল হাইছামকে তার ও যুহরীর মধ্যবর্তী স্থানে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আপনার ঐরূপ করার কারণ কী?' জবাবে তিনি বললেন, 'ঐসব বর্ণনাকারীদের থেকে আওযা'ঈ শ্রেষ্ঠতর। তাই আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আওযা'ঈ যদি এসব দুর্বল ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাহলে তো আওযা'ঈ নিজেই দুর্বল সাব্যস্ত হয়ে পড়বেন, আর আমার বর্ণনাও গ্রহণ করা হবে না; তাই আমি তাদের নাম মুছে দিয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে আওযা'ঈর বর্ণনাসমূহকে জুড়ে দেই।

- যদি সমকালীন কোনো বিশেষজ্ঞ এ মর্মে কোনো বক্তব্য প্রদান করেন, যেমন এ বিষয়ে খতীব বাগদাদী আত তিবইয়ান লি আসমাইল মুদাল্লিসীন নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

মুরসাল খাফী (গুপ্ত সাধারণ বর্ণনা)

পারিভাষিক অর্থে মুরসাল খাফী দ্বারা এমন বর্ণনাকে বুঝানো হয় যেখানে বর্ণনাকারী এমন কারও থেকে কিছু বর্ণনা করে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি, কিংবা সে তার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কোনো সমসাময়িক ব্যক্তিও নয়। মুরসাল খাফী ও তাদলীসুস সনদের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, মুরসালের ক্ষেত্রে সে এমন ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ণনা করে যার তত্ত্বাবধানে সে অধ্যয়ন করেনি, পক্ষান্তরে তাদলীসে সে তার শিক্ষকের নিকট থেকে বর্ণনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ

حدثنا محمد بن الصباح انبانا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهنى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم رحم الله حارس الحرس

> মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ আমাদেরকে এই কথা বলে অবহিত করেছেন যে, আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যাইদ থেকে, তিনি উমার ইবনু আব্দিল আযীয থেকে এবং তিনি উক্বাহ ইবনু আমির জুহানী থেকে, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে তিনি বলেছেন, "আল্লাহর অনুকম্পা সে পাহারাদারের ওপর বর্ষিত হোক যে অন্যান্য পাহারাদারকে পাহারা দেয়।"[৪৫]

উমার উকবা'র সাক্ষাৎ পাননি, যদিও ইমাম মিজ্জীর আল আতরাফ গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি তার সময়ে জীবিত ছিলেন।

সনাক্তকরণ পদ্ধতি

নিম্নোল্লিখিত তিনটি পদ্ধতির যে কোনো একটির মাধ্যমে এ ধরনের ইরসাল সনাক্ত করা যেতে পারেঃ

- এ মর্মে কোনো বিশেষজ্ঞের বক্তব্য যে, অমুক অমুক বর্ণনাকারী যার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন তারা কখনো উক্ত বর্ণনাকারীর সাক্ষাৎ লাভ করেননি কিংবা তারা তার নিকট থেকে কখনো কোনো কিছু শ্রবণ করেননি।
- বর্ণনাকারী কর্তৃক নিজের সম্পর্কে এরূপ স্বীকারোক্তি প্রদান যে, তিনি যার কাছ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার সাথে কখনো সাক্ষাৎ করেননি কিংবা সরাসরি তার নিকট থেকে শ্রবণ করেননি।
- হাদীসটি যদি অন্য এমন বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয় যেখানে বর্ণনাকারী ও তিনি যার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে তার মধ্যে আরো লোকের নাম যুক্ত হয়।

[৪৫] সুনানু ইবনি মাজাহ, কিতাব, জিহাদ, [illegible] ওয়াত তাকবীর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বর্ণনাসূত্রের মধ্যে কোনো অংশ অস্পষ্ট কিংবা কোনো বর্ণনাকারীর পরিচয় না পাওয়া গেলে (missing link) এটি মূলগতভাবে একটি দুর্বল বর্ণনা। বাদ পড়ে যাওয়া অংশটিকে স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা গেলে বর্ণনাটিকে মুনকাতি' গণ্য করা হয়।

বর্ণনাসূত্রের বিচ্ছিন্নতার কারণে যে ছয় ধরনের বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, মুরসাল খাফীর বর্ণনার মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটছে। তবে এখানে মু'আন'আন ও মু'আন্নান হাদীসকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

মু'আন'আন ও মু'আন্নান

মু'আন'আন হলো এক প্রকার হাদীস যা বর্ণনাকারী عن 'আন' (অর্থাৎ থেকে) পদান্বয়ী অব্যয় যোগে বর্ণনা করেন; তাতে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন না যে, তিনি তা সরাসরি অবহিত হয়েছেন। নিম্নোক্ত হাদীসটি মু'আন'আন বর্ণনার একটি নমুনাঃ

حدثنا عثمان بن ابى شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن اسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله و ملائكته يصلون على ميامن الصفوف

> উছমান ইবনু আবী শাইবাহ আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, মুয়াবিয়া ইবনু হিশাম তাকে জানিয়েছেন যে, সুফিয়ান উসামাহ ইবনু যাইদ থেকে, তিনি উছমান ইবনু উরওয়াহ থেকে এবং তিনি আয়েশা থেকে তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ (সালাতের) ডান সারির লোকদের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন।"[৪৬]

মু'আন'আন হাদীসের আইনগত মর্যাদা

হাদীস, ফিকহ ও উসূল শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশের মতে, নিম্নোক্ত দু'টি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে মু'আন'আন বর্ণনাকে মুত্তাসাল হিসেবে গণ্য করা হবেঃ

- যিনি মু'আন'আন প্রক্রিয়ায় বর্ণনাসূত্র পেশ করেন তিনি মুদাল্লিস নন।
- মু'আন'আন প্রক্রিয়ায় মুত্তাসাল সকল বর্ণনাকারীই সমসাময়িক।

[৪৬] সুনানু ইবনি মাজাহ, কিতাব, ইকামাতুস সালাহ ওয়াস সুন্নাহ ফীহা, বাব, ফাদলু মাইমানাতিস সফ; সুনানু আবী দাউদ, কিতাব, আস সালাহ, বা[illegible] আই ইউসাল্লিয়াল ইমামা ফিস সফ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

* ইমাম বুখারী, আলী ইবনুল মাদীনী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ তৃতীয় আরেকটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যে, বর্ণনাকারী ও তার শিক্ষকের মধ্যকার সাক্ষাতের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ এ ধরনের বর্ণনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন, যতক্ষণ না ভিন্নরূপ প্রমাণিত হয়।

মু'আন্নান হলো এমন হাদীস যেখানে সনদের সর্বত্র أن আন্না (যে) সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। মু'আন্নান হাদীসের শ্রেণীবিন্যাস মু'আন'আন হাদীসের অনুরূপ।

বর্ণনাকারীদের মধ্যকার ত্রুটি

১০টি বিষয়কে বর্ণনাকারীদের ত্রুটি হিসেবে দেখা দেয়; তন্মধ্যে পাঁচটির সম্পর্ক আদালাহ (নির্ভরযোগ্যতা)-এর সাথে এবং বাকী পাঁচটির সম্পর্ক দবত (নির্ভুলতা)-এর সাথে।

* আদালাহ'র সাথে সম্পর্কিত কারণসমূহ হলো, বর্ণনাকারী
    - » একজন মিথ্যুক;
    - » মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত;
    - » নীতিভ্রষ্ট;
    - » দ্বীনের মূলনীতিতে নব্যতার প্রবর্তক বা অনুসারী (বিদ'আতী) ও
    - » অস্পষ্ট বর্ণনার অধিকারী।
* দবত (নির্ভুলতা)-এর সাথে সম্পর্কিত কারণসমূহ হলো, বর্ণনাকারী
    - » একজন মাত্রাতিরিক্ত ভুল সম্পাদনকারী;
    - » দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী;
    - » উদাসীন;
    - » প্রচুর ভুল ব্যাখ্যা প্রদানকারী ও
    - » নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে সাংঘর্ষিক বর্ণনা প্রদানকারী।

বর্ণনাকারীদের মধ্যে উপরোক্ত ত্রুটিসমূহ পাওয়া যাওয়ার কারণে নিম্নোক্ত শ্রেণীর বর্ণনাসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে; প্রথমে সর্বাধিক জঘন্য ত্রুটিসমূহের আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাওদূ (জাল)

যদি বর্ণনাকারীর মধ্যে এ মর্মে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায় যে, তিনি কখনও নাবী ﷺ-এর প্রতি কোনো মিথ্যা কথা আরোপ করেছেন, তাহলে তার বর্ণিত হাদীসসমূহকে মাওদূ শ্রেণীভুক্ত করা হয়। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে মাওদূ বর্ণনা আদতে কোনো হাদীসই নয়; বরং তা হলো একটি মিথ্যা কথা, যা নাবী ﷺ-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। আলঙ্কারিক অর্থে একে হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।

বাইকূনী তার কাব্যগ্রন্থে মাওদূ'কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেনঃ

و الكذب المختلق المصنوعة * على النبي فذلك الموضوع

'যে মিথ্যা কথা বানিয়ে নাবী ﷺ-এর ওপর আরোপ করা হয়েছে তা-ই জাল হাদীস।'

মাওদূ বর্ণনার আইনগত মর্যাদা

বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, এটি যে বানোয়াট তা উল্লেখ না করে এরূপ 'হাদীস' বর্ণনা করা কিছুতেই বৈধ নয়। ইমাম মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত নিম্নোক্ত হাদীসটির ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেনঃ

من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين

> "যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে এমন কোনো কথা প্রচার করে যা তার বিবেচনায় মিথ্যা, তাহলে সেই প্রচারকারীও একজন মিথ্যুক।"[৪৭]

মাওদূ' 'হাদীস' সনাক্তকরণ পদ্ধতি

- জাল বর্ণনাকারীর নিজস্ব স্বীকারোক্তি; যেমন আবু ইছমাহ নূহ ইবনু আবী মারইয়াম স্বীকার করেছেন যে, তিনি কুরআনের প্রত্যেকটি সূরার ফজিলত সম্পর্কে নিজে থেকে হাদীস বানিয়ে তা ইবনু আব্বাসের ওপর আরোপ করেছেন।
- পরোক্ষ স্বীকারোক্তি; যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো এক শিক্ষকের বরাতে একটি হাদীস বর্ণনা করার পর তাকে তার জন্ম তারিখের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন সে এমন এক তারিখের কথা বললো যা তার শিক্ষকের ইন্তেকালের

[৪৭] সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, বাব, ওয়া ... হাদীস সিকাত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পরবর্তী সময়ের। হাদীসটি যদি কেবল উক্ত বর্ণনাকারীই বর্ণনা করে থাকেন তাহলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মাওদূ' হিসেবে পরিগণিত হয়।

- বর্ণনাকারীর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি; যেমন বর্ণনাকারী যদি শিয়া হয় এবং তিনি যে হাদীসটি বর্ণনা করছেন তা যদি হয় নাবী ﷺ-এর বংশধরদের ফজিলত সম্পর্কিত।
- হাদীসের মধ্যকার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি; যেমন বর্ণনার শব্দাবলী ব্যাকরণগত দিক দিয়ে দুর্বল কিংবা এর মূলপাঠ সাধারণ যুক্তিবুদ্ধি অথবা কুরআনের সুস্পষ্ট অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক।

হাদীস জালকরণের নেপথ্য কারণ

রাজনৈতিক মতপার্থক্য

তৃতীয় খলিফা উসমান ﵁-এর হত্যাকাণ্ডের পর মুসলিম ইতিহাসে ব্যাপক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আলী ﵁-এর সমর্থক, আয়েশা ﵂-এর সমর্থক (এবং পরবর্তীতে মুয়াবিয়ার সমর্থক)-দের মধ্যকার যুদ্ধের ফলে সৃষ্টি হয় শিয়া ও খারিজী উপদলসমূহের।[৪৮]

---

[৪৮] খারিজী (আরবিতে খাওয়ারিজ) অর্থ 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'; এরা ছিল মুসলিমদের মধ্যে উদ্ভূত প্রথম উপদল। খারিজী উপদলের আবির্ভাব ঘটে সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সময় (৬৫৭ সাল) যখন একটি অংশ (যাদের অধিকাংশ ছিল প্রধানত তামীম গোত্রের) আলীর সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব রাসিবী নামক এক অখ্যাত সৈনিককে তাদের নেতা নিযুক্ত করে এবং হারুরী বা মুহাকিমী নাম ধারণ করে। ৬৫৮ সালের জুলাই মাসে খলিফা আলী ﵁-এর বিরুদ্ধে সংঘটিত নাহরাওয়ানের যুদ্ধে ইবনু ওয়াহাব ও তার অধিকাংশ অনুসারী নিহত হয়। তবে এর মাধ্যমে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন সম্ভব হয়নি; বরং তা পরবর্তী কয়েক বছর ধরে কয়েকটি লাগাতার স্থানীয় বিদ্রোহের আকারে অব্যাহত থাকে। ৬৬১ সালে স্বয়ং আলী ﵁ খারিজী আব্দুর রহমান ইবনু মুলযিমের ছুরিকাঘাতে নিহত হন, যার স্ত্রীর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নাহরাওয়ানের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

বিশ্বাস, খারিজীরা মনে করতো, বড় কোনো গুনাহ করলেই একজন মুসলিম মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। তাদের চরমপন্থী শাখা আযরাকীদের মতে, পাপকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে যে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায় তার পুনরায় ঈমান আনার কোনো সুযোগ নেই, তাকে তার স্ত্রী ও সন্তানাদি সহকারে হত্যা করতে হবে। খারিজী নয় এমন সকল মুসলিমকে তারা মুরতাদ মনে করতো। এর ওপর ভিত্তি করে তারা ইস্তিরদাদ (ধর্মীয় কারণে হত্যা) শীর্ষক একটি মূলনীতি তৈরী করে নিয়েছিল। আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই, এমনকি এর তত্ত্বীয় রূপ সুবিন্যস্ত হওয়ার আগেই এ নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, খারিজীরা অমুসলিমদের প্রতি যেরূপ সহনশীলতা প্রদর্শন করতো তার তুলনায় (অখারিজী মুসলিমদের প্রতি তাদের) এ হিংস্র নীতিটি ছিল একেবারেই বিপরীতধর্মী। তারা আরো মনে করতো যে, ইমাম (সমকালীন শাসক) কোনো পাপাচারে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে ... ীনি কর্তব্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলী ও নাবী ﷺ-এর পরিবারবর্গের অনুকূলে শিয়ারা নিজেরাই প্রচুর জাল হাদীস রচনা করে নিয়েছে। শরীয়ার একজন বিখ্যাত ভাষ্যকারের বক্তব্য থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

ইবনু আবিল হাদীদ বলেনঃ

'ফজিলত প্রসঙ্গে হাদীসের মধ্যে মিথ্যা কথার সংযোজন ঘটিয়েছে মূলত শিয়ারা। শুরুর দিকে তারা তাদের প্রতিপক্ষের সাথে শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তাদের পছন্দসই ব্যক্তির অনুকূলে অসংখ্য জাল হাদীস রচনা করে নিয়েছে। শিয়াদের এ কাণ্ড দেখে বাকরিয়্যাহ সম্প্রদায়ও[৪৯] তাদের পছন্দসই ব্যক্তির অনুকূলে জাল হাদীস রচনা করে নিয়েছে।'[৫০]

এ ব্যাপারে তাদের অন্যতম সুপরিচিত বর্ণনাটি হলো গাদীরে খুম (খুমের ঝর্ণা)-এর হাদীস। এতে বলা হয়েছেঃ

'নাবী ﷺ বিদায় হাজ্জ সম্পন্ন করে (মদীনা) ফেরার পথে সাহাবীদের সামনে আলীর হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দেন। সবাই তাকে ভালোভাবে চিনে নেয়ার পর নাবী ﷺ বললেন, 'সে আমার অছি, ভাই ও আমার পর খলিফা। সুতরাং তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও মান্য করবে'।[৫১]

আরেকটি বর্ণনা হলো জ্ঞানের শহর সংক্রান্ত হাদীস যা নাবী ﷺ-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছেঃ

انا مدينة العلم و على بابها فمن اراد الدار فليات الباب

'আমি জ্ঞানের শহর আর আলী তার দরজা। সুতরাং যে ব্যক্তি শহরে ঢুকতে চায় সে যেন দরজার দ্বারস্থ হয়।'

খারিজীদের অন্যতম প্রধান শাখা ইবাদীরা আফ্রিকার উত্তর ও পূর্ব উপকূল এবং আরবের পূর্বাঞ্চলের রাজনীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং কিছুদিন পূর্বেও সেসব এলাকায় এ চিন্তাধারা টিকে ছিল। (শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পৃ, ২৪৬–৮, দ্যা কনসাইজ এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পৃ, ২২২–৩, মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, খণ্ড ১, পৃ, ১৬৭–৮, আল মিলাল ওয়ান নিহাল, পৃ, ১০৬–১১০, এবং ওয়াসত্বিয়্যাতু আহিলিস সুন্নাহ বাইনাল ফিরাক, পৃ, ২৯১–২)।

[৪৯] আবু বকরের সমর্থকবৃন্দ।

[৫০] শারহু নাহজিল বালাগাহ, খণ্ড ১, পৃ, ১৩৫।

[৫১] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৭,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম যাহাবীর বর্ণনা অনুযায়ী, এর বর্ণনাকারী আহমদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ একজন মিথ্যুক, এবং ইবনু আদী তাকে হাদীস জালকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এ প্রেক্ষাপটে জাল হাদীস রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় ইরাক। আয়েশা ﵂-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন,

> 'ওহে ইরাকবাসী, শামের লোকজন তোমাদের তুলনায় উত্তম। নাবী ﷺ-এর সাহাবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের নিকট গিয়েছিলেন। তাই তারা এমন হাদীস বর্ণনা করেছে যা আমাদের জানা। কিন্তু তোমাদের নিকট অল্প সংখ্যক সাহাবী গিয়েছিলেন। তবে তোমরা এমন হাদীস বর্ণনা করেছো যার কিছু অংশ আমাদের জানা আর কিছু অংশ আমাদের অজানা।'[৫২]

খারিজীরা ছিল আলী ও মুয়াবিয়া– উভয়েরই ঘোর বিরোধী; তবে মিথ্যা বর্জনের ব্যাপারে তাদের কঠোর মূলনীতির দরুন (কারণ তারা কবীরা গুনাহকারীকে মুরতাদ মনে করে) হাদীস জালকরণের সাথে তারা জড়িত হয়নি। একারণে সুলাইমান ইবনুল আশআছ বলেন,

> 'স্বেচ্ছাচারী লোকদের মধ্যে হাদীসের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে খারিজীদের তুলনায় উত্তম কেউ নেই; যেমন ইমরান ইবনু বাত্তাহ অ আবুল হাসান ইবনুল আ'রাজ।'[৫৩]

ইবনু তাইমিয়াহও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে খারিজীদের সম্পর্কে এসব ইতিবাচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, অথচ তিনি ছিলেন হাদীসের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর।

দার্শনিক আন্দোলন

উমাইয়া খিলাফতের শেষের দিকে এবং আব্বাসীদের পুরো সময় জুড়ে ঈমান ও আল্লাহর গুণাবলী সংক্রান্ত কয়েকটি ইস্যু আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ বিতর্ক থেকে বেশ কয়েকটি নতুন দর্শনের উদ্ভব ঘটে। দর্শনকেন্দ্রিক এসব দলের মধ্য

---

[৫২] আত তারীখুল কাবীর, খণ্ড ১, পৃ, ৬৯।

[৫৩] আল কিফায়াহ, পৃ, ১৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রয়েছে কাদারিয়্যাহ,[৫৪] জাবারিয়্যাহ, মু'তাযিলাহ,[৫৫] মুরজিয়াহ,[৫৬] মুজাসসিমাহ ও মুয়াত্তিলাহ।

প্রত্যেকটি মতের সমর্থকগণ কোনো একটি মতের সমর্থনে কিংবা বিরোধিতায় পরস্পর-বিরোধী জাল হাদীস তৈরী করে নিয়েছে।

মুহরিয আবু রাজা– কাদারিয়্যাহ মতবাদের এক গোড়া সমর্থক– স্বীকার করেছে যে, তারা প্রচুর পরিমাণ জাল হাদীসের নেপথ্যে সক্রিয় ছিল। তিনি বলেন,

> 'কাদারিয়্যাহ মতবাদের সমর্থকদের মধ্যকার কারো নিকট থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করো না, কারণ লোকদেরকে তাকদীরের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে

---

[৫৪] কাদারিয়্যাহ দর্শনের সমর্থকরা তাকদীরকে অস্বীকার করে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে আল্লাহ তা'আলার মর্জি ও ক্ষমতা থেকে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। যে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে এ মতবাদ ঘোষণা করেছিল সে হলো মা'বাদ জুহানী; সে সাহাবীদের যুগের শেষের দিকে এসে এ ঘোষণা প্রদান করে। বসরার এক পারসিকের নিকট থেকে সে এ শিক্ষা লাভ করে। এ গোষ্ঠীর দু'টি প্রধান শাখা রয়েছে। একটি চরমপন্থী শাখা আল্লাহর জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্ষমতা ও আল্লাহ কর্তৃক মানুষের কার্যাবলী সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে। কালের বিবর্তনে এ শাখাটি কার্যত হারিয়ে গিয়েছে। তুলনামূলকভাবে কম চরমপন্থী অন্যান্য শাখার লোকজন মানুষের কার্যাবলীর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আগাম জ্ঞানে বিশ্বাস করে, তবে তারা অস্বীকার করে যে, মানুষের কার্যাবলী আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতার প্রভাবে সংঘটিত হয় এবং মানুষের কার্যাবলী মূলত তাঁরই সৃষ্টিশক্তির ফল। এ দার্শনিক চিন্তাগোষ্ঠীটি শেষোক্ত মতের ওপর অনড় অবস্থান গ্রহণ করে নিয়েছিল। (শারহু লুম'আতিল ই'তিক্বাদ, পৃ, ১৬২)

[৫৫] মু'তাযিলারা ওয়াসিল ইবনু আতা'র অনুসারী, যিনি হাসান বসরীর মাজলিস থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিল যে, পাপ সম্পাদনকারী লোকজনের অবস্থান ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। ওয়াসিল ইবনু আতা'র এ বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়েছিল আমর ইবনু উবাইদ। তারা জাহমীদের ন্যায় আসমানী গুণাবলী অস্বীকার করেছিল ও কাদারিয়্যাহদের ন্যায় মানুষের কার্যাবলীতে আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছিল এবং এ দাবি করেছিল যে, কবিরা গুনাহ সম্পাদনকারী চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। (শারহু লুম'আতিল ই'তিক্বাদ, পৃ, ১৬৩)

[৫৬] মুরজিয়া দ্বারা সেসব লোককে বুঝানো হয় যারা আমলকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে না। তাদের দৃষ্টিতে, নিছক অন্তর দ্বারা গ্রহণ করার নামই ঈমান। ফলে তারা মনে করে যে, একজন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যে ধরনের পাপ কাজই করুক না কেন এবং যে ধরনের ভাল কাজই পরিত্যাগ করুক না কেন– সর্বাবস্থায় তার ঈমান পরিপূর্ণ। অধিকন্তু, যদি কোনো ব্যক্তিকে কিছু দ্বীনি বিধান লঙ্ঘনের দায়ে কাফির আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে তা হবে তার অন্তরের ভেতরকার বিশ্বাসের ঘাটতির ফল, কোনো আমল পরিত্যাগ করার ফল নয়। এটি জাহমীদের চিন্তাধারা; খারিজীদের মতবাদ অবশ্য এর বিপরীতধর্মী। (শারহু লুম'আতিল ই'তিক্বাদ, পৃ, ১৬২–৩)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা জাল হাদীস রচনা করতাম, আর এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করা।'[৫৭]

বিশেষ করে বিভিন্ন আমলের ফজিলত সম্পর্কিত জাল হাদীস রচনা করার ক্ষেত্রে কারামিয়্যাহদের[৫৮] কেউ কেউ অত্যন্ত দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছিল। এক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা ছিল এমন যে নাবী ﷺ তো বলেছেন,

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার 'বিরুদ্ধে' কোনো মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়'। কিন্তু তাদের মন্তব্য ছিল, 'আমরা তাঁর 'বিরুদ্ধে' কোনো মিথ্যা কথা বলিনি, বরং তাঁর অনুকূলে বলেছি।'[৫৯]

---

[৫৭] লিসানুল মীযান, খণ্ড ১, পৃ, ১২।

[৫৮] কারামিয়্যাহ একটি উপদল যার নামকরণ করা হয়েছিল নিযার গোত্রের মুহাম্মাদ ইবনু কারাম সিজিস্তানীর (মৃত্যু ২৫৫ হি.) নামানুসারে। সে খোরাসান, বালখ, মারভ ও হেরাতে অধ্যয়ন করে অসাবধানতাবশত আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ জাওবারী (মৃত্যু ২৪৭) ও মুহাম্মাদ ইবনু তামীম ফারইয়ানানীর নিকট থেকে বেশ কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করে যাদের উভয়ে ছিল হাদীস জাল করার ক্ষেত্রে কুখ্যাত। মক্কায় পাঁচ বছর অবস্থান করার পর সে সিজিস্তানে প্রত্যাবর্তন করে এবং তার সকল সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়। তারপর সে নিশাপুর চলে যায়। সেখানকার গভর্নর মুহাম্মাদ ইবনু তাহির তাকে কারারুদ্ধ করেন। ২৫১ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সে জেরুজালেম চলে যায় এবং চার বছর পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করে।

মুহাম্মাদ ইবনু কারামের ধর্মতাত্ত্বিক প্রধান মতবাদ (যার ফলে তার দলকে মুসাব্বিহাহ বা বস্তুতে নরত্ব আরোপকারী দার্শনিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে) ছিল এই যে, কোনো মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না থাকলেও আল্লাহ হলেন একটি 'বস্তু (জাওহার)' যা মহাশূন্যস্থিত আরশের সংস্পর্শে রয়েছে; তার কতিপয় অনুসারী অবশ্য জাওহারের স্থলে 'দেহ (জিসম)' শব্দ ব্যবহার করেছে। তার অনুসারীদের মতে, আল্লাহ কথা বলার পূর্বেও কথা বলছিলেন এবং যখন কোনো বন্দনাকারী ছিল না তখনও তাঁর বন্দনা করা যেতো। ইবনু কারামের মতে, আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি আকস্মিক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন যার ওপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে, এ পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত বিষয়াদি—যেগুলো তাঁর ইচ্ছায় নয় বরং 'কুন' (হও) শব্দ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে—এসবের ওপর তাঁর কোনো কর্তৃত্ব নেই।

তার অপর একটি মতবাদ হল, ঈমানের দু'টি ঘোষণা একবার উচ্চারণ করলেই ঈমান পূর্ণ হয়ে যায়, এবং এর সাথে সত্যায়ন (তাসদীক) কিংবা কর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। বলা হয় যে, এ চিন্তাধারাটি মুরজিয়াদের মূলতত্ত্বের অনুরূপ হলেও তার পূর্বে কেউ এ মত ব্যক্ত করেননি। (শর্টার এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, পৃ, ২২৩–৪)

[৫৯] আল বা-ইছুল হাছীছ, পৃ, ৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুরতাদ গোষ্ঠী

অনেক কাফির ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের শক্তিমত্তার দরুন প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা ও এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে তারা ছিল অক্ষম। তাই তারা ইসলামের সঠিক চিত্রকে বিকৃত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু মিথ্যা কলঙ্কপূর্ণ হাদীস রচনা করে ইসলামের ভিত্তিকে দুর্বল করার প্রয়াস চালায়।

তাদের অন্যতম ছিল আব্দুল কারীম ইবনু আবিল আওজা। বসরার আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ইবনু আলীর নির্দেশে যখন তাকে হত্যা করা হয়েছিল তখন সে স্বীকার করে বলেছিল,

> 'আল্লাহর শপথ, আমি চার হাজার হাদীস জাল করেছি যার মাধ্যমে আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দিয়েছি।'[৬০]

স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে একটি হাস্যকর হাদীসকে তাদের দুঃসাহসিক পদক্ষেপের অন্যতম নজির মনে করা হয়। তাতে বলা হয়েছে,

> 'যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেকে সৃষ্টি করতে চাইলেন তখন তিনি প্রথমে একটি অশ্ব (ঘোড়া) সৃষ্টি করে একে ঘর্মাক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দিলেন। তারপর তিনি অশ্বের ঘাম থেকে নিজেকে সৃষ্টি করলেন।'[৬১]

এমন জঘন্য কথা বলা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

কুখ্যাত জাল হাদীস রচনাকারী আরেকজন হলো মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ, যাকে আব্বাসী খলিফা আবু জা'ফর শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন। সে নিম্নোক্ত হাদীসটি রচনা করেছে, যেখানে হুমাইদের বরাতে আনাসের মাধ্যমে নাবী ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি বলেছেন,

انا خاتم النبيين لا نبي بعدى الا ان يشاء الله

> 'আমি নাবীদের মোহর এবং আমার পর কোনো নাবী নেই, তবে আল্লাহ চাইলে তা ভিন্ন কথা।'[৬২]

---

[৬০] আল মাওদূআতুল কুবরা, খণ্ড ১, পৃ, ৩১।

[৬১] সুয়ূতীর আল আহাদীসুল মাওদু'আহ, খণ্ড ১, পৃ, ৩ এর বরাতে ক্রিটিসিজম অব হাদীস গ্রন্থে (পৃ, ৩৮) উদ্ধৃত।

[৬২] তাদরীবুর রাবী, পৃ, ১৮৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, শেষে এ ব্যতিক্রমধর্মী বাক্যাংশ যোগ করার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি নিজের নুবুয়্যাত দাবির প্রতি (মানুষের) আস্থা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছে।

গল্পকথক

অবিশ্বাস্য ঘটনায় ভরপুর ও নান্দনিকভাবে উপস্থাপিত বিস্ময়কর গল্পসমূহ সাধারণ মানুষের মধ্যে সবসময়ই আগ্রহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে গল্পকাররা মাসজিদের শ্রোতাদেরকে সহজে প্রতারিত করার জন্য তাদের সামনে যেসব গল্প প্রচার করতো সেগুলোকে অলঙ্কৃত করার লক্ষ্যে তারা অনেক কথা বানিয়ে বলতো। লোকদেরকে বিনোদন দেয়ার মাধ্যমে অনেক গল্পকথক তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। গল্পের উপাদানসমূহকে আরো বেশী বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে তারা গল্পের পূর্বে একটি পূর্ণ ইসনাদ উল্লেখ করে দিতো। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এসব বর্ণনার অধিকাংশকে বলিষ্ঠভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিখ্যাত হাদীস বিশারদ সুলাইমান ইবনু মিহরান আ'মাশ বসরার একটি মাসজিদে প্রবেশ করে এক গল্পকথককে বলতে শুনলেন,

> 'আ'মাশ আমাদের নিকট আবু ইসহাকের বরাতে বর্ণনা করেছেন যিনি আবু ওয়ালী থেকে ... ইত্যাদি। এ কথা শুনে আ'মাশ স্বয়ং ঐ চক্রের মাঝখানে বসে পড়ে নিজের চুল উপড়াতে লাগলেন। গল্পকথক যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, 'লজ্জার ব্যাপার! আমরা যখন জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা করছি তখন তুমি এসব কী করছো?' জবাবে আ'মাশ বললেন, 'আমি যা করছি তা তোমার কাজের তুলনায় উত্তম।' সে জানতে চাইলো, 'কীভাবে?' আ'মাশ জবাব দিলেন, 'কারণ আমি যা করছি তা সুন্নাহ, আর তুমি যা বলছো তা হলো মিথ্যার বেসাতি। আমি আ'মাশ, আর তুমি যা বলছো তার কোনো কিছুই আমি বর্ণনা করিনি।' আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

বর্ণিত আছে যে, বাগদাদের এক গল্পকথক সূরা আল ইসরার ৭৯ নং আয়াত ("অচিরেই তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত ও মহিমান্বিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন") এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিল যে, নাবী ﷺ-কে আল্লাহ তাঁর সিংহাসনের ওপর তাঁর পাশে অধিষ্ঠিত করাবেন। মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারীর নিকট এ ব্যাখ্যা পেশ করা হলে তিনি তা এতোটা সোৎসাহে প্রত্যাখ্যান করেন যে তিনি তার দরজার ওপর খোদাই করে লিখে রেখেছিলেন, 'মহিমান্বিত তিনি, যার কোনো সঙ্গী নেই, নেই এমন কেউ যে তাঁর পাশে তাঁর সিংহাসনে বসে থাকে।' এটি বাগদাদের লোকদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মধ্যে এতোটা ক্রোধের সঞ্চার করে যে, তারা তার গৃহে পাথর নিক্ষেপ করতে করতে তার দরজা ঢেকে ফেলে।[৬৩]

অজ্ঞ সুফী দরবেশ সম্প্রদায়

লোকদের মধ্যে ভালো কাজ সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি ও খারাপ কাজের ব্যাপারে ভীতি সঞ্চারের লক্ষ্যে কিছু জাল হাদীস রচনা করা হয়েছিল। এ কাজ যারা করেছিল তারা ছিল সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণীর হাদীস জালকারী; কারণ তারা ছিল সন্ন্যাসবাদ, ধার্মিকতা ও নেকীর কাজের সাথে সম্পৃক্ত, আর তাদের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা থাকায় তারা সহজে তাদের জালিয়াতিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। যেমন: ইসনাদযুক্ত একটি চিঠিতে দাবি করা হয়েছে যে, এটি শায়খ আহমাদের, যিনি মাসজিদে নববীতে ঘুমন্ত অবস্থায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রত্যেক ৫ বা ১০ বছরের মধ্যে এটি প্রচার করা হয় আর তা পুরোপুরি একটি জালিয়াতি কারবার। অথচ নাবী ﷺ বলেছেন যে, 'যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো স্বপ্নের ব্যাপারে কথা বলে যা সে দেখেনি, তাহলে সে তার ঠিকানা জাহান্নামের মধ্যে খুঁজে পাবে।'

অতীতে যারা হাদীস জাল করেছে তাদের অন্যতম হলো মাইসারাহ ইবনু আবদি রাব্বিহ, যার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান ইবনু মাহদীর উদ্ধৃতি দিয়ে একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি বলেন,

> 'আমি মাইসারাহ ইবনু আবদি রাব্বিহকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এসব হাদীস কোথায় পেয়েছো যে অমুক অমুক (শব্দ বা বাক্য) পাঠ করলে অমুক অমুক প্রতিদান পাওয়া যাবে?' সে জবাব দিল, 'লোকদেরকে (ভাল কাজের প্রতি) আকৃষ্ট করার জন্য আমি নিজেই এসব হাদীস বানিয়ে নিয়েছি।'[৬৪]

মানুষদেরকে বেশি বেশি নফল ইবাদতে নিযুক্ত করানোর জন্য কতিপয় সুফী-সন্ন্যাসী বিভিন্ন কাজের ফজিলত সম্পর্কে জাল হাদীস রচনা করতো। জানা যায় যে, বাগদাদের অন্যতম বিখ্যাত সুফী গোলাম খলীল (মৃত্যু ২৭৫ হি.) এ ধরনের প্রায় চার শ' হাদীস উদ্ভাবন করেছিল। তার মৃত্যুতে এ কারবারের বাজারে চরম মন্দা দেখা দেয়।[৬৫]

---

[৬৩] তাহছীর, পৃ, ১৬১।

[৬৪] আদ দু'আফা।

[৬৫] তারীখু বাগদাদ, খণ্ড ৫, পৃ, ৭৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আবু ইসমাহ নূহ ইবনু আবী মারইয়াম মারওয়াযীর ন্যায় লোকেরা কুরআনের প্রত্যেকটি সূরার ফজিলতের ব্যাপারে হাদীস উদ্ভাবন করতো। আবু ইসমাহ পরবর্তীতে তার কাজের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে বলেছিল,

> 'আমি দেখতে পেলাম যে, লোকেরা কুরআন পরিত্যাগ করে আবু হানীফার ফিকহ ও ইবনু ইসহাকের মাগাযী (যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিবৃত্ত) নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে, তাই আমি (আল্লাহর নিকট থেকে) প্রতিদান পাওয়ার আশায় এসব হাদীস উদ্ভাবন করেছি।'

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী আরেকটি উদাহরণ পেশ করেছেন,

> 'পরকাল প্রত্যাশীদের জন্য এ দুনিয়া হারাম, দুনিয়া প্রত্যাশীদের জন্য পরকাল হারাম এবং আল্লাহ প্রত্যাশীদের জন্য উভয়টি হারাম।'[৬৬]

জাতীয়তাবাদ ও দলাদলি

- হাদীস সাহিত্যে বিভিন্ন শহরের ফজিলত ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে প্রচুর তথ্য রয়েছে যার অধিকাংশই জাল প্রমাণিত হয়েছে। কোনো বিশেষ স্থানের প্রতি আগাম পছন্দ বা অপছন্দের অনুভূতি এ সংক্রান্ত হাদীস জাল করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ইবনু ইরাকের গ্রন্থের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে জেদ্দা, বসরা, জর্দান, খোরাসান, ওমান, আসকালান, কাযবীন, নাসিবীন, এন্টিওক ও ইবাদানের ফজিলত এবং কন্সটান্টিনোপল, তাবরিয়্যাহ ও সানা প্রভৃতি শহরের নিন্দাবাদ সংশ্লিষ্ট হাদীস।
- নিম্নোল্লিখিত হাদীসসমূহের ন্যায় এ বিষয়ের অন্যান্য হাদীস সম্প্রচারের আরেকটি কারণ ছিল কোনো বিশেষ জাতির প্রতি আগাম পছন্দ বা অপছন্দের অনুভূতি। যেমন:

> 'যাঞ্জি (কৃষ্ণাঙ্গ) লোকেরা পরিতৃপ্ত অবস্থায় ব্যভিচার করে এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় চুরি করে। তবে তাদের মধ্যে দানশীলতা ও সাহায্যের মানসিকতাও রয়েছে'।[৬৭]

> 'তিনটি কারণে আরবদেরকে ভালোবাসবে, আমি আরব। কুরআন আরবি ভাষায় লিখিত এবং জান্নাতবাসীদের ভাষা হবে আরবি'।[৬৮]

---

[৬৬] সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ'ঈফাহ, খণ্ড ১, পৃ, ৫০।

[৬৭] তানযীহুশ শারী'আহ, খণ্ড ২, পৃ, ৩১।

[৬৮] প্রাগুক্ত, খণ্ড ২, পৃ, ৩০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'যার নিকট দান করার মতো কিছু নেই তার উচিত ইহুদীদেরকে অভিশাপ দেয়া'।

* নিচের বানোয়াট হাদীসটিতে নিজের ইমামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও অন্যের ইমামের প্রতি ঘৃণাবোধ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছেঃ

"سيكون فى امتى رجل يقال له محمد بن ادريس هو اضر على امتى من ابليس و سيكون فى امتى رجل يقال له ابو حنيفة هو سراج امتى

'অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (অর্থাৎ ইমাম শাফিয়ী) নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, সে হবে আমার উম্মতের জন্য ইবলিসের তুলনায় অধিক ক্ষতিকর, আর অচিরেই আমার উম্মতের আবু হানীফা নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, সে হবে আমার উম্মতের প্রদীপসম'।[৬৯]

যেসব ভুয়া হাদীসের মাধ্যমে কোনো ইমামের কোনো আইনগত মত সমর্থন কিংবা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, সেগুলো রচনার নেপথ্যেও একই কার্যকারণ সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়।

ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে হাদীস উদ্ভাবন

কতিপয় লোক স্ব স্ব শাসকদেরকে তুষ্ট করার জন্য হাদীস উদ্ভাবন করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আব্বাসী খলিফা আল মাহদীর সভাসদ গাইয়াছ ইবনু ইবরাহীমের ব্যাপারে একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। কোনো এক কাজে সে একবার মাহদীর দরবারে উপস্থিত হয়। মাহদী ছিলেন কবুতর প্রেমী। গাইয়াছকে খলিফার উদ্দেশ্যে একটি হাদীস পাঠ করে শোনানোর কথা বলা হলে সে বর্ণনা করলো, অমুক এবং অমুক আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে নাবী ﷺ বলেছেন,

لا سبق الا فى نصل او خف او حافر او جناح

'তীরন্দাজী, উট ও ঘোড় দৌড় এবং কবুতর ওড়ানো ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিযোগিতা বৈধ নয়'।

খলিফা মাহদী তাকে একটি পুরস্কার দিলেন; তবে সে চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার মুখ মূলত নাবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপকারীর মুখ'। তারপর তিনি বললেন, 'কিন্তু, আমিই তো তাকে এরূপ বানিয়েছি'। এরপর তিনি কবুতরগুলোকে জবাই করার নির্দেশ দিয়ে কবুতর রাখার অভ্যাস ছেড়ে দিলেন।

[৬৯] তারীখু বাগদাদ, খণ্ড ১৪, পৃ, ২৭০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাইফ ইবনু উমার তামীমীর বরাতে হাকিম আরেকটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তামীম বলেন,

'আমি সাঈদ ইবনু তারীফ এর নিকট বসা থাকাকালে তার ছেলে মাকতাব[৭০] থেকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরলো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কাঁদছো কেন?' শিশুটি জবাব দিল, 'শিক্ষক আমাকে প্রহার করেছেন'। সাঈদ বললো, 'আমি তাকে অপমান করে ছাড়বো'। ইবনু আব্বাসের বরাতে ইকরিমা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে নাবী ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের শিশুদের শিক্ষকরা তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। ইয়াতীমদের প্রতি এদের দয়ামায়া একেবারে অল্প এবং তোমাদের মধ্যে এরা হলো দরিদ্র মানুষের প্রতি সর্বাধিক নির্মম ও কঠিন-হৃদয়'।[৭১]

বিভিন্ন শাক-সব্জি ও খাদ্যশস্যের ফজিলত সংক্রান্ত হাদীসসমূহের মূল অতি সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে সেসব মানুষের মধ্যে যারা ঐগুলোর ব্যবসা করতো। ইবনুল কাইয়িম তার আল মানারুল মুনীফ ফিস সহীহ্ ওয়াদ দ'ঈফ শীর্ষক জাল হাদীসের সংকলন গ্রন্থে সেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন যেখানে তরমুজ, মসুরি ডাল, মাছ, বেগুন, আঙ্গুর, শিম, মটরশুটি, লবণ, পেঁয়াজ, ডালিম ও অন্যান্য শাক-সব্জির উপকারের কথা বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত বর্ণনাটি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ,

'কুমড়া ব্যবহার করো, কারণ তা মাথা উজ্জ্বল করে এবং মসুরি ডাল ব্যবহার করো, কারণ সত্তর জন নাবী এর মহিমা কীর্তন করেছেন'।[৭২]

আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ লাখমী ওয়াসিতীর বর্ণনা। সে হারীস এর ব্যবসা করতো, তাই সে নিম্নোক্ত হাদীসটি জাল করেছেঃ

اطعمنى جبريل الهريسة من الجنة لاشد بها ظهرى لقيام الليل

'জীবরাঈল আমাকে কিছু জান্নাতী হারীস খাইয়েছেন যাতে মধ্যরাতের সালাতের জন্য আমার পিঠ মজবুত হয়'।[৭৩]

ইবনু মুহাম্মাদ ও আবু হাতিম তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছেন, আর ইবনুল জাওযী বলেছেন,

---

[৭০] কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র।

[৭১] তারীখু বাগদাদ, খণ্ড ১৩, পৃ, ৪৫৩ ও আল লা'আলী, খণ্ড ১, পৃ, ২৬৩।

[৭২] সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ'ঈফাহ, খণ্ড ১, পৃ, ৫৭।

[৭৩] প্রাগুক্ত, নং ৬৯০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

‘এ হাদীসটি হারীস ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজের জালিয়াতি। সানাদের বেশীরভাগ অংশই তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এবং অন্যান্য মিথ্যুকরাও এটি তার নিকট থেকে চুরি করেছে’।

প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা হাদীসে রূপান্তরিত হওয়া[৭৪]

কতিপয় বর্ণনাকারী বিভিন্ন নীতিগর্ভ উপমা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাকে নাবী ﷺ-এর প্রতি আরোপ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ‘পেট হলো রোগের বাসা আর প্রতিরোধ হলো সর্বপ্রধান প্রতিষেধক’। এ বক্তব্যটির ব্যাপারে আরবরা জানে যে, এটি হলো আরবের সুপরিচিত ডাক্তার হারিছ ইবনু কালদা’র বক্তব্য। তবে তা ভুলক্রমে নাবী ﷺ-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে।[৭৫] অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে এসব জনপ্রিয় উক্তি, ‘জ্ঞান অন্বেষণ করো, প্রয়োজনে চীনে গিয়ে হলেও’ এবং ‘জ্ঞান অন্বেষণ করো, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত’।

حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن ابی بكر بن ابی مريم عن خالد بن محمد الثقفی عن بلال بن ابی الدرداء عن ابی الدرداء عن النبی صلی الله عليه و سلم قال ”حبك الشيء يعمی و يصم“

হাইওয়াহ ইবনু শুরাইহ আমাদেরকে (এই বলে) অবহিত করেছেন যে, বাকিয়্যাহ আমাদের নিকট আবু বাক্‌র্ ইবনু আবী মারইয়াম থেকে তিনি খালিদ ইবনু মুহাম্মাদ ছাকাফী থেকে তিনি বিলাল ইবনু আবিদ দারদা থেকে তিনি আবুদ দারদা থেকে এবং তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন, ‘কোনো কিছুর প্রতি তোমার ভালোবাসা (তোমাকে) অন্ধ ও বধির করে দেবে’।[৭৬]

আবু বাক্‌র্ ইবনু আবী মারইয়ামের দরুন এর বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল, কারণ তার স্মৃতিশক্তি ছিল দুর্বল এবং বর্ণনাসমূহ এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

---

[৭৪] ক্রিটিসিজম অব হাদীস, পৃ, ৩৫–৪৩।

[৭৫] লামহাতুন ফী উসূলিল হাদীস, পৃ, ৩০৫।

[৭৬] আত তারীখুল কাবীর, খণ্ড ২, পৃ, ১, নং ১৭৫, সুনানু আবী দাউদ ও মুসনাদু আহমাদ, খণ্ড ৫, পৃ, ১৯৪ ও খণ্ড ৬, পৃ, ৬৫০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাফসীর গ্রন্থসমূহে জাল হাদীস

কুরআনের অনেক মুফাস্‌সির নিজেদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে জাল হাদীস ব্যবহার করেছেন অথচ সেগুলোর অবস্থা ব্যাখ্যা করেননি। কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফজিলত প্রসঙ্গে উবাই ইবনু কা'বের প্রতি আরোপিত জাল হাদীসসমূহ হলো সর্বাধিক জনপ্রিয়। এগুলো সা'লাবী, ওয়াহিদী, যামাখশারী ও শাওকানীর তাফসীর গ্রন্থসমূহেও বিদ্যমান।

জাল হাদীসের সঙ্কলন

বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ জাল হাদীসের বিশেষ সঙ্কলন তৈরী করেছেন। এগুলোর মধ্যে ইবনুল জাওযীর আল মাওদূ'আত (যা এ বিষয়ের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ), সুয়ূতীর আল লা'আলিল মাছনু'আহ ফিল আহাদীস ও শাওকানীর আল ফাওয়াইদুল মাজমু'আহ ফি আহাদীসিল মাওদূ'আহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ'ঈফাহ ওয়াল মাওদূ'আহ নামে এ বিষয়ের ওপর একেবারে হালনাগাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন নাসিরুদ্দীন আলবানী।

মাতরূক (পরিত্যাজ্য)

কোনো বর্ণনাকারীকে জালিয়াতির জন্য সন্দেহ করা হলে, হাদীসের যে সনদে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেটিকে মাতরূক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে মাতরূক শব্দটি ترك 'তারাকা' (যার অর্থ ছেড়ে দেয়া; পরিহার করা; পরিত্যাগ করা) শব্দের কর্মবাচ্য রূপ। আরবরা প্রথাগতভাবে ডিমের সেই ভগ্ন খোসার জন্য তারিকাহ শব্দটি ব্যবহার করতো যা সদ্য প্রসূত পাখীর ছানা পরিত্যাগ করে এসেছে; তাছাড়া এ শব্দটি মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার বুঝাতেও ব্যবহৃত হতো।

বাইকূনী মাতরূক হাদীসের সংজ্ঞায় বলেছেনঃ

متروكه ما واحد به انفرد * و اجمعوا لضعفه فهو كرد

'মাতরূক মূলত সেই হাদীস যা একজন একক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন আর তারা সবাই তার দুর্বলতার ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত হওয়ার ফলে তা কারাদে পরিণত হয়েছে'।

অতএব মাতরূক হলো এক আজব বর্ণনা যা এমন একজন একক দুর্বল বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যার দুর্বলতার কারণ হলো মিথ্যা বর্ণনার দায়ে অভিযুক্ত হওয়া, কিংবা তার পাপময় বক্তব্য বা কর্ম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সনাক্ত করার উপায়

নিম্নোক্ত দু'টি শর্তের কোনো একটি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট হাদীসটিকে মাতরূক হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারেঃ

- বর্ণনাটি মুসলিমদের মধ্যে সার্বজনীনভাবে গৃহীত মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং তার একমাত্র বর্ণনাসূত্রের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির নাম রয়েছে যাকে জালিয়াতির জন্য সন্দেহ করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারীর ব্যাপারে এটি সুবিদিত যে, সে তার কথাবার্তায় একজন মিথ্যুক, তবে এমন কোনো তথ্য নেই যা থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, সে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলেছে।

ইমাম দারুকুতনী কর্তৃক স্বীয় সুনান গ্রন্থে সংগৃহীত নিম্নোক্ত বর্ণনাটি মাতরূক হাদীসের একটি নমুনাঃ

حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي ثنا الحسن بن محمد بن عبد الواحد ثنا سعيد بن عثمان حدثني عمرو بن شمر عن جابر عن ابي الطفيل عن علي بن ابي طالب و عمار بن ياسر انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه و سلم يجهر في المكتوبات بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القران و يقنت في صلاة الفجر و الوتر و يكبر في دبر الصلوات المكتوبة من قبل صلاة الفجر غداة عرفة الى صلاة العصر اخر ايام التشريك

> মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম ইবনু যাকারিয়্যা মুহারিবী আমাদেরকে (এ বলে) অবহিত করেছেন যে, হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ আমাদেরকে (এ বলে) অবহিত করেছেন যে, সাঈদ ইবনু উছমান আমাদেরকে (এ বলে) অবহিত করেছেন যে, আমর ইবনু শিমর আমার নিকট জাবির থেকে তিনি আবুত তুফাইল থেকে এবং তিনি আলী ইবনু আবী তালিব ও আম্মার ইবনু ইয়াসীর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা উভয়ে শুনেছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ ফরজ সালাতের সূরা ফাতিহাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম উচ্চ আওয়াজে পাঠ করেছেন, ফাজ্‌র্‌ ও বিৎর সালাতে দু'আয়ে কুনূত পাঠ করেছেন এবং আরাফাতের দিন সকালের ফাজ্‌র্‌ সালাত থেকে শুরু করে তাশরীকের সর্বশেষ দিন আসর সালাত পর্যন্ত ফরজ সালাতের শেষে আল্লাহু আকবার পাঠ করেছেন।[৭৭]

এ বর্ণনাসূত্রটি অত্যন্ত দুর্বল, প্রধানত আমর ইবনু শিমর জা'ফী কূফী'র কারণে; তার সম্পর্কে ইবনু হাজার লিসানুল মীযান গ্রন্থে ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈনের একটি বক্তব্যের

---

[৭৭] ইরওয়াউল গালীল, নং ৬৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, তার কোনো মূল্যই নেই। জুরজানী তাকে একজন সত্য-বিচ্যুত মিথ্যাবাদী বলেছেন এবং ইবনু হিব্বান তাকে শিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যে সাহাবীদেরকে গালি দিয়েছিল এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের নামে জাল বর্ণনা পেশ করেছিল। নাসাঈ ও দারুকুতনী উভয়ে বলেছেন যে, তার বর্ণনাসমূহ মাতরূক। জাবির ইবনু ইয়াযীদ জা'ফীও দুর্বল।

পরিভাষা

মাতরূক হাদীসকে প্রায়শ 'অত্যন্ত দুর্বল (দ'ঈফ জিদ্দান)' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)

মুনকার শব্দটি نكر। 'আনকারা' ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত একটি কর্মবাচ্য রূপ যার অর্থ প্রত্যাখ্যান করা। বর্ণনাকারীর সততার মধ্যে ক্রটি থাকার ফলে মাওদূ' ও মাতরূক বর্ণনাসমূহ দুর্বল। মুনকার বর্ণনার দুর্বল হওয়ার কারণ হলো দবত (নির্ভুলতা)-এর মধ্যকার ক্রটি। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুনকার দ্বারা এমন দুর্বল বর্ণনাকে বুঝানো হয় যা কোনো প্রামাণ্য হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। ইবনু হাজার এ সংজ্ঞাটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের দেয়া আরো দু'টি বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা হলোঃ

- এটি এমন বর্ণনা যার বর্ণনাসূত্রে এমন একজন বর্ণনাকারীর নাম রয়েছে যার ব্যাপারে লোকজন জানে যে, তিনি মাত্রাতিরিক্ত ভুল করেছেন।
- এটি এমন বর্ণনা যার বর্ণনাসূত্রে এমন একজন বর্ণনাকারীর নাম রয়েছে যার ব্যাপারে লোকজন জানে যে, তার আচরণ গর্হিত বা অশিষ্ট।

বাইকূনী মুনকার হাদীসকে নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করেছেনঃ

و منكر الفرد به واو غدا * تعديله لا يحمل التفردا

মুনকার হলো এমন হাদীস যা কেবল একজন খারাপ বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে; যে এককভাবে বর্ণনার দায়িত্ব পালনে অক্ষম।

মুনকার ও শায এর মধ্যে পার্থক্য

উভয় প্রকার হাদীসই অধিকতর শক্তিশালী বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। তবে, শায বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাসূত্রটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য। তবে সেখানকার একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনাটি অন্য এক বা একাধিক অধিকতর নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। পক্ষান্তরে মুনকার বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনাটি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক।

নিম্নে মুনকার বর্ণনার দু'টি উদাহরণ পেশ করা হলোঃ

প্রথম বর্ণনাটি রয়েছে সুনানুত তিরমিযী'র আলীর ফজিলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে।

حدثنا اسماعيل بن موسى حدثنا محمد بن عمر بن الرومى حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحى عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "انا دار الحكمة و على بابها" قال ابو عيسى هذا حديث غريب منكر و روى بعضهم هذا الحديث عن شريك و لم يذكروا فيه عن الصنابحى و لا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك و فى الباب عن ابن عباس

ইসমাঈল ইবনু মুসা আমাদেরকে (এ বলে) অবহিত করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু উমার ইবনুর রূমী আমাদেরকে (এ বলে) অবহিত করেছেন যে, শারীক আমাদেরকে সালামাহ ইবনু কুহাইল থেকে তিনি সুওয়াইদ ইবনু গাফলাহ থেকে তিনি সুনাবিহী থেকে তিনি আলী থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে অবহিত করেছেন যে তিনি বলেছেন, 'আমি প্রজ্ঞার গৃহ আর আলী তার দ্বার'।[৭৮] আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গারীব (অস্বাভাবিক) মুনকার। তাদের কেউ কেউ এটি শারীক থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে 'সুনাবিহী থেকে' এ শব্দগুচ্ছটি উল্লেখ করেননি। কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এ হাদীসটি শারীক থেকে বর্ণনা করেছেন মর্মে আমাদের জানা নেই।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি রয়েছে সুনানু ইবনি মাজাহ'র খাদ্য অধ্যায়ে।

حدثنا ابو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المدنى حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "كلوا البلح بالتمر كلوا الخلق بالجديد فان الشيطان يغضب و يقول بقى ابن ادم حتى اكل الخلق بالجديد"

আবু বিশর বাকর ইবনু খালাফ আমাদেরকে (এ বলে) অবহিত করেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কায়স মাদানী আমাদেরকে (এ বলে) অবহিত করেছেন যে, হিশাম ইবনু উরওয়াহ আমাদেরকে তার পিতা থেকে তিনি আয়েশা থেকে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে অবহিত করেছেন যে তিনি বলেছেন, 'অর্ধ পাকা খেজুর শুকনো খেজুরের সাথে খাও, পুরাতন (খেজুর)-কে নতুনের সাথে খাও; কারণ তাতে শয়তান

[৭৮] সুনানুত তিরমিযী, কিতাব, মানাক্বিব; আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com।

রাগান্বিত হয়ে বলে, আদমের সন্তান পুরাতন খেজুরের সাথে নতুন খেজুর খেয়ে টিকে রইলো'।[৭৯]

ইবনু মুঈন ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ আবু যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুহাম্মাদকে দ'ঈফ (দুর্বল) শ্রেণীভুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ইবনু আদী বলেছেন যে, চারটি ক্ষেত্র ব্যতীত তার বর্ণনাসমূহ প্রামাণ্য, আর এটি হলো সেই চারটির একটি। নাসাঈ বলেছেন,

'এ হাদীসটি মুনকার, কারণ এটিই একমাত্র হাদীস যেখানে অর্ধ পাকা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং আবু যাকারিয়্যার এ হাদীসের প্রতি অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনার কোনো সমর্থন নেই। হাদীস সমালোচকগণ আবু যাকারিয়্যাকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হলেই কেবল তার বর্ণনাসমূহকে বিবেচনায় রাখা যেতে পারে'।

ইমাম মুসলিম তার গ্রন্থের জন্য আল মুতাবা'আত নামক সমর্থক বর্ণনার ভিত্তিতে আবু যাকারিয়্যার কয়েকটি বর্ণনাকে বেছে নিয়েছেন।

---

[৭৯] সুনানু ইবনি মাজাহ, কিতাব, আল ত আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com কলুল বালাহি মা'আত তামার।

৫

আপাত বিরোধী হাদীস

নাবী ﷺ-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি সম্বলিত বিপুল সংখ্যক হাদীসের মধ্যে কিছু কিছু আপাতদৃশ্য বিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিয়ী হলেন সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞ যিনি তার ইখতিলাফুল হাদীস গ্রন্থে লিখিত আকারে এ বিষয়টির ওপর বিশেষ আলোকপাত করেছেন। ইবনু কুতাইবাহও তার তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীস শীর্ষক প্রমিত গ্রন্থে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবু জা'ফর তাহাবী তার মুশকিলুল আসার নামক গ্রন্থে অনেক সুপরিচিত হাদীসের মধ্যকার আপাত বিরোধ নিরসনের প্রয়াস চালিয়েছেন।

জ্ঞানের এ ক্ষেত্রটিকে হাদীস শাস্ত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহের অন্যতম মনে করা হয়। সকল বিশেষজ্ঞের জন্য এ বিষয়ের জ্ঞানার্জন আবশ্যক। যেসব বিশেষজ্ঞ এ শাখা ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তারা হাদীস ও ফিকহ্ উভয় শাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উসূলুল ফিকহের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে দিয়েছেন।

আপাতবিরোধ নিরসনের প্রয়াস চালানোর পূর্বে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে যে কয়টি মূলপাঠ জড়িত তার সবগুলোই মূলত প্রামাণ্য। প্রামাণ্য পাঠ স্বভাবতই অপ্রামাণ্য পাঠের ওপর প্রাধান্য পাবে। যেহেতু সুনিশ্চিত প্রামাণ্য পাঠকে ব্যতিক্রমধর্মী পাঠের ওপর প্রাধান্য দেয়া হবে সেহেতু এ ব্যাপারেও সুনিশ্চিত হতে হবে যে, মূলপাঠসমূহের কোনো একটিও শায নয়।

জামা' (সমন্বয় সাধন ও সাদৃশ্য বিধান)

বিরোধপূর্ণ পাঠসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সাদৃশ্য বিধানের সাধারণ নীতিটি হলো, হাদীসের কোনো পাঠকে বাতিল না করে সবগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। একটি পাঠকে সাধারণ পাঠ ('আম) এবং অপরটিকে বিশেষ পাঠ (খাস) হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেসব হাদীসে ফাজ্‌র্‌ সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসর সালাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সালাত আদায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে[১] সেগুলোকে নাবী ﷺ-এর কিছু প্রামাণ্য সুন্নাহ'র সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয় যেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি আসর সালাতের পর যুহরের ছুটে যাওয়া সুন্নাহ সালাত আদায় করেছেন[২] এবং তিনি তাঁর এক সাহাবীকে ফাজ্‌র্‌ সালাতের ফরজ আদায়ের পর ফজরের ছুটে যাওয়া সুন্নাহ সালাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করেছেন।[৩] প্রথম প্রকার হাদীসগুলোকে অনির্ধারিত নফল সালাতের ওপর সাধারণ নিষেধাজ্ঞা হিসেবে ধরা হয়েছে, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার হাদীসগুলোকে ধরা হয়েছে নির্ধারিত নফল সালাত হিসেবে যা নিষিদ্ধ সময়ে আদায় করা যেতে পারে।

যদি নাবী ﷺ-এর কথা ও কাজের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে সাধারণ মূলনীতি হলো, তাঁর কাজের ওপর তাঁর বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়া, কারণ তাঁর কাজ তাঁর নিজের

---

[১] আবু সাঈদ খুদরী আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, "আসর সালাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সালাত বৈধ নয় এবং ফজর সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সালাত বৈধ নয়"। (সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ, ৩৯৫, নং ১৮০৫)

[২] উম্মু সালামাহ বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ কে তা (অর্থাৎ আসর সালাতের পর দু' রাক'আত) নিষেধ করতে শুনেছি, তবে পরবর্তীতে আমি তাঁকে তা আদায় করতে দেখেছি। যখন তিনি তা করেছেন ততক্ষণে তিনি আসর সালাত আদায় করে ফেলেছিলেন। তারপর তিনি আমার নিকট আসলেন, তখন আনসারদের হারলান গোত্রের কয়েকজন মহিলা আমার সাথে বসা ছিল। তিনি ঐ দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আমি একজন দাসীকে তাঁর নিকট প্রেরণ করে বললাম, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং তাঁকে বলবে যে, উম্মু সালামাহ জিজ্ঞেস করেছেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে (আসর সালাতের পর) এ দু' রাক'আত আদায়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে শুনেছি, কিন্তু এখন দেখছি আপনি নিজেই তা আদায় করছেন'। যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন, তাহলে তুমি তাঁর পেছনে চলে যাবে। দাসীটি তাই করলো। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করায় সে তাঁর নিকট থেকে সরে দাঁড়ালো। তিনি সালাত সম্পন্ন করার পর বললেন, 'হে আবু উমাইয়ার কন্যা, তুমি আসর সালাতের পর দু' রাক'আত সালাত আদায় প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছো। বস্তুত আবুল কায়স গোত্রের কতিপয় লোক এসে আমাকে জানালো যে, তাদের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের কারণে আমি যুহরের দু' রাক'আত সালাত আদায় করতে পারিনি। এ হলো সেই দু' রাক'আত।' (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ১, পৃ, ৩৩৪–৫, নং ১২৬৮। সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে)

[৩] কায়স ইবনু আমর বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের জামা'আতের পর এক ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে দেখে বললেন, "ফজরের সালাত মাত্র দু' রাক'আত।" লোকটি জবাব দিল, 'আমি ফজরের ফরজ সালাতের পূর্বের দু' রাক'আত আদায় করিনি, তাই আমি তা এখন আদায় করছি।' (এ কথা শুনে) আল্লাহর রাসূল ﷺ চুপ রইলেন। (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ১, পৃ, ৩৩৩, নং ১২৬২। সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়ি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জন্য সীমাবদ্ধ হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নাবী ﷺ তাঁর উম্মাহকে টানা চব্বিশ ঘণ্টা সিয়াম পালন (বিছাল)[৪] করতে নিষেধ করেছেন; তবে জানা যায় যে, তিনি নিজে তা করেছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন যার চারের অধিক স্ত্রী রয়েছে সে যেন চারজনকে রেখে অবশিষ্ট স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দেয়,[৫] অথচ তিনি নিজে একসাথে নয়জন স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।[৬]

কখনো কখনো তাঁর কাজের মাধ্যমে কতিপয় কাজের বৈধতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আয়েশা ؓ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেননি।[৭] তবে আরেক সাহাবী হুযাইফা বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ-এর সাথে সফরে থাকাকালে তিনি তাঁকে একটি গ্রামের ভাগাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখেছেন।[৮] অথবা তাঁর কাজ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে যে, তিনি কোনো এক কাজের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন সে কাজটি মূলত চরম অপছন্দনীয়, তবে নিরঙ্কুশভাবে নিষিদ্ধ নয়। যেমন তিনি দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন,[৯] আবার বিদায় হাজ্জ ও অন্যান্য সময় শুধু জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে বলেছেন।[১০]

---

[৪] সহীহ বুখারী, খণ্ড ৩, পৃ, ৮০, নং ১৪৫ ও সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ, ৫৩৫, নং ২৫২৮।

[৫] গীলান ছাকাফী ইসলাম গ্রহণ করার পরও দশজন স্ত্রী রেখেছিলেন। নাবী ﷺ তাকে বললেন, "চার জনকে রেখে বাকীদেরকে তালাক দিয়ে দাও।' (আল মুওয়াত্তা, অধ্যায় ২৯, নং ২৯)

[৬] আনাস ؓ বলেন, 'নাবী ﷺ-এর এক সাথে নয় জন স্ত্রী ছিল। যখনই তিনি তাদের মধ্যে সময় বণ্টন করে দিতেন, তখন নয়জনের কাছে না গিয়ে প্রথম জনের নিকট ফিরে আসতেন না। তিনি প্রত্যেক রাতে যে ঘরে যেতেন সেখানে সকল স্ত্রী জড়ো হতেন।' (সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ, ৭৪৭, নং ৩৪৫০)।

[৭] আয়েশা ؓ বলেন, "এমন কাউকে বিশ্বাস করবে না যে তোমাকে বলে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন। তিনি কেবল বসেই প্রস্রাব করেছেন।" (সুনানু ইবনি মাজাহ ও সুনানুন নাসাঈ। সহীহ সুনানুত তিরমিযী গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃ, ৬, নং ১১, পুরাতন সংস্করণ) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে)

[৮] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ১, পৃ, ৬, নং ২২ ও সুনানু ইবনি মাজাহ। সহীহ সুনানুত তিরমিযী গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃ, ৬, নং ২৩, পুরাতন সংস্করণ) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে।

[৯] আবু হুরায়রা ؓ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, "তোমাদের কেউ দাঁড়িয়ে পানি পান করবে না। কেউ ভুলে দাঁড়িয়ে পানি করে ফেললে, সে যেন বমি করে দেয়।" (সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ, ১১১৭, নং ৫০২২)

[১০] আলী ইবনু আবী তালিব ؓ লোকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার জন্য যুহর সালাত আদায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তারজীহ (প্রাধান্য প্রদান)

সমন্বয় সাধন সম্ভব না হলে একটি পাঠকে অপর পাঠের ওপর প্রাধান্য (তারজীহ) দেয়া হয়। প্রাধান্য দানের ভিত্তি হতে পারে ইসনাদের অসমতা কিংবা বক্তব্যের অসমতা। যেসব বর্ণনাসূত্রের ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম উভয়ে মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন সেগুলোকে অন্যান্য গ্রন্থে প্রাপ্ত সহীহ হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। সাধারণত সহীহ হাদীসকে হাসান হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থকে রূপক অর্থের ওপর এবং সুস্পষ্ট অর্থ (ছরীহ)-কে পরোক্ষ (কিনায়াহ) অর্থের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। ইতিবাচক প্রমাণকে নেতিবাচকের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়। নিষেধাজ্ঞা প্রাধান্য লাভ করে বৈধতার ওপর।[১১] দৃষ্টান্তস্বরূপ, নাবী ﷺ রমাদান মাসের বাইরে শনিবারে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন[১২] অন্যদিকে আরাফাহ[১৩] ও আশূরার[১৪] দিনসমূহে সিয়াম পালনের পরামর্শ দিয়েছেন। এ মূলনীতির ভিত্তিতে যদি আরাফাহ বা আশূরার কোনো একটি দিন শনিবারে পড়ে, তাহলে সুস্পষ্ট অর্থের ভিত্তিতে সেদিন সিয়াম পালন না করা উচিত।[১৫]

করে আসর সালাত পর্যন্ত কুফার মসজিদের প্রশস্ত বারান্দায় বসেছিলেন। তারপর তাঁর নিকট পানি নিয়ে আসা হলো। তিনি কিছু পানি পান করে বাকীটুকু দিয়ে ওযু করলেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় অবশিষ্ট পানিটুকু পান করে বললেন, "কিছু লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে অপছন্দ করে, কিন্তু আমি এ মাত্র যেভাবে পানি পান করলাম নাবী ﷺ সেভাবে পানি পান করেছেন।" (সহীহ বুখারী, খণ্ড ৭, পৃ, ৩৫৮, নং ৫২০)

[১১] প্রিন্সিপ্‌লস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স, পৃ, ৩৬০–৩।

[১২] আস সামা বিনতু বুসর সুলামী নাবী ﷺ-এর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন, "তোমাদের ওপর যেসব সিয়াম ফরজ করে দেয়া হয়েছে সেগুলো ব্যতীত শনিবারে সিয়াম পালন করো না। যদি তোমরা (সেদিন) একটি আঙ্গুরের খোসা কিংবা গাছের কোনো অংশ পাও তাহলে তা চিবিয়ে নিও।" (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ২, পৃ, ৬৬৫, নং ২৪১৫। আল ইরওয়া গ্রন্থে (নং ৯৬০) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে।)

[১৩] নবী ﷺ কে আরাফা'র দিনের সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন, "এ দিনের সাওম পেছন ও সামনের বছরের পাপসমূহ মোচন করে দেয়।" তারপর তাঁকে আশূরার দিনের সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "এ দিনের সাওম পেছনের বছরের পাপসমূহ মোচন করে দেয়।" (সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ, ৫৬৮, নং ২৬০৩)

[১৪] সহীহ বুখারী, খণ্ড ৩, পৃ, ১২৩, নং ২১৯–২২০ ও সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ, ৫৫০–১, নং ২৫১৮।

[১৫] অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে শনিবার সাওম পালন করা বৈধ। তাদের এ মতের ভিত্তি হলো ইবনু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নাসখ (রহিতকরণ)

সমন্বয় সাধন ও প্রাধান্য দানের উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব না হলে অবশিষ্ট একমাত্র পন্থা হলো রহিতকরণ (নাস্‌খ)। 'নাসখ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ সরিয়ে দেয়া বা স্থানান্তর করা। এ কারণে আরবি ভাষায় নকলকারীকে বলা হয় নাসিখ। হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ হিসেবে 'নাসখ' হলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পূর্বের কোনো আইনকে পরবর্তী আইনের মাধ্যমে রহিত করে দেয়া। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে এবং কুরআন ও হাদীসের (বিভিন্ন বিধানের) মধ্যে নাসখ সংঘটিত হতে পারে। হাদীসের রহিতকরণকে বিভিন্ন হাদীসের মূলপাঠের মধ্যকার আপাতবিরোধ নিরসনের চূড়ান্ত মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

নাসখ সনাক্ত করার বিভিন্ন পন্থা

- নাবী ﷺ-এর সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে নাসখ সনাক্ত করা যেতে পারে। ইমাম মুসলিম কর্তৃক সংগৃহীত সাহাবী বুরাইদা'র একটি হাদীসে এ ধরনের নাসখের একটি নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবে। হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে নাবী ﷺ বলেছেন, "আমি ইতিপূর্বে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার; কারণ তা পরকালীন জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১৬]
- কখনো কখনো আসার তথা কোনো সাহাবীর বক্তব্যের মাধ্যমেও নাসখ সনাক্ত করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দু'টি নির্দেশের মধ্যে শেষের নির্দেশটি হলো আগুনের স্পর্শ পাওয়া (অর্থাৎ আগুন দ্বারা পাকানো) খাবার খাওয়ার পর ওযু না করা প্রসঙ্গে। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ সংগ্রহ করেছেন।[১৭]

খুযাইমাহ কর্তৃক সংগৃহীত নিম্নোক্ত হাদীস। উম্মু সালামাহ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ অন্যান্য দিনের তুলনায় শনি ও রবিবারে অধিক সাওম পালন করতেন এবং তিনি বলতেন, "এগুলো হলো মুশরিকদের উৎসবের দিন, আর এসব দিনে আমি তাদের বিপরীত কাজ করতে চাই।" সহীহ ইবনু খুযাইমাহ গ্রন্থে (খণ্ড ৩, পৃ, ৩১৮, নং ২১৬৭) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে।

[১৬] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ, ৪৬৩, নং ২১৩১।

[১৭] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ১, পৃ, ৪৬–৭, নং ১৯২। সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে [খণ্ড ১, পৃ, ৩৯, নং ১৭৭ (পুরাতন সংস্করণ)] এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

- কখনো কখনো ঘটনার তারিখ থেকে কোনো আইন রহিত হওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিদাদ ইবনু আনীস নাবী ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন; তাতে তিনি বলেন, "যে শিঙ্গা[১৮] লাগিয়ে দেয় এবং যার শরীরে শিঙ্গা লাগানো হয় উভয়েরই সাওম ভঙ্গ হয়ে যায়।" আবু দাউদ[১৯] কর্তৃক সংগৃহীত এ হাদীসটি ইবনু আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসের মাধ্যমে রহিত হয়ে গিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে ইহরাম অবস্থায় সাওম পালনকালে নাবী ﷺ-এর শরীরে শিঙ্গা লাগানো হয়েছিল।[২০] শিদাদের হাদীসের কিছু কিছু বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি ছিল মক্কা বিজয়ের সময়, অর্থাৎ ৮ হিজরীতে (৬৩০ খ্রিস্টাব্দে)। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাসের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বিদায় হাজ্জের সময় অর্থাৎ ১০ হিজরীতে (৬৩২ খ্রিস্টাব্দে) নাবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন।
- সাহাবীদের ইজমা থেকেও নাসখ বুঝা যেতে পারে। এর মানে এ নয় যে, তারা ইসলামের কোনো বিধানকে রহিত করে দিয়েছেন, বরং এর মানে হলো এই যে এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, নাবী ﷺ উক্ত বিধানটিকে রহিত করে গিয়েছেন। একটি হাদীসে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে নাবী ﷺ বলেছেন, "যে-ই নেশা গ্রহণ করবে, (যতবার ধরা পড়বে ততোবার) তাকে বেত্রাঘাত করো, কিন্তু চতুর্থবার নেশা গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করো।"[২১] সাহাবীরা এ ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন যে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রাণে বধ করা হবে না।

---

[১৮] শিঙ্গা হলো ত্বক ছেদন করে সেখানে শূন্যতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে ত্বকের উপরিভাগে রক্ত টেনে আনার পদ্ধতি। রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তা করা হয়ে থাকে।

[১৯] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ২, পৃ, ৬৫০, নং ২৩৬৩। সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে [খণ্ড ২, পৃ, ৪৫১, নং ২০৭৫ (পুরাতন সংস্করণ)] এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে।

[২০] সহীহ বুখারী, খণ্ড ৩, পৃ, ৯১, নং ১৫৯।

[২১] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ৩, পৃ, ১২৫২–৩, নং ৪৪৬৭–৭। সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে [খণ্ড ৩, পৃ, ৮৪৮, নং ৩৭৬৩–৪ (পুরাতন সংস্করণ)] এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৬

হাদীস মূল্যায়ন

হাদীস মূল্যায়ন দ্বারা হাদীস সত্যায়ন শাস্ত্র (ইলমুল জারহি ওয়াত তা'দীল) কে বুঝানো হয়– যার মাধ্যমে কিছু সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে কোনো হাদীসকে নির্ভরযোগ্য বা দুর্বল বলে ঘোষণা করা হয়। নাবী ﷺ-এর বিভিন্ন হাদীসকে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করার যে প্রয়াস চালানো হয়েছে তার শেকড় খুঁজে পাওয়া যাবে নাবী ﷺ-এর এই সতর্কবাণীতে—

> "যদি কেউ আমার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মিথ্যা কথা বলে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা খুঁজে নেয়।"[১]

হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের এ প্রক্রিয়া নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে, নাবী ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে যে কথা বলা হয়েছে তাঁর নিকটে গিয়ে উক্ত কথার সত্যতা যাচাই করে নেয়ার মধ্যেই এ স্তরের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। একবার দিমাম ইবনু সা'লাবাহ নাবী ﷺ-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন,

> 'হে মুহাম্মাদ ﷺ, আপনার দূত আমাদের কাছে এসে এই এই কথা বলেছে।' জবাবে নাবী ﷺ বললেন, 'সে তোমাদেরকে সত্য কথাই বলেছে।'[২]

---

[১] সহীহ বুখারী, ইলম, ৩৮।

[২] সহীহ মুসলিম, ঈমান, ১০ ও সহীহ বুখা[illegible]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলী,[৩] উবাই ইবনু কা'ব,[৪] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর,[৫] উমার,[৬] ইবনু মাসঊদের স্ত্রী যায়নাব[৭] ﷺ প্রমুখ ও অন্যান্যদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তারাও অনুরূপ অনুসন্ধান বা যাচাইয়ের কাজ করেছেন। নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করার সুযোগটি তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রথম খলিফা আবু বাক্‌র্‌, উমার, আলী এবং আয়েশা ও ইবনু উমারের ন্যায় সাহাবীগণ ﷺ হাদীস যাচাইয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। খলিফা উসমানের শাসনকালের শেষদিকে এবং খলিফা আলীর শাসনামলের পুরো সময় জুড়ে বিদ্যমান গোলযোগের প্রেক্ষিতে সাহাবীদের ছাত্রদের মধ্যকার বিশেষজ্ঞগণ হাদীস প্রচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর হয়ে ওঠেন।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (মৃত্যু ৯৩ হি.); সালিম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি উমার (মৃত্যু ১০৬ হি.); আলী ইবনু হুসাইন ইবনি আলী (মৃত্যু ৯৩ হি.) ও উরওয়াহ ইবনুয যুবায়ের (মৃত্যু ৯৪ হি.)-এর ন্যায় তাবি'ঈগণ হাদীস যাচাইয়ের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে বিশেষজ্ঞগণ হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যাপক ভ্রমণের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। হাদীসের জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ এতটা সাধারণ হয়ে ওঠে যে বাগদাদের পণ্ডিত ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন (মৃত্যু ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'চার শ্রেণীর লোক সারা জীবনেও পরিপক্বতা হাসিল করতে পারেনি; তাদের অন্যতম হলো সেই ব্যক্তি যে হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ না করে নিজের শহরে বসেই হাদীস লিপিবদ্ধ করে ফেলে।'[৮]

হাদীস বিশেষজ্ঞগণ হাদীস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন ইবনুল মুবারক (১১৮–১৮১ হি.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তা হলো, 'একটি প্রামাণ্য বক্তব্য খুঁজে পেতে হলে বিশেষজ্ঞদের একজনের মতকে অপর জনের মতের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে'।[৯] একেবারে শুরু থেকেই বিশেষজ্ঞগণ এ পদ্ধতি ব্যবহার করে

---

[৩] সুনানুন নাসাঈ, খণ্ড ৫, ৩।

[৪] মুসনাদু আহমাদ, ৫, ১৪৩।

[৫] সহীহ বুখারী, মাগাযী, ২৫।

[৬] মুসলিম, মুসাফিরূন, ১।

[৭] সহীহ বুখারী, যাকাত, ৪৪।

[৮] স্টাডিজ ইন আরলি হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৫২।

[৯] খতীব, জামি', ৫এ (5a)। স্টাডিজ ইন আরলি হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৫২তে উদ্ধৃত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এসেছেন। সংশ্লিষ্ট সবগুলো হাদীস একত্রিত করে সতর্কতার সাথে একটির সঙ্গে অপরটির তুলনামূলক পর্যালোচনা করার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ তাদের শিক্ষকদের বিশুদ্ধতা নিরূপণে সক্ষম হয়েছেন। তুলনামূলক পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। নিম্নে চারটি প্রধান পদ্ধতি তুলে ধরা হলোঃ

- একই বিশেষজ্ঞের বিভিন্ন ছাত্রের হাদীসগুলোর মধ্যে তুলনা।
- একই বিশেষজ্ঞ কর্তৃক জীবনের বিভিন্ন সময়ে দেয়া বক্তব্যসমূহের মধ্যে তুলনা।
- কোনো বিশেষজ্ঞের লিখিত পাঠ ও মৌখিক বর্ণনার মধ্যে তুলনা।
- বর্ণিত হাদীস ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াতের মধ্যে তুলনা।

বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যে তুলনা

এ পদ্ধতির বাস্তব বর্ণনা পাওয়া যাবে তৃতীয় শতাব্দীর হাদীস বিশেষজ্ঞ ইবনু মুঈন (মৃত্যু ২৩৩ হি.)-এর ঘটনায়। তিনি বসরায় বিখ্যাত পণ্ডিত হাম্মাদ ইবনু সালামা'র ছাত্র মূসা ইবনু ইসমাঈলের নিকট গিয়ে তার নিকট হাম্মাদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করে শোনাতে বলেন। যখন মূসা তার কাছে জানতে চাইলেন যে, তিনি সেসব গ্রন্থ হাম্মাদের অন্য কোনো ছাত্রকে পাঠ করে শুনিয়েছেন কি না, তখন ইবনু মুঈন জানালেন যে, তিনি ইতোমধ্যে সেসব গ্রন্থ হাম্মাদের আরো সতের জন ছাত্রকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। মূসা তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এতজনকে পাঠ করে শোনানোর উদ্দেশ্য কী। ইবনু মুঈন জবাব দিলেন, 'হাম্মাদ ইবনু সালামাহ কয়েকটি ভুল করেছেন, আর তার ছাত্ররা সেগুলোর সাথে আরো কিছু ভুল যোগ করে দিয়েছে। তাই আমি হাম্মাদ ও তার ছাত্রদের ভুলগুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে চাই। যদি দেখতে পাই যে, হাম্মাদের সকল ছাত্র একই ভুল করেছেন তাহলে বুঝবো যে, এসব ভুলের উৎস হাম্মাদ। আর যদি দেখি যে, অধিকাংশ ছাত্র এক কথা বলছেন এবং মাত্র একজন ছাত্র তাদের বিপরীত কথা বলছেন, তাহলে ধরে নিবো যে ভুলটি ঐ ছাত্রের।'[১০]

ইবনু মুঈন কেবল ছাত্র ও শিক্ষকদের ভুলসমূহের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হননি, বরং তিনি ছাত্রদেরকে তাদের স্ব স্ব বিশুদ্ধতার স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন। ইবনু মুঈন প্রথম ব্যক্তি নন যিনি এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। খলিফা আবু বকরের শাসনামল থেকেই এটি বিদ্যমান ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক মৃত ব্যক্তির নানী তার নিকট এসে তার নাতির উত্তরাধিকারে তার অংশের

[১০] ইবনু হিব্বান, আল মাজরূহীন, ১১ক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি আল্লাহর কিতাবে তোমার কোনো অংশ খুঁজে পাইনি, আর আমি এও জানি না যে, নাবী ﷺ এরূপ ক্ষেত্রে কোনো অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' তিনি এ ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলে মুগীরা ؓ জানালেন যে, নাবী ﷺ নানীকে এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করেছেন। তারপর আবু বাক্‌র্ ؓ জানতে চাইলেন, কেউ মুগীরার কথার সত্যতা নিরূপণ করতে পারে কি না। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ দাঁড়িয়ে মুগীরার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর আবু বাক্‌র্ উক্ত মহিলাকে এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করেন।[১১]

একবার আবু মূসা আশআরী ؓ উমার ؓ-কে দেখতে গিয়ে তাকে (ঘরের বাইরে থেকে) তিনবার সালাম দেন। কোনো জবাব না পেয়ে তিনি চলে আসেন। অতঃপর উমার তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী তাকে গৃহে প্রবেশ করা থেকে বিরত রেখেছে। তিনি জবাব দিলেন যে, তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি ঘরে প্রবেশ করার জন্য তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতি না পায় তাহলে সে যেন চলে আসে'। এ কথার প্রেক্ষিতে উমার তার নিকট এ বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ চাইলেন এবং অন্যথায় তাকে শাস্তি দেয়ার কথা বললেন। অতঃপর আবু মূসা একজন সাক্ষী নিয়ে আসলেন যিনি ঐ কথার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তারপর উমার জানালেন যে, তিনি আবু মূসার বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেননি, বরং তিনি প্রমাণ চেয়েছেন নিছক এ জন্য যে, এর ফলে লোকজন নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে।[১২]

আবু হুরায়রা ؓ নাবী ﷺ-এর এ বক্তব্যটির উদ্ধৃতি প্রদান করেছিলেন, "যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নিকট গিয়ে জানাযা পর্যন্ত অবস্থান করে সে এক কিরাত সাওয়াবের অধিকারী হয়, আর যে দাফন পর্যন্ত অবস্থান করে সে লাভ করে দু' কিরাত সাওয়াব।" আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আবু হুরায়রার উক্ত বর্ণনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করলে তিনি তাকে হাত ধরে আয়েশা ؓ-এর নিকট নিয়ে যান, যিনি তার বর্ণনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।[১৩]

---

[১১] হাকিম, আল মাদখাল, ৪৬।

[১২] সহীহ বুখারী, বুয়ূ ৯, সহীহ মুসলিম, আদাব ৩৬।

[১৩] মুসনাদু আহমাদ, ২, ৩৮৭, সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, নং ১০৬৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইবনু আবী মুলাইকাহ,[১৪] যুহরী[১৫] ও শু'বাহ প্রমুখ এর ন্যায় তাবি'ঈগণ হাদীসের সত্যতা নিরূপণের এ পদ্ধতি অব্যাহত রেখেছিলেন।

বুখারীর ছাত্র মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ কর্তৃক ব্যবহৃত এ পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত

বর্ণিত আছে যে, ইবনু আব্বাস ﷺ তার ফুফু ও নাবী ﷺ-এর স্ত্রী মাইমুনাহ ﷺ-এর গৃহে একবার রাত্রি যাপন করেছিলেন। রাতের বেলা নাবী ﷺ জেগে উঠে উদূ করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। ইবনু আব্বাসও একই কাজ করে নাবী ﷺ-এর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। নাবী ﷺ তাকে বাম পাশ থেকে সরিয়ে ডান পাশে নিয়ে আসেন। বিশিষ্ট হাদীস বিশেষজ্ঞ ইয়াযীদ ইবনু আবী যিনাদ এ ঘটনাটি কুরাইবের বরাতে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন; তাতে তিনি বলেছেন যে, ইবনু আব্বাস নাবী ﷺ-এর ডান পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, অতঃপর নাবী ﷺ তাকে বাম পাশে নিয়ে আসেন।

ইমাম মুসলিম ইয়াযীদের সতীর্থদের সকল বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন যারা তার সাথে কুরাইবের নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন। তাতে তিনি দেখতে পান, তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে ইবনু আব্বাস প্রথমে নাবী ﷺ-এর বাম পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, অতঃপর তাকে ডান পাশে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। ইয়াযীদের ভুল প্রমাণ করার জন্য এতোটুকুই ছিল যথেষ্ট, কিন্তু ইমাম মুসলিম সেখানেই থেমে যাননি। তিনি অন্যান্য সাহাবীদের সকল বর্ণনা সংগ্রহ করেন যারা নাবী ﷺ-এর পাশে একাকী সালাত আদায় করেছিলেন; এর মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, তারা সকলেই নাবী ﷺ-এর ডান পাশে সালাত আদায় করেছিলেন। ফলে, তিনি কেবল ইয়াযীদের ভুলই প্রমাণ করেননি, বরং দৃঢ়তার সাথে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, সঠিক পদ্ধতি হলো ডান পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা।[১৬]

একজন বিশেষজ্ঞের বিভিন্ন মতের মধ্যে তুলনা

একবার আয়েশা ﷺ তার ভাগ্নে উরওয়াহকে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর থেকে কিছু হাদীস সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন, কারণ আমর নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে অনেক কিছু

---

[১৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল ইলাল, ১, ৩৯৬।

[১৫] সহীহ বুখারী, শাহাদাত, ২।

[১৬] মুসলিম, তাময়ীয, পৃ, ১৩৬–৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শিখেছিলেন। উরওয়াহ ফিরে এসে আব্দুল্লাহ থেকে যা কিছু শুনেছেন তা বর্ণনা করার পর একটি হাদীসের ব্যাপারে আয়েশা ﷺ কিছুটা সন্দেহ পোষণ করলেন—যেখানে বলা হয়েছে কীভাবে দুনিয়া থেকে জ্ঞান তুলে নেয়া হবে। প্রায় এক বছর পর তিনি উরওয়াহকে পুনরায় আব্দুল্লাহর নিকট গিয়ে আরো কিছু হাদীস শেখার জন্য অনুরোধ করলেন এবং আব্দুল্লাহকে বিশেষত ঐ হাদীসটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে বললেন যেখানে দুনিয়া থেকে জ্ঞান তুলে নেওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। উরওয়াহ ফিরে এসে জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া সহ অন্যান্য হাদীসসমূহ বর্ণনা করেন। তারপর আয়েশা ﷺ বলেন, 'আমার বিশ্বাস তার বক্তব্য অবশ্যই সঠিক, কারণ এবারও তিনি তার পূর্বের বক্তব্যের সাথে কোনো কিছু যোগ করেননি, কিংবা তা থেকে কোনো কিছু বাদও দেননি।'[১৭]

স্মৃতি ও লিখিত পাঠের মধ্যে তুলনা

মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ও ফাদল ইবনু আব্বাদ একবার আবু যুর'আহ, মুহাম্মাদ ও ফাদলের সাথে হাদীস অধ্যয়ন করার সময় মুহাম্মাদ ও ফাদল কোনো একটি হাদীসের শব্দের ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হন এবং আবু যুর'আহকে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তার গ্রন্থাবলী খুলে ঐ হাদীসটি পেয়ে যান এবং নিশ্চিত করেন যে, মুহাম্মাদের মতটি ভুল।

আরেকবার আব্দুর রহমান ইবনু উমার গ্রীষ্মকালে যুহরের সালাত দেরী করে আদায় করা প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আবু যুর'আহ বর্ণনাটিকে ভুল সাব্যস্ত করেন। তারপর আব্দুর রহমান তার নিজ শহরে ফিরে আসার পর তার গ্রন্থাবলী যাচাই করে দেখতে পান যে, তার মতটি ভুল। তখন তিনি নিজের ভুল স্বীকার করে আবু যুর'আ'হর নিকট একটি চিঠি লেখেন এবং তার সতীর্থ ও ছাত্রদেরকে তার ভুলটির ব্যাপারে অবহিত করতে বলেন, কারণ জাহান্নামের আগুনের তুলনায় লজ্জা অনেক ভালো।[১৮]

কুরআন ও হাদীসের মধ্যে তুলনা

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ভরণ-পোষণ প্রসঙ্গে ফাতিমা বিনতু কায়সের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে উমার ইবনুল খাত্তাব এ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। ফাতিমা বর্ণনা করেন

---

[১৭] সহীহ মুসলিম, ইলম, ১৪।

[১৮] আল জারহু ওয়াত তা'দীল, ভূমিকা, ...

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যে, আবু আমর ইবনু হাফস বাড়ীর বাইরে থাকাকালে তাকে অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাক প্রদান করে তার এক প্রতিনিধিকে কিছু যব দিয়ে তার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হলে ঐ প্রতিনিধি তাকে জানিয়ে দেয় যে, ইবনু হাফসের নিকট তার আর কোনো দাবি বা পাওনা নেই। ফলে তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে অভিযোগ দায়ের করেন। জবাবে তিনি বলেন, "তার নিকট তোমার কোনো ভরণ-পোষণ পাওনা নেই"। তারপর তিনি তাকে উম্মু শুরাইকের গৃহে ইদ্দাহ পালন করার নির্দেশনা প্রদান করেন ..."।[১৯]

শা'বী যখন ফাতিমার হাদীসটি গ্রান্ড মসজিদে বর্ণনা করলেন, তখন নিকটে বসে থাকা আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ কিছু কঙ্কর তুলে নিয়ে এ কথা বলে শা'বীর দিকে ছুঁড়ে মারলেন, "ধ্বংস তোমার, তুমি কেমন করে এটি বর্ণনা করতে পারো যখন উমার রাঃ বলেছেন, "আমরা একজন একক মহিলার বর্ণনার ভিত্তিতে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না, সে (আল্লাহর রাসূলের কথা) মনে রাখতে পেরেছে, নাকি ভুলে গিয়েছে। (অপ্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য) ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা রয়েছে, কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন, "তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বের করে দিও না, আর তারাও যেন নিজেদের উদ্যোগে গৃহ থেকে বের হয়ে না যায়, তবে তারা যদি প্রকাশ্যে অনৈতিক কাজ করে থাকে (তাহলে সে ক্ষেত্রে ভিন্ন বিধান প্রযোজ্য)।" (সূরা আত তালাক, ৬৫:১)[২০]

আয়েশা রাঃ-ও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

হাদীসের যৌক্তিক সমালোচনা

ইতোপূর্বে তুলনা করার যেসব পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে তার সব ক'টির সাথে যৌক্তিক চিন্তাশক্তি প্রয়োগের বিষয়টি জড়িত রয়েছে। হাদীসের মূলপাঠ ও বর্ণনাসূত্র, উভয়ের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ যৌক্তিক চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করেছেন। এটি বলা যাবে না যে, যুক্তিসিদ্ধ পর্যালোচনা না করেই (কোনো হাদীসকে) প্রামাণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তবে যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন আলী ইবনু আবী তালিব রাঃ বলেছেন,

---

[১৯] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ, ৭৬৯–৭৭০, নং ৩৫১২।

[২০] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, পৃ, ৭৭২, নং ...।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"যদি দ্বীনের ভিত্তি হতো নিছক মানবীয় যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি, তাহলে মোজার ওপরের দিক মাসাহ করার চাইতে নীচের দিক মাসাহ করা অধিক জরুরী হতো। অথচ, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মোজার ওপরের দিকটি মাসাহ করতে দেখেছি।"[২১]

আধুনিকতাবাদী দ্বীনি জ্ঞানে অজ্ঞ মুসলিমদের সমালোচনার ভিত্তি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-তর্ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নারী নেতৃত্ব সংক্রান্ত হাদীসের যে সমালোচনা করা হয় তার ভিত্তি হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে সহজাত সমতা রয়েছে– এ কথাকে সত্য বলে ধরে নেওয়া। একইভাবে ড. মরিস বুকাইলী তার চমৎকার গ্রন্থ 'দ্যা কুরআন, দ্যা বাইবেল এন্ড মডার্ন সায়েন্স' এ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মাছি সংক্রান্ত হাদীসটি অবশ্যই মিথ্যা; কারণ আধুনিক বিজ্ঞান কেবল এতোটুকু জানে যে, মাছি থেকে রোগ ছড়ায়। একই রকম যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে যদি পেটের ওপর শোয়া সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি ব্যবহার করা হতো, তাহলে গত দু' দশকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান সেসব যুক্তিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিতো।

বর্ণনাকারীদের যুগের শ্রেণীবিন্যাস

হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ হাদীস বর্ণনাকারী ও সংগ্রাহকদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এসব শ্রেণীবিন্যাসের অন্যতম হলো যুগভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস। বর্ণনাকারী ও সংগ্রাহকগণ কে কোন যুগে বসবাস করেছেন এবং কে কতটুকু সমকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য পেয়েছেন– এগুলোর ভিত্তিতে এ শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। এ শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল বর্ণনাসূত্রের ধারাবাহিকতা নিয়ে গবেষণার কাজকে সহজতর করে দেয়া। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু হাযার আসকালানী তার তাক্বরীবুত তাহযীব শীর্ষক গ্রন্থে বর্ণনা স্তরসমূহের যে তালিকা উপস্থাপন করেছেন নিম্নে তা তুলে ধরা হলো:

স্তর	বর্ণনাকারী	বিবরণ
১ম	সাহাবা	যেমন, আবু হুরায়রা
২য়	প্রধান তাবিউন	যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব
৩য়	মাঝারি তাবিউন	যেমন, হাসান বসরী ও ইবনু সীরিন

[২১] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ১, পৃ, ৪০, নং ১৬২। সহীহ সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে (খণ্ড ১, পৃ, ৩৩, নং ১৪৭) এ হাদীসটিকে প্রামাণ্য আখ্যায়িত কর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

৪র্থ	নিম্ন মাঝারি তাবিউন	তারা সাহাবা থেকে নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান তাবিউন থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন; যেমন যুহরী ও কাতাদাহ
৫ম	অল্প বয়সী তাবিউন	যারা একজন বা দু'জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, কিন্তু তাদের নিকট থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করেছেন মর্মে কোনো তথ্য নেই। যেমন, আ'মাশ ও আবু হানীফা
৬ষ্ঠ	অল্প বয়সী তাবিউনের সমসাময়িক যারা কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন বলে জানা যায় না।	যেমন ইবনু জুরাইজ।
৭ম	প্রধান তাবউত তাবি'ঈতাবি'ঈন	তাবি'ঈদের ছাত্র। যেমন ছাওরী ও মালিক
৮ম	মাঝারি তাবউত তাবি'ঈন	যেমন, ইবনু উয়াইনাহ ও ইবনু উলাইয়াহ
৯ম	ছোট তাবউত তাবি'ঈন	যেমন, শাফিয়ী ও আব্দুর রায্যাক
১০ম	তাবউত তাবি'ঈন থেকে প্রধান বর্ণনাকারী	যারা কখনো কোনো তাবি'ঈর সাক্ষাৎ পাননি, যেমন আহমাদ ইবনু হাম্বল
১১শ	তাবউত তাবি'ঈন থেকে মাঝারি বর্ণনাকারী	যেমন ইমাম বুখারী
১২শ	তাবউত তাবি'ঈন থেকে কম বয়সী বর্ণনাকারী	যেমন ইমাম তিরমিযী।

বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার শ্রেণীবিন্যাস

হাদীস বিশেষজ্ঞগণ হাদীস বর্ণনাকারী ও সংগ্রাহকদেরকে যেসব ভাগে বিভক্ত করেছেন তার আরেকটি হলো 'নির্ভরযোগ্যাতা' ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস। বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তি, ধীশক্তি, নৈতিক চরিত্র, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, খ্যাতি বা অখ্যাতি এবং তাদের দার্শনিক ঝোঁক প্রবণতা– এসব দিক বিবেচনায় তাদের আপেক্ষিক নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে এ শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ শ্রেণীবিন্যাসে বর্ণনাকারীদেরকে ওপর-নীচ বিন্যাস (descending order) অনুযায়ী সাজানো হয়েছে এবং কে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তা বুঝানোর জন্য বিশেষ কিছু পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রেণী	বিবরণ	পরিভাষা
১ম	নাবী ﷺ-এর সাহাবা	সাহাবী; সাহাবিয়্যাহ; লাহু ছুহবাহ
২য়	নিখুঁত স্মৃতিশক্তির জন্য ব্যাপক প্রশংসিত	সিকাহ; সিকাহ হাফিজ; আওছাকুন নাছ
৩য়	সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী	সিকাহ; মুতকিন; ছাবত বা আদল
৪র্থ	সত্যবাদী বর্ণনাকারী তবে মাঝেমধ্যে ভুল হয়ে যাওয়ার কারণে যার নির্ভরযোগ্যতা কিছুটা ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়েছে	সাদূক; লা বা'সা বিহ বা লাইসা বিহি বা'স
৫ম	সত্যবাদী বর্ণনাকারী তবে যাদের দুর্বল স্মৃতিশক্তি, জরাগ্রস্ততা, ভুল ব্যাখ্যা বা অনুরূপ কোনো কারণে কিছু ভুল হয়ে গিয়েছে। এ শ্রেণীতে সেসব বর্ণনাকারীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা তাশাইয়ু', কাদর, নাসব, ইরজা বা তাজাহহুম পন্ধতির বিদ'আতের দায়ে অভিযুক্ত	সাদূক ইয়ুখত্বি; ইয়াহিমু; সাইয়িউল হিফজ; লাহু আওহাম বা তাগায়্যারা বি আখিরাহ
৬ষ্ঠ	মাত্র অল্প কিছু হাদীসের বর্ণনাকারী যার প্রত্যাখ্যাত হাদীসসমূহ তার নিজের ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়নি। তার বর্ণিত হাদীসসমূহকে যাচাই করে গ্রহণ করতে হবে	মাক্ববূল/মাক্ববূলাহ
৭ম	যার নিকট থেকে একাধিক বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাকে সিকাহ শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি	মাসতূর বা মাজহূলুল হাল
৮ম	এমন বর্ণনাকারী যার বিরুদ্ধে অনির্ভরযোগ্য হওয়ার সমালোচনা রয়েছে	দঈফ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৯ম	এমন বর্ণনাকারী যার নিকট থেকে মাত্র একজন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাকে সিকাহ মনে করা হয় না	মাজহূল
১০ম	সকলের মতে অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী	মাতরূক; ছাকিত; মাতরূকুল হাদীস বা ওয়াহিমুল হাদীস
১১শ	মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত বর্ণনাকারী	উত্তুহিমা বিল কাযিব
১২শ	মিথ্যুক বা জালিয়াত শ্রেণীভুক্ত	কায্যাব বা ওয়াদ্দা’

হাদীস গবেষণার একটি দৃষ্টান্ত

حدثنا على بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن ابى زياد القداح عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد ان النبى صلى الله عليه و سلم قال اسم الله الاعظم فى هاتين الايتين و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم و فاتحة ال عمران الم الله لا اله الا هو الحى القيوم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

> আলী ইবনু খাসরাম বর্ণনা করেছেন যে, ঈসা ইবনু ইউনুস উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী যিয়াদ কাদ্দাহ থেকে তিনি শাহর ইবনু হাওশাব থেকে তিনি আসমা বিনতু ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে নাবী ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ তা‘আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম রয়েছে এ দু’টি আয়াতে, “আর তোমাদের ইলাহ হলেন মাত্র একজন ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু” এবং আলে ইমরানের প্রথম আয়াত “আলিফ-লাম-মীম, আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।”

এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন ইমাম তিরমিযী। তিনি এটিকে হাসান সহীহ শ্রেণীভুক্ত করেছেন (খণ্ড ৫, পৃ, ১৭৯, নং ৩৫৪৩); ইবনু মাজাহ ও আহমাদ।

হাদীস গবেষণার পদ্ধতি

প্রথম ধাপ — হাদীস বর্ণনাকারীদের তালিকা প্রণয়ন করে তাক্বরীবুত তাহযীব গ্রন্থ থেকে তাদের জীবন চরিতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্বিতীয় ধাপ উপরোক্ত ৭–১২ শ্রেণীতে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের কোনো একটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হাদীসের কোনো বর্ণনাকারীকে দ'ঈফ শ্রেণীভুক্ত করা হলে হাদীসটি আপনা-আপনি 'দ'ঈফ' শ্রেণীভুক্ত ও প্রত্যাখ্যাত হবে।

তৃতীয় ধাপ বর্ণনাকারীদের মৃত্যু সালগুলোকে মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, তাদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ সম্ভব ছিল। যদি দু'জন বর্ণনাকারীর মধ্যে সাক্ষাৎ সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে সানাদটিকে মুনকাতি' শ্রেণীভুক্ত করা হবে এবং স্বয়ং হাদীসটিকে 'দ'ঈফ' আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

চতুর্থ ধাপ অতঃপর বর্ণনাকারীদের যুগসমূহকে তুলনা করে দেখতে হবে যে, তারা যেসব ব্যক্তির নিকট থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করছেন তাদের সকলের পক্ষে সেসব ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ণনা করা সম্ভব হয়েছে কি না। যদি কোনো বর্ণনাকারী এমন যুগের লোক হয়ে থাকেন যার পক্ষে তার দাবিকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করা সম্ভব না হয়ে থাকে এবং স্বয়ং তাকে যদি ৫ম বা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বর্ণনাকারী হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়, তাহলে হাদীসটিকেও 'দ'ঈফ' হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদি বর্ণনাকারী ৪র্থ বা তার ঊর্ধ্বতন শ্রেণীভুক্ত হন, তাহলে আরেকটু বাড়তি যাচাই করে দেখতে হবে যে, উক্ত বিষয়টি (সাধারণ বিধানের) কোনো ব্যতিক্রম কি না; যদি তা না হয়, তাহলে হাদীসটিকে 'মুরসাল' শ্রেণীভুক্ত করে অন্যান্য প্রশ্নবিদ্ধ বর্ণনাসমূহের অনুকূলে সম্ভাব্য সমর্থন হিসেবে এক পাশে রেখে দেয়া হবে।

পঞ্চম ধাপ যদি বর্ণনাকারীদের বর্ণনাসূত্রটি নিরবচ্ছিন্ন মনে হয় এবং কোনো একজন বর্ণনাকারী যদি ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হন, তাহলে হাদীসটিকে 'হাসান' শ্রেণীভুক্ত করে একে ইসলামী আইনের এমন কোনো বিধান প্রতিষ্ঠায় প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে যাকে শারী'আহর অনস্বীকার্য বৈধ অংশ হিসেবে মেনে নেয়া হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ষষ্ঠ ধাপ — বর্ণনাসূত্রের সকলেই যদি ১ম থেকে ৩য় শ্রেণীভুক্ত হন, তাহলে হাদীসটিকে 'সহীহ' শ্রেণীভুক্ত করে এমন 'হাসান' হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে যা এর সাথে সাংঘর্ষিক।

সপ্তম ধাপ — হাদীসের অন্যান্য বর্ণনাসমূহ যাচাই করে দেখা এবং বর্ণনাসূত্রের ওপর গবেষণা চালানো, যাতে হাদীসটিকে 'দ'ঈফ' থেকে 'হাসান লি গাইরিহী' কিংবা 'হাসান লি যাতিহী' থেকে 'সহীহ লি গাইরিহী' পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে সম্ভব সহায়ক হিসেবে উক্ত গবেষণাকে কাজে লাগানো যায়।

এ হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট তাক্বরীবুত তাহযীব গ্রন্থের পৃষ্ঠাসমূহের জন্য পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৭

হাদীসের স্তরবিন্যাস

ইসনাদের প্রত্যেক স্তরে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী হাদীসকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়, মুতাওয়াতির (متواتر) ও আহাদ (احد)।

মুতাওয়াতির (ধারাবাহিকভাবে বিপুল সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত)

এটি হলো এমন বর্ণনা যার সানাদের শুরু থেকে শেষ অবধি সকল স্তরে এতো বিপুল সংখ্যক[১] বর্ণনাকারী থাকে যে, এদের মিথ্যার ওপর ঐকমত্য পোষণ করা অকল্পনীয়।[২] অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, মুতাওয়াতির হাদীসে বর্ণিত বিধি-বিধানের আইনগত অবস্থান কুরআনে বর্ণিত আইন-বিধানের সমান। এটি সুনিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াক্বীন) প্রদান করে এবং মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের সমান।[৩] মুতাওয়াতির বর্ণনাকে আরো দু'টি উপভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, মুতাওয়াতির বিল লাফজ (শব্দের দিক থেকে মুতাওয়াতির) ও মুতাওয়াতির বিল মা'না (অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির)।

মুতাওয়াতির বিল লাফজ (متواتر باللفظ)

সব ক'টি বর্ণনার শব্দ হতে হবে এক রকম। এ প্রকার মুতাওয়াতির হাদীস অত্যন্ত দুর্লভ। শব্দগত দিক দিয়ে সর্বমোট কয়টি মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে এ

---

[১] মুতাওয়াতির এর জন্য সর্বনিম্ন কয় জন রাবী বাঞ্ছনীয়– তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো কমপক্ষে দশজন হতে হবে। (তাদরীবুর রাবী, খণ্ড ২, পৃ, ১৭৭)

[২] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৪৩।

[৩] প্রিন্সিপ্‌লস অব ইসলামিক জুরিসপ্রু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয় যে, এর সংখ্যা দশের অধিক নয়। এ ধরনের হাদীসের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিতেঃ

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

> "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার সম্পর্কে কোনো মিথ্যা কথা বলে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা খুঁজে নেয়।"[৪]

সত্তরের অধিক সাহাবী ও তাদের পর সমসংখ্যক বর্ণনাকারী এ হাদীসটি একই শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন।

মুতাওয়াতির বিল মা'না (متواتر بالمعنى)

অর্থগত দিক দিয়ে মুতাওয়াতির হলো এমন বর্ণনা যেখানে বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী হাদীসটির অর্থের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে হয়তো কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আনুষ্ঠানিক সালাত, হাজ্জ ও সিয়াম পালনের পদ্ধতি, যাকাতের পরিমাণ, কিসাসের বিধি-বিধান ইত্যাদি বিষয়ের বাস্তব সাক্ষী ছিলেন বিপুল সংখ্যক সাহাবী, আর প্রত্যেক যুগে অজস্র মানুষ সেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করে এসেছেন।

কতিপয় বিশেষজ্ঞ মুতাওয়াতির হাদীসের কয়েকটি সঙ্কলন তৈরী করেছেন। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত সঙ্কলনটি হলো জালালুদ্দীন সুয়ূতীর আল আযহারুল মুতানাসিরাহ।

আহাদ (একক) হাদীস

আহাদ হাদীসকে খাবরুল ওয়াহিদ (একক ব্যক্তির বর্ণনা) নামেও অভিহিত করা হয়। এটি এমন এক ধরনের হাদীস যার সানাদের কোনো স্তরেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদীসের ন্যূনতম সংখ্যার সমপর্যায়ে পৌঁছে না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, এটি এমন এক প্রকার হাদীস যা আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হলে নিজে থেকেই সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের হাদীসে যে জ্ঞান নিহিত থাকে তা ব্যাপক অধ্যয়ন ও নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা

---

[৪] যুবাইর ইবনুল আওয়াম কর্তৃক বর্ণিত। সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃ, ৮৪, নং ১০৯ ও সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ৩, পৃ, ১০৩৬, নং ৩৬৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পদ্ধতির মাধ্যমে বের করে আনতে হয়; পক্ষান্তরে মুতাওয়াতির বর্ণনায় জ্ঞান অর্জিত হয় দ্ব্যর্থহীন প্রমাণের ভিত্তিতে। তবে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও অন্য কারও কারও মতে, আহাদ হাদীসের মাধ্যমেও নিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াক্বীন) তৈরী হতে পারে।[৫]

কতিপয় বিশেষজ্ঞ অবশ্য সাক্ষ্য আইনের একটি বিধানের সাথে কিয়াস করে আহাদ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সাক্ষ্য আইনের বিধানটি হলো, আইনগত প্রমাণ হিসেবে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। তবে অধিকাংশ আইনবিদ এ বিষয়ে একমত যে, আহাদ হাদীসের মাধ্যমে আইনের কোনো বিধান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তবে শর্ত হলো তা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হতে হবে এবং বর্ণনার বিষয়বস্তু যেন গ্রহণযোগ্য যুক্তি-বুদ্ধির বিরোধী না হয়।[৬] অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, আহাদ হাদীসের মাধ্যমে কেবল একটি অনুমান সৃষ্টি হয়, যার ওপর আমল করা নিছক মুস্তাহাব। তবে যে ক্ষেত্রে আহাদ হাদীসের অনুকূলে সহায়ক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় কিংবা যখন (ইসলামী শরীয়তে) উক্ত হাদীসের বিষয়বস্তুর পরিপন্থী কিছু না থাকে, তখন আহাদ হাদীসের ওপর আমল করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।[৭] তবে চার মাযহাবের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, নিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াক্বীন) প্রদান করতে ব্যর্থ হলেও আহাদ হাদীসের ওপর আমল করা বাধ্যতামূলক। সুতরাং আইনের ব্যবহারিক বিষয়াবলীতে বাধ্যবাধকতার জন্য এটাই যথেষ্ট।[৮]

আকীদাহ সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে আহাদ হাদীস

প্রমাণ হিসেবে আহাদ হাদীসের ব্যবহার প্রসঙ্গে মিশরীয় আইনবিদ আবু যাহরা দাবি করেছেন যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে আহাদ হাদীসের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।[৯] তবে, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত,

---

[৫] শাওকানী, আল ইরশাদ, পৃ, ৪৮–৯।

[৬] আমীদী, ইহকাম, খণ্ড ১, পৃ, ১৬১।

[৭] শাওকানী, ইরশাদ, পৃ, ৪৭, আবু যাহরা, উসূল, পৃ, ৮৫।

[৮] বাদরান, উসূল, পৃ, ৯১; খুদারী, উসূল, পৃ, ২২৭।

[৯] আবু যাহরাহ, উসূল, পৃ, ৮৫। 'ছোট-খাটো' বিষয়াবলী যা কোনো মৌলিক তত্ত্বের জন্য আবশ্যক নয় (যেমন কবরের আযাব, শাফায়াত ইত্যাদি)- এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট আহাদ হাদীসসমূহ অবশ্যই মানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। যে এগুলো অস্বীকার করে সে পাপী, কিন্তু অবিশ্বাসী নয়, কারণ সে এমন কিছু অস্বীকার করে যা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com ৮৫)

সুন্নাহ, সাহাবীদের কর্মপন্থা ও বিশেষজ্ঞদের মতামত– সবকিছুই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, দ্বীনের সকল বিষয়ে– চাই তা আইন কিংবা আকীদাহ সংশ্লিষ্ট– আহাদ হাদীসকে মেনে নেওয়া প্রয়োজন।

(আইন ও আকীদাহ) এ দু'য়ের মধ্যে বিভাজন একটি নিন্দনীয় বিদ'আহ, যা অতীতের বিশেষজ্ঞদের নিকট অচেনা। এ কারণে ইবনুল কাইয়িম বলেছেন—

> "মুসলিম জাতির মতৈক্য অনুযায়ী, এ বিভাজন ভ্রান্ত। এ জাতির বিশেষজ্ঞগণ অতীতে আকীদাহ ও অদৃশ্য জগতের বিষয়াবলীতে আহাদ হাদীসকে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করতেন যেভাবে তারা আইন ও আমলের ক্ষেত্রে মেনে নিতেন; বিশেষজ্ঞগণ আজও আহাদ হাদীসকে একইভাবে গ্রহণ করছেন। এর কারণ হলো, আইনগত বিষয়াবলীতেও এ মর্মে বর্ণনা থাকে যে, আল্লাহ অমুক অমুক নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তিনি এটিকে দ্বীনের অপরিহার্য অংশ বানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর আইন-কানুন ও দ্বীন হলো মূলত তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রতিফলন। সাহাবা, তাবিঈন, তাদের অনুসারীবৃন্দ ও হাদীস ও সুন্নাহর অনুসারীগণ– সকলেই আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী, নিয়তি (তাকদীর), আল্লাহ তা'আলার নাম ও আইন-কানুনের ক্ষেত্রে আহাদ হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। তাদের কারো নিকট থেকে কখনো বর্ণিত হয়নি যে, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর নাম বা গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহাদ হাদীসকে তারা গ্রহণ করেননি; কেবল আইনগত বিষয়াবলীতে তা মেনে নিয়েছেন। অতএব, তারা কোনো বিশষজ্ঞদের অনুসরণ করছেন যারা আইন ও আকীদার মধ্যে পার্থক্যরেখা টানছেন? মূলত তাদের পূর্বতন বিশেষজ্ঞগণ হলেন আহলুল কালামের[১০] পরবর্তী প্রজন্মের কতিপয় লোক। আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সাহাবীগণ কী বলেছেন– তার ব্যাপারে এসব লোকের কোনো আগ্রহ নেই। কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বক্তব্য থেকে এসব বিষয়ে যে পথনির্দেশনা পাওয়া যায় তা অনুসরণ করা থেকে তারা মানুষদেরকে বাধা দেয়। এর পরিবর্তে তারা আহলুল কালামের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয় এবং সেসব লোকের মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করে যারা সহজ বিষয়কে জটিল করার চেষ্টায় নিয়োজিত; এমনকি তারা এ ব্যাপারে ইজমার (বিশেষজ্ঞদের মতৈক্য)ও দাবি করে।
>
> তবে, তারা যে বিষয়টির ওপর ইজমার দাবি করে তার অনুকূলে প্রথম সারির কোনো মুসলিম বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন বলে জানা যায় না। এরকম মত কোনো সাহাবী বা তাবি'ঈও প্রদান করেননি। আমরা চাই দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে যেসব আহাদ হাদীস রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি অগ্রহণযোগ্য এ বিষয়ে তারা সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে একটি সঠিক পার্থক্যরেখা টেনে দিক। তবে তারা আকীদাহ ও আইনের

[১০] সূক্ষ্ম তর্কে পারদর্শী ধর্মতাত্ত্বিক ও দা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মধ্যে যে পার্থক্যরেখা টেনে নিয়েছে তাকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য তারা কখনো কিছু খুঁজে বের করতে পারবে না; তারা কেবল ভ্রান্ত দাবিই খুঁজে পাবে।'[১১]

আহাদ হাদীস গ্রহণ করা প্রসঙ্গে আকীদাহ ও আইনের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে– তা হলো ইসলাম-বিরোধী এক দর্শন। আজ অধিকাংশ মুসলিম যাদের অনুসরণ করছে সেই চার ইমামসহ ন্যায়পন্থী পূর্বপুরুষগণ (সালাফ) এ বহিরাগত দর্শন সম্পর্কে কিছু জানতেন না; তারা এর অনুমোদনও প্রদান করেননি। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও নাবী ﷺ-এর বিভিন্ন হাদীসে আইন ও শারী'আহ সংক্রান্ত বিষয়াবলীর পাশাপাশি আকীদাহ-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াবলীও রয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং সুন্নাহ রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যকে মুসলিমদের ওপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এ আনুগত্যের বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে ফুটে ওঠেছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾

« আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে দিলে সে বিষয়ে মু'মিন নারী কিংবা পুরুষের এখতিয়ার প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই। »

[সূরা আহযাব, ৩৩:৩৬]

এ আয়াতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ-এর অনুগত্য ও অনুসরণ বাধ্যতামূলক; এতে বিশ্বাস ও আইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, "আর রাসূল তোমাদেরকে যা-ই দেয়, তা গ্রহণ করো ..." (সূরাহ আল হাশর, ৫৯:৭)। এ আয়াতে 'যা-ই' মানে কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই আইন ও বিশ্বাস– সবকিছু। এমন আরো অনেক আয়াত রয়েছে যার সব ক'টি ইমাম শাফিয়ী তার আর রিসালাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আইন ও বিশ্বাসের মধ্যে বিভাজনের সমর্থনে কোনো প্রমাণ নেই। তাই এ বিভাজন মৌলিক দিক দিয়ে ভ্রান্ত; আর যা মৌলিক দিক দিয়ে ভ্রান্ত, তা থেকে কেবল ভ্রান্ত ফলাফলই বেরিয়ে আসতে পারে।

বিশ্বাস ও আইনের মধ্যে বিভাজনের ভিত্তি হলো পূর্বোল্লেখিত এ দাবি যে, আহাদ হাদীস কেবল অনুমান নির্ভর জ্ঞান প্রদান করে। এ ধারণাকে মিথ্যার তুলনায় সত্যের অধিক নিকটবর্তী মনে করা হয়, আর তাই তাদের এ যুক্তির প্রেক্ষিতেও সকল বিশেষজ্ঞ একমত যে, আইনগত বিষয়াবলীতে অবশ্যই এই অনুমানের অনুসরণ

---

[১১] ই'লামুল-মুয়াক্কি'ঈন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করতে হবে। আইন ও বিশ্বাসের মধ্যে বিভাজনের প্রমাণ হিসেবে সাধারণত নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়ঃ

﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾

« তারা কেবল অনুমান ও মনের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। »

[সূরা আন-নাজ্ম, ৫৩:২৩]

﴿ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾

« নিঃসন্দেহে সত্যের বিপরীতে অনুমান কোনো কাজে আসে না। »

[সূরাহ ইউনুস, ১০: ৩৬]

এসব আয়াত ও এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে ধারণা ও অনুমানের অনুসারী হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সমালোচনা করেছেন। যারা এসব আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেন তারা এ বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন যে, এসব আয়াতে যে অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তা আহাদ হাদীসের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের মতো নয়, যাকে বিশেষজ্ঞগণ গ্রহণ করেছেন। উপরোক্ত আয়াতসমূহে যে অনুমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা এমন সন্দেহ উদ্দেশ্য যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, বরং এর ভিত্তি হলো নিছক ধারণা ও অনুমান। আল লিসান ও আন নিহায়াহ শীর্ষক আরবি ভাষার দু'টি প্রমিত অভিধানে এ ধরনের অনুমানের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, 'অনুমান হলো এক ধরনের সন্দেহ যা আপনার (মনের) ভেতর উদিত হয় এবং আপনি যাকে সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে বিচারকের আসনে বসিয়ে দেন'। এ হলো সেই অনুমান যাতে বিশ্বাস করার কারণে আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের সমালোচনা করেছেন। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি এ অর্থকে সমর্থন করেঃ

﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾

« তারা কেবল অনুমান (যান্ন) কে অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যার পেছনে লেগে আছে। »

[সূরা আল আন'আম, ৬: ১১৬]

আল্লাহ্ বলেছেন যে, এ প্রত্যাখ্যাত অনুমানের ভিত্তি হলো ধারণা ও সন্দেহ। উপরোক্ত আয়াতসমূহে যে অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তা যদি সত্যের নিকটবর্তী হয়– যেমনটি কারো কারো দাবি—তাহলে নিম্নোক্ত দু'টি কারণে তাকে আইনগত বিষয়াবলীতেও গ্রহণ করা যাবে না.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথমত সকল বিষয়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করার কারণে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের কড়া সমালোচনা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে আকীদাহ ও আইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত কিছু কিছু আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি যে অনুমানের সমালোচনা করেছেন তা আইনগত বিষয়াবলীতেও প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

« যারা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করে তারা বলবে, 'আল্লাহ চাইলে আমরা কিংবা আমাদের পিতৃপুরুষদের কেউই তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করতাম না (এটি আকীদাহ ও বিশ্বাসের বিষয়) এবং আমরা কোনো কিছুকে নিষিদ্ধ করতাম না (এটি আইনগত বিষয়)। তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এভাবে (আমার বার্তাকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, পরিশেষে তারা আমার ক্রোধ আস্বাদন করেছে। বলো, আমাদের সামনে হাজির করার মতো কোনো জ্ঞান কি তোমাদের আছে? বস্তুত, তোমরা তো কেবল আন্দাজ-অনুমান (যান্ন) কে অনুসরণ করছো এবং শুধু মিথ্যার পেছনে লেগে আছো। »

[সূরা আল আন'আম, ৬: ১৪৮]

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের আরো ব্যাখ্যা রয়েছে এ আয়াতে,

« (হে নাবী) বলো, আমার রব যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন তা হলো, গোপন কিংবা প্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ, যুলুম, কোনো অনুমতিপত্র ছাড়াই কাউকে আল্লাহর সাথে অংশীদার বানিয়ে দেয়া এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলে দেয়া, যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। »

[সূরা আল আ'রাফ, ৭: ৩৩]

এসব আয়াতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যে অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে, তার অর্থ হলো সন্দেহ, আন্দাজ ও এমন বক্তব্য যা কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়নি। উপরোক্ত আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুযায়ী, এ ধরনের অনুমান বিশ্বাস ও আইন– উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যাখ্যাত।

সুতরাং যেসব আয়াত ও হাদীস মুসলিমদের ওপর আইনগত বিষয়ে আহাদ হাদীস গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করে দেয়, সেগুলো আকীদাহ সংক্রান্ত বিষয়াবলীতেও আহাদ হাদীস গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করে দেয়।

বস্তুত, আহাদ হাদীস থেকে আকীদাহ গ্রহণ করা যাবে না– স্বয়ং এ দাবিটিও একটি আকীদাহ যার অনুকূলে দ্ব্যর্থহীন ও অবিসংবাদিত প্রমাণ পেশ করতে হবে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অন্যথায় যারা এ আকীদায় বিশ্বাস করেন তারা স্ব-বিরোধিতার মধ্যে পড়ে যাবেন। তারা এ ধরনের প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম, কারণ তাদের দাবির ভিত্তি হলো নিছক ধারণা ও অনুমান যা আইনগত বিষয়ে প্রত্যাখ্যাত, আর আকীদার বিষয়ে তো তা আরো বেশী প্রত্যাখ্যাত। যে অবস্থাকে তারা এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন এ প্রক্রিয়ায় তারা তার চেয়েও মন্দতর অবস্থায় পড়ে গিয়েছেন। এর মাধ্যমে তারা প্রত্যাখ্যাত অনুমানকে অনুসরণ করে সত্যের নিকটবর্তী অনুমানকে বর্জন করেছেন। "সুতরাং চক্ষুষ্মান লোকেরা, একটু শিক্ষা গ্রহণ করো" (সূরাহ আল হাশর, ৫৯: ২)। তাদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিভ্রান্তি দিয়ে, কারণ তারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকরশ্মি ও পথনির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করে এর স্থলে অনুসরণ করেছে মানুষের মতামত ও চিন্তা-ভাবনার।

আকীদার বিষয়াবলীতে আহাদ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ

আকীদার ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস গ্রহণ বাধ্যতামূলক হওয়া প্রসঙ্গে অসংখ্য সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

প্রথমত, "সকল মু'মিনের জিহাদের জন্য বেরিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। প্রত্যেক গোত্র থেকে বেশ কিছু লোক কেন রয়ে গেলো না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতো এবং ফিরে এসে স্বগোত্রের লোকদেরকে সতর্ক করতো; যাতে তারা (ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে) বিরত থাকতো।" (সূরাহ আত তাওবাহ, ৯: ১২২)

এ আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেরকে উৎসাহিত করেছেন যাতে তাদের একটি দল নাবী ﷺ-এর সাথে অবস্থান করে তাঁর নিকট থেকে তাদের দ্বীন শেখে। কোনো সন্দেহ নেই যে, এ বিধানটি কেবল আইন ও আদেশ সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং আকীদার বিষয়াবলীতেও তা প্রযোজ্য। অধিকন্তু, শিক্ষককে তার ছাত্রের সামনে দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে, তারপর আসবে অপেক্ষাকৃতভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী। এটিও সুনিশ্চিত যে, আকীদাহর বিষয়াবলী আইন ও আদেশ সংক্রান্ত বিষয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের এ দলটিকে তাদের দ্বীনের আকীদাহ ও আইন উভয়টি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তাছাড়া তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যাতে তারা স্বজাতির নিকট ফিরে এসে তাদেরকে আকীদাহ ও আইন উভয় ব্যাপারে সঠিক পথনির্দেশ দান করে। যদি আইনের পাশাপাশি আকীদার বিষয়াবলী আহাদ হাদীস থেকে গ্রহণ করা না যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ দলটিকে কেন স্বজাতির লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন? কুরআনের এ আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, একটি দল তাদের জাতিকে যে সতর্কবাণী প্রদান করে তা থেকেও জ্ঞান অর্জন করা যায়। সুতরাং কুরআনের এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, বিশ্বাস ও আইন উভয় ক্ষেত্রে আহাদ হাদীসকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত,

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ﴾

« এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেও না যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। »

[সূরাহ আল ইসরা, ১৭: ৩৬]

এটি সুবিদিত যে, সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে মুসলিমরা আইন, বিশ্বাস এবং সৃষ্টি, কিয়ামতের আলামত ও আল্লাহর গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়াবলীতে আহাদ হাদীস অনুসরণ করে এসেছে। যদি এসব আহাদ হাদীসকে বিশ্বাস ও অদৃশ্য জগতের বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে গ্রহণ করা না যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে সাহাবা, তাবিঈন ও ইসলামের শীর্ষস্থানীয় সকল বিশেষজ্ঞ এমন কিছুর অনুসরণ করেছেন যার প্রকৃত জ্ঞান তাদের নিকট ছিল না; আর এটি এমন এক কথা যার ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'সত্যিকারের কোনো মুসলিম এ ধরনের প্রলাপ বকতে পারে না'।

তৃতীয়ত,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ ﴾

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

« হে ঈমানদারগণ, কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে তোমরা তা যাচাই করে দেখো'। [সূরাহ আল হুজুরাত, ৪৯: ৬]

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে তাবাইয়ানু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; অন্য কিরাআতে তাসব্বাতু শব্দ রয়েছে। উভয়ের অর্থ, 'যাচাই করো'। কুরআনের এ আয়াত থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোনো সত্যবাদী মুসলিম কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে, নিশ্চয়তা সহকারে সংবাদটি গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাসাব্বুত (যাচাই করা) মুসলিমদের ওপর বাধ্যতামূলক নয়; বরং তা সাথে সাথে মেনে নিতে হবে। এরই প্রেক্ষিতে ইবনুল কাইয়িম বলেন,

'কুরআনের এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আহাদ হাদীস গ্রহণ করতে হবে'।

এ ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে যদি 'নিশ্চয়তা' অর্জিত না হতো, তাহলে নিশ্চয়তা অর্জিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হতো। এ আয়াত থেকে এ অর্থ বের করে আনার সমর্থনে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সালাফগণ সবসময় বলতেন,

'আল্লাহর রাসূল ﷺ অমুক কথা বলেছেন, অমুক কাজ করেছেন, অমুক কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা অমুক কাজ করতে নিষেধ করেছেন'।

তাদের এ ধরনের বর্ণনা ছিল সুপরিচিত। আল্লাহর কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহীহ বুখারীর বহু স্থানে এমন শব্দগুচ্ছ রয়েছে, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন ... '। 'বলেছেন' পরিভাষাটি নিশ্চয়তাজ্ঞাপক, অন্যথায় ইমাম বুখারী বলতেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন, ...”। অনুরূপভাবে সাহাবীদের বর্ণনা করা অনেক হাদীসে এ শব্দগুচ্ছটি রয়েছে, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন ...', যদিও বর্ণনাকারী সাহাবী উক্ত বক্তব্যটি সরাসরি নাবী ﷺ থেকে শোনেননি বরং তিনি তা অন্য এক সাহাবী থেকে শুনেছেন। 'নাবী ﷺ বলেছেন ...'—শীর্ষক বক্তব্যটি বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি সাক্ষ্য যে, তিনি উক্ত হাদীসটিকে নিশ্চয়তা সহকারে মেনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ উক্ত কাজ করেছেন বা উক্ত কথা বলেছেন। যদি আহাদ হাদীস নিশ্চায়ক জ্ঞান প্রদান না করে, তাহলে (ধরে নিতে হবে যে,) সাহাবী বা বর্ণনাকারী এমন কিছুর অনুসরণ করেছেন যার কোনো জ্ঞান তার নিকট ছিল না এবং (তারপরও) তিনি একে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত প্রমাণ হিসেবে মেনে নিয়েছেন'। (ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন)

চতুর্থত, নাবী ﷺ ও সাহাবীদের সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আকীদাহ সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে আহাদ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ এবং তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তেকালের পরবর্তীকালে সাহাবীদের রীতিনীতি থেকে এ বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আহাদ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হলে আকীদাহ ও আইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সুন্নাহ থেকে এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, বিশ্বাস ও আইনের সকল বিষয়ে আহাদ হাদীস একটি স্বতঃসিদ্ধ দলিল। নিম্নে প্রামাণ্য হাদীসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো যা থেকে এ মতের প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

ইমাম বুখারী বলেন,

অধ্যায়, আজান, সালাত, সিয়াম, উত্তরাধিকার ও আইন-কানুনের ক্ষেত্রে সত্যবাদী ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত আহাদ হাদীসের পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

« প্রত্যেক গোত্র থেকে বেশ কিছু লোক কেন রয়ে গেলো না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতো এবং ফিরে এসে স্বগোত্রের লোকদেরকে সতর্ক করতো; যাতে তারা বিরত থাকতো। »

[সূরাহ আত তাওবাহ, ৯: ১২২]

একজন একক ব্যক্তিকে একটি দল (ত্ব-ইফাহ) হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾

« মুমিনদের দু'টি দল লড়াইয়ে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও ... »

[সূরাহ আল হুজুরাত, ৪৯: ৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দু'জন ব্যক্তি পরস্পরের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হলে, তাদের ক্ষেত্রেও কুরআনের এ আয়াত প্রযোজ্য। আরো বলা হয়েছে,

> « হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো দুষ্কৃতিকারী তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা (তার সংবাদটি) যাচাই করে দেখো। »
>
> [সূরাহ আল হুজুরাত, ৪৯:৬]

নাবী ﷺ ধারাবাহিকভাবে একের পর এক বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর ও সেনাবাহিনীতে নেতা নিযুক্ত করেছেন। তাদের একজন সুন্নাহ্ ভুলে গেলে অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং তিনি তা যাচাই ব্যতিরেকেই গ্রহণ করতেন।[১২]

তারপর ইমাম বুখারী আহাদ বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতার সমর্থনে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, আহাদ বর্ণনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং নিশ্চিন্তমনে তা গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো। প্রত্যেকটি হাদীসের পর আমার ব্যাখ্যা জুড়ে দেয়া হয়েছেঃ

- মালিক ইবনুল হুয়াইরিছ বলেন,

> 'সমবয়সী কতিপয় যুবক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর কাছে বিশ দিন অবস্থান করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন (আমাদের প্রতি) অত্যন্ত সদয়। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ীতে যাওয়ার জন্য হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। আমরা তাঁকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, "তোমরা নিজ পরিবারের নিকট ফিরে যাও, তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দাও, (ভালো কাজের) নির্দেশ দাও এবং আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো তাদেরকে সেভাবে সালাত আদায়ের শিক্ষা দাও।"[১৩]

রাসূল ﷺ এসব যুবকের প্রত্যেককে তার পরিবারের লোকদেরকে শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। শিক্ষাদানের মধ্যে বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শিক্ষাদান শব্দের অর্থের মধ্যে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– তা হলো আকীদাহ্ সংক্রান্ত। আহাদ বর্ণনা যদি গ্রহণযোগ্য না হতো তাহলে নাবী ﷺ-এর উপরোক্ত নির্দেশ অর্থহীন হয়ে পড়তো।

- আনাস ইবনু মালিক বর্ণনা করেছেন যে,

---

[১২] সহীহ বুখারী।

[১৩] সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃ, ৩৪৫, নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইয়েমেনের কিছু লোক এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলেছিল, 'আমাদেরকে ইসলাম ও কুরআন শেখানোর জন্য আমাদের সাথে কয়েকজন সাহাবীকে প্রেরণ করুন।' রাসূল ﷺ আবু উবাইদা'র হাত ধরে বললেন, 'ইনি হলেন এ জাতির বিশ্বস্ত ব্যক্তি।'[১৪]

আহাদ বর্ণনা নিশ্চিন্তমনে গ্রহণযোগ্য না হলে স্বয়ং নাবী ﷺ একজন ব্যক্তি আবু উবাইদাহকে ইয়েমেনে প্রেরণ করতেন না। একই কথা সেসব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেখানে নাবী ﷺ আলী, মুআ'য ও আবু মূসা আশআরীর ন্যায় অন্যান্য সাহাবীদেরকে ইয়েমেন ও অন্যান্য প্রদেশে প্রেরণ করেছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, নাবী (আঃ)-এর এসব সাহাবী দ্বীন গ্রহণকারী নতুন লোকদেরকে আকীদা-বিশ্বাস ও আইন-বিধান সবই শিখিয়েছিলেন। এসব বর্ণনা যদি গ্রহণযোগ্য না হতো এবং এসব সাহাবীকে যারা বরণ করে নিয়েছিলেন তাদের জন্য যদি এসব বর্ণনা প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত না হতো, তাহলে নাবী ﷺ তাদেরকে একের পর এক প্রেরণ করতেন না; কারণ এমতাবস্থায় তা হতো একটি নিস্ফল প্রচেষ্টা। আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনো এ ধরনের অর্থহীন কাজ করেননি। ইমাম শাফিয়ীর নিম্নোক্ত বক্তব্যের অর্থও তা-ই। তিনি তার আর রিসালাহ শীর্ষক গ্রন্থে বলেন,

'বার্তা বহনকারী একক ব্যক্তির বর্ণনা যদি আহাদ বর্ণনা গ্রহণকারী জনতার অনুকূলে বা প্রতিকূলে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত না হতো, তাহলে নাবী ﷺ কাউকে তাঁর নির্দেশনা বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণ করতেন না। (বরং) তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে ডেকে এনে সরাসরি ভাষণ দিতেন কিংবা একাধিক সাহাবীকে প্রেরণ করতেন। তা না করে তিনি তাদের নিকট একজন বিশ্বস্ত সাহাবীকে প্রেরণ করেছেন।'

✿ আব্দুল্লাহ ইবনু উমার رضي الله عنه বলেন,

'কুবা'র অধিবাসীগণ যখন ফজরের সালাত আদায় করছিলেন তখন এক ব্যক্তি এসে তাদেরকে বললো, 'আজ রাতে রাসূল ﷺ-এর নিকট কুরআনের কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কা'বা মুখী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কা'বা মুখী হও'। তাদের চেহারা ছিল সিরিয়ামুখী, কিন্তু (উক্ত ঘোষণা শুনে) তারা কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন।'[১৫]

---

[১৪] সহীহ মুসলিম ও সহীহ বুখারী।

[১৫] সহীহ মুসলিম ও সহীহ বুখারী।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ হাদীসটি এ বিষয়ের একটি লিখিত প্রমাণ যে, সাহাবীগণ এমন একটি আহাদ বর্ণনাকেও গ্রহণ করেছেন যার মাধ্যমে সালাতের সময় বাইতুল মাকদিসমুখী হওয়ার বিধানকে বাতিল করা হয়েছে। তারা যদি আহাদ বর্ণনাকে নিশ্চিন্তমনে গ্রহণ না করতেন, তাহলে তারা এমন কাজ কেন করলেন যা সালাতকালীন আসল ক্বিবলা সংক্রান্ত নিশ্চিত জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক? ইবনুল কাইয়িম বলেছেন,

'অধিকন্তু, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের কোনো সমালোচনা করেননি, উল্টো তাদের কাজের জন্য প্রশংসা করেছেন।'

✿ সাঈদ ইবনু জুবাইর বর্ণনা করেছেন যে,

তিনি ইবনু আব্বাসকে এ মর্মে অবহিত করেছিলেন যে নাওফ বাক্কালীর দাবি হলো, খিজির (আঃ)-এর সঙ্গী মূসা বনী ইসরাঈলের মূসা (আঃ) নন। প্রত্যুত্তরে ইবনু আব্বাস বলেন, 'আল্লাহর এ দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবনু কা'ব আমাকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ...'। তারপর তিনি মূসা ও খিজিরের হাদীসটি এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, (বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত) মূসা ও খিজির (আঃ)-এর সঙ্গী মূসা মূলত একই ব্যক্তি।

ইমাম শাফিয়ী বলেন,

'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উবাই ইবনু কা'ব যে বর্ণনা পেশ করেছেন ইবনু আব্বাসের মতো জ্ঞানী ও দ্বীনদার ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছেন। এমনকি তিনি একজন মুসলিমকে মিথ্যুক পর্যন্ত বলেছেন। কারণ, নাবী ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উবাই ইবনু কা'ব যে বর্ণনা পেশ করেছেন তা থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত মূসা ও খিজির (আঃ)-এর সঙ্গী মূসা মূলত একই ব্যক্তি।'

ইমাম শাফিয়ীর উপরোক্ত বক্তব্য এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তিনি আহাদ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে আকীদাহ ও আইনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত মূসা ও খিজির (আঃ)-এর সঙ্গী মূসা মূলত একই ব্যক্তি ছিলেন কি না– তা নির্ণয় করার বিষয়টি স্পষ্টত অদেখা জগতের বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত, আইন ও আমল সংক্রান্ত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ অনুসিদ্ধান্তের অনুকূলে আরেকটি প্রমাণ হলো এই যে, ইমাম শাফিয়ী তার আর রিসালাহ গ্রন্থে 'অধ্যায় আহাদ বর্ণনা গ্রহণ করার অপরিহার্যতার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রমাণ' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করেছেন। এ অধ্যায়ে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অসংখ্য প্রমাণ পেশ করেছেন যা থেকে সমর্থন মেলে যে, আকীদাহ সংক্রান্ত বিষয়ে আহাদ বর্ণনা অবশ্য গ্রহণীয়।

অধিকন্তু, ইমাম শাফিয়ী এসব প্রমাণকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা সার্বজনীন এবং তাতে আকীদার বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস গ্রহণ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি উক্ত অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনেছেন, 'আহাদ বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতার অনুকূলে অনেক হাদীস রয়েছে। ইতোমধ্যে আমি এর যথেষ্ট প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি। আমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে শুরু করে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত সকলেই এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। এটিই হলো বিশুদ্ধ পন্থা। অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষজ্ঞদের ব্যাপারে যতোটুকু তথ্য আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা থেকে বুঝা যায় যে, তারাও একই পন্থা অবলম্বন করেছেন।' এ বক্তব্যের অর্থ এতোটা সার্বজনীন যে, এতে আকীদার বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে আহাদ হাদীস গ্রহণ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ইমাম শাফিয়ী আরো বলেন,

'যদি কাউকে এ কথা বলার সুযোগ দেয়া হয় যে, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই অতীত ও বর্তমানের সকল মুসলিম বিশেষজ্ঞ আহাদ বর্ণনাকে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করেছেন– তাহলে আমি হব সেই ব্যক্তি। তবে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, 'আমি এমন কোনো মুসলিম বিশেষজ্ঞের কথা জানি না যিনি আহাদ বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন'।'[১৬]

ইবনুল কাইয়িম বলেছেন,

'তাদের কেউ কেউ বলে, 'আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াবলী হলো দ্বীনের উসূল বা প্রধান বিষয়, আর আইন সক্রান্ত বিষয়াবলী হলো ছোট খাট বিষয় বাফুরূ।'

এটি মূলত একটি মিথ্যা দাবি। আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলীতে দু'টি মৌলিক বিষয় অপরিহার্য, আর তা হলো জ্ঞান (অর্থাৎ এ মর্মে প্রত্যয় যে আল্লাহ তা'আলা এ আইন নাযিল করে আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন) ও আনুগত্য। অদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয়াবলীতেও এ দু'টি মৌলিক বিষয় অপরিহার্য। অদৃশ্য সংক্রান্ত

---

[১৬] দ্যা হাদীসহাদীস ইজ প্রুফ, পৃ, ৫৫–৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিষয়াবলী তখনই মেনে নেয়া সম্ভব যখন সেগুলোর প্রতি অন্তরে ভালোবাসা বা ঘৃণা অনুভূত হয়। এসব বর্ণনায় অদৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত যে সত্যকে তুলে ধরা হয় তার প্রতি হৃদয়ের গহীনে ভালোবাসা অনুভূত হতে হবে এবং একইসাথে এসব বর্ণনায় যেসব বিভ্রান্তির বিরোধিতা করা হয় তার প্রতি হৃদয়ে ঘৃণা অনুভূত হবে। আমল নিছক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্তব্যের নাম নয়। অন্যদিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদিত হয় তা অন্তরের ক্রিয়াকর্মেরই ফল। অন্তরের ক্রিয়াকর্মসমূহ হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি। অদৃশ্য জগতের সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই বিশ্বাস, আনুগত্য ও হৃদয়ে অনুভূত ভালোবাসা অপরিহার্য। এগুলোর সবই হলো অন্তরের কাজ, আর এটিই হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি। বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক নীতি যা আহলুল কালাম-এর অনেক লোক উপেক্ষা করেছেন। তাদের মতে, আন্তরিকভাবে গ্রহণের বিষয়াবলীই হলো বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত, আমলের বিষয়াদি এর অন্তর্ভুক্ত নয়!

উপরোক্ত ভুলটি একটি বড় ধরনের ত্রুটি। অনেক অবিশ্বাসীও মনে করতো যে, নাবী ﷺ ছিলেন সত্যবাদী; আর এ ব্যাপারে তারা ছিল নিঃসংশয়। তবে তাদের এ বিশ্বাসের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ আমলের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না; ছিল না রাসূল ﷺ-এর আনীত বিষয়াবলীর প্রতি কোনো ভালোবাসা বা আনুগত্য এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে সম্পর্কহীনতা। এ বিষয়টি উপেক্ষা করবেন না, কারণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা জানার মাধ্যমে আপনি ঈমানের সারবত্তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

বিশ্বাসের সকল বিষয়ের মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আর আমলের সকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস বাদ দিয়ে নিছক আমল করার নির্দেশ প্রদান করেননি; অনুরূপভাবে তিনি আমল বাদ দিয়ে নিছক অদৃশ্য জগতের বিষয়াবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশও প্রদান করেননি।

ইবনুল কাইয়িমের উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তা হলো, বিশেষজ্ঞদের মতৈক্য অনুযায়ী আইন ও আকীদার মধ্যকার বিভাজন ভুল; কারণ তা সালাফদের অনুসৃত পন্থার বিরোধী এবং ইতোপূর্বে আমি যেসব প্রমাণ পেশ করেছি তার পরিপন্থী। এটি ভুল হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, যারা এ পদ্ধতি অনুসরণ করেন তারা উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, আমলের সাথে বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের সাথে আমল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আকীদা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ও আইনের মধ্যকার সম্পর্ক স্পষ্টভাবে অনুধাবন ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের ভ্রান্ত নীতিকে খণ্ডন করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদেরকে সহায়তা করে থাকে।[১৭]

আহাদ হাদীসের প্রকারভেদ

আহাদ হাদীসসমূহকে আরো তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়,

- মাশহুর,
- আযীয ও
- গারীব।

বর্ণনাসূত্রের বিভিন্ন স্তরে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী এ শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে।

মাশহুর (সুপরিচিত)

মাশহুর মূলত এমন এক প্রকার হাদীস যার বর্ণনাসূত্রের প্রত্যেক স্তরে কমপক্ষে তিনজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী থাকে; যেমন নিম্নোক্ত হাদীসঃ

ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد و لكن يقبض العلم بقبض العلماء

> "ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে জ্ঞান তুলে নেবেন না, বরং তিনি আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে জ্ঞান তুলে নেবেন।"[১৮]

মাশহুরের ব্যাখ্যায় আরো বলা হয় যে, এটি এমন এক প্রকার হাদীস যার মূল বর্ণনাকারী হলেন এক বা একাধিক সাহাবী, কিন্তু তা পরবর্তী পর্যায়ে সুপরিচিত হয়ে ওঠেছে এবং অসংখ্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে। বিস্তৃতি লাভের বিষয়টি

---

[১৭] দ্যা হাদীসহাদীস ইজ প্রুফ, পৃ, ৫৫–৮২।

[১৮] যুবাইর ইবনু আওয়াম কর্তৃক হাদীসটির পূর্ণ পাঠ নিম্নরূপঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد و لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا و اضلوا

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে মানুষের নিকট থেকে জ্ঞান তুলে নেবেন না, বরং তিনি আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে জ্ঞান তুলে নিবেন, পরিশেষে আর কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না। লোকেরা তখন অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নিজেদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তারা জ্ঞান ছাড়াই রায় দিয়ে দেবে এবং এর মাধ্যমে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে ও অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" (সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃ, ৮০, নং ১০০ ও সহীহ ম [illegible] ১৪০৪, নং ৬৪৬২)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্মের অর্থাৎ সাহাবা ও তাবি'ঈদের যুগের মধ্যে ঘটা জরুরী।

আবু হানীফা ও তার অনুসারীদের মতে, মাশহুর হাদীসের মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞান (ইয়াক্বীন) অর্জিত হয়, যদিও এর নিশ্চয়তার মাত্রা মুতাওয়াতিরের তুলনায় একটু কম। তবে অন্যান্য আইনবিদদের অধিকাংশই মনে করেন যে, মাশহুর হাদীস আহাদ হাদীসের সেই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত যা থেকে কেবল অনুমানমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়। হানাফিদের মতে, মাশহুর হাদীস অনুযায়ী আমল করা বাধ্যতামূলক, তবে তা অস্বীকার করা কুফরতুল্য নয়।[১৯]

উল্লেখ্য যে, মাশহুর পরিভাষাটি বিভিন্ন বিষয়ের সেসব হাদীসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় যা বিশেষজ্ঞের মধ্যে সমধিক পরিচিত এবং যেগুলোতে উসূল শাস্ত্রের শর্তাবলী পূরণ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সাধারণত নিম্নোক্ত হাদীসের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়ঃ

ابغض الحلال الى الله الطلاق

| "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য হালাল কাজ হলো তালাক।"[২০]

জনপ্রিয় হাদীসসমূহের ওপর লিখিত অসাধারণ গ্রন্থসমূহের অন্যতম হলো সাখাভী'র আল মাক্বাসিদুল হাসানাহ, আজলূনী'র কাশফুল খাফা ও শায়বানী'র তাময়িযুত তাইয়িব মিনাল খাবীস।

আযীয (শক্তিশালী বা দুর্লভ)

আযীয হলো এমন এক প্রকার হাদীস যার বর্ণনাসূত্রের প্রত্যেকটি স্তরে কমপক্ষে দু'জন বর্ণনাকারী থাকে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ অবশ্য মাশহুর ও আযীয হাদীসের মধ্যে

---

[১৯] আবু যাহরাহ, উসূল, পৃ, ৮৪; বাদরান, উসূল, পৃ, ৮৫।

[২০] যুবাইর ইবনু আওয়াম কর্তৃক হাদীসটির পূর্ণ পাঠ নিম্নরূপঃ

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

"কাসীর ইবনু উবাইদ আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ থেকে তিনি মু'আররিফ ইবনু ওয়াসিল থেকে তিনি মুহারিব ইবনু দিসার থেকে এবং তিনি ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে নাবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য হালাল কাজ হলো তালাক।" (সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ২, পৃ, ৫৮৬, নং ২১৭৩। দ'ঈফু সুনানু ইবনি মাজাহ গ্রন্থে (পৃ, ১৫৫, নং ৪৪১) এ হাদীসটিকে অপ্রামাণ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কোনো পার্থক্য করেননি। নিম্নোক্ত হাদীসটি এ ধরনের বর্ণনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণঃ

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و ولده و الناس اجمعين

> "তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও সকল মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় হবো।"[২১]

আনাস ইবনু মালিক থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ ও আব্দুল আযীয ইবনু সুহাইব। কাতাদাহ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন শু'বাহ ও সাঈদ, আর আব্দুল আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবনু উলাইয়াহ ও আব্দুল ওয়ারিছ। তারপর অসংখ্য ব্যক্তি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বিশেষজ্ঞগণ আযীয বর্ণনা সম্বলিত বিশেষ কোনো পুস্তক রচনা করেননি; এ ধরনের সঙ্কলনের বিশেষ কোনো তাৎপর্য না থাকাই ছিল এর প্রধান কারণ।

গারীব (অচেনা)

এটি এমন এক প্রকার হাদীস যেখানে বর্ণনাকারী সাহাবীর পর বর্ণনাসূত্রের কোনো এক পর্যায়ে (মাত্র) একজন বর্ণনাকারী থাকে।[২২] ইবনু হাযারের ন্যায় কতিপয় বিশেষজ্ঞ 'গারীব' এর সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে 'ফারদ' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, পক্ষান্তরে অন্যদের মতে ফারদ ও গারীব দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির হাদীসের নাম।

একক বর্ণনাকারীর নাম যে স্তরে উল্লিখিত হয় তার আলোকে গারীব হাদীসকে আরো দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়,

- গারীব মুতলাক ও
- গারীব নিসবী।

গারীব মুতলাক (সাধারণ একক)

এ প্রকারের হাদীস ফারদ মুতলাক নামেও পরিচিত। এটি এমন হাদীস যার বর্ণনাসূত্রের শুরুতে একজন বর্ণনাকারী থাকে, অর্থাৎ নাবী ﷺ থেকে একজন একক সাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের হাদীসের একটি উদাহরণ হলো উমার ইবনুল খাত্তাবের সুপরিচিত সেই হাদীস যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন যে নাবী ﷺ বলেছেনঃ

انما الاعمال بالنيات

---

[২১] আনাস ইবনু মালিক কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃ, ২০, নং ১৪ ও সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃ, ৩১৪,নং ৭১ গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হয়েছে।

[২২] স্টাডিজ ইন হাদীসহাদীস মেথডলজি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

> “নিয়তের ভিত্তিতেই সকল কাজের মূল্যায়ন করা হবে।”[২৩]

গারীব নিসবী (আপেক্ষিক একক)

এটি এক প্রকার হাদীস যার বর্ণনাসূত্রে সাহাবীদের পরের স্তরে একজন একক বর্ণনাকারী থাকে। অন্য কথায়, হাদীসটি একাধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন; তবে পরবর্তী প্রজন্মে এসে হাদীসটি একজন একক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। নিম্নোক্ত হাদীসে এ ধরনের বর্ণনার একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবেঃ

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضى الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح و على راسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه

> আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, মালিক ইবনু শিহাব আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ (মক্কা) বিজয়ের বছর একটি শিরস্ত্রাণ পরিধান করে (মক্কায়) প্রবেশ করেন। শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলার পর এক ব্যক্তি এসে বললো যে, ইবনু খাত্তাল কা‘বার চাদর আঁকড়ে ধরে আছে। তিনি বললেন, “তাকে হত্যা করো।”[২৪]

ইবনু শিহাব যুহরী থেকে এ হাদীসটির একক বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইমাম মালিক আর তিনি ছিলেন তাবি‘ঈদের একজন ছাত্র।

আরো বিভিন্ন কারণে একটি হাদীসের ক্ষেত্রে গারীব নিসবী পরিভাষাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমনঃ

- সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) শ্রেণীভুক্ত কোনো একক বর্ণনাকারী।
- কোনো একজন একক বর্ণনাকারী থেকে আরেকজন একক বর্ণনাকারী। যেমন হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বলেন, অমুক এবং অমুক থেকে অমুক এবং অমুক হলেন একমাত্র বর্ণনাকারী।
- কোনো বিশেষ শহর বা অঞ্চলের জনগোষ্ঠী থেকে একক ব্যক্তির বর্ণনা। যেমন হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী হলেন মক্কা বা সিরিয়ার জনগোষ্ঠী।
- কোনো বিশেষ অঞ্চলের লোকদের থেকে আরেক বিশেষ অঞ্চলের লোকদের বর্ণনা।

---

[২৩] সহীহ বুখারী, খণ্ড ১, পৃ, ১, নং ১ ও সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৩, পৃ, ১০৫৬, নং ৪৬৯২।

[২৪] সহীহ বুখারী, খণ্ড ৪, পৃ, ১৭৬, অধ্যা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

গারীব হাদীসের ওপর লিখিত সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থটি হলো ইমাম দারুকুতনীর গারাইবু মালিক।

আহাদ হাদীসের আইনগত মর্যাদা

প্রমাণ হিসেবে আহাদ হাদীসের ব্যবহার প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা এ শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যে, বর্ণনাকারীর আমল তার বর্ণনার পরিপন্থী হতে পারবে না। এ মূলনীতির ভিত্তিতে আবু হানীফা আবু হুরায়রা'র সেই বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেখানে তিনি নাবী ﷺ-এর এ বক্তব্যটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন,

> "তোমাদের খাবারের পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাত বার ধৌত করো, এবং (এ সাতবারের মধ্যে) একবার পরিষ্কার মাটি দিয়ে।"[২৫]

ধৌত করার সাধারণ বিধান যেহেতু তিন বারের, সেহেতু এ বর্ণনা ও আবু হুরায়রার প্রতি তা আরোপ উভয়টিকে দুর্বল মনে করা হয়।[২৬] পক্ষান্তরে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে বর্ণনাকারীর বর্ণনা ও কাজের মধ্যকার বৈপরীত্যের পেছনে তার বিস্মৃতি বা অন্য কোনো অজানা কারণ থাকতে পারে। এ ধরনের বৈপরীত্য থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণ বেরিয়ে আসে না যার ফলে সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটি অনির্ভরযোগ্য হয়ে যায়।

হানাফি আইনবিদগণ আরো শর্তারোপ করেছেন যে, আহাদ বর্ণনার বিষয়বস্তু যেন এমন না হয় যা বিপুল সংখ্যক লোকের এ সম্পর্কে জানাকে অপরিহার্য করে তোলে। এজন্য তারা এ হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন—'কেউ নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে তাকে অবশ্যই ওযু করতে হবে'।[২৭] তাদের যুক্তি হলো, যদি এ হাদীসটি প্রামাণ্য হতো তাহলে সকল মুসলিমের মধ্যে এটি একটি প্রতিষ্ঠিত প্রথায় পরিণত হতো; অথচ বাস্তবে তা হয়নি। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এ শর্তের ওপর জোর দেননি। তাদের ব্যাখ্যা হলো, যেসব লোক কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তারা সবাই তা অন্যের নিকট বর্ণনা করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাজার হাজার লোক নাবী ﷺ-কে

---

[২৫] সহীহ মুসলিম, পৃ, ৪১, নং ১১৯।

[২৬] আবু যাহরাহ, উসূল, পৃ, ৮৫।

[২৭] মিশকাত, খণ্ড ১, পৃ, ১০৪, নং ৩১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাজ্জ পালন করতে দেখেছে, অথচ অল্প সংখ্যক লোকই তাদের পর্যবেক্ষণের বর্ণনা প্রদান করেছেন।[২৮]

হানাফি আইনবিদগণ আরো বলেছেন যে, আহাদ হাদীসের বর্ণনাকারী আইনবিদ (ফকীহ) না হলে তার বর্ণনা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা কিয়াসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, অন্যথায় উক্ত আহাদ বর্ণনার ওপর কিয়াসকে প্রাধান্য দেয়া হবে। পক্ষান্তরে, তিনি যদি আইনবিদ হন, তাহলে তার বর্ণনাকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেয়া হবে। এর ভিত্তিতে, হানাফি আইনবিদগণ মুসাররাত[২৯] এর ওপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নাবী ﷺ বলেছেন,

> "দুধের পরিমাণ অতিরঞ্জিত করে দেখানোর লক্ষ্যে উষ্ট্রী বা ছাগীর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখবে না। এ ধরনের পশু কেউ ক্রয় করলে তিন দিন দুধ দোহন করা পর্যন্ত তার বেছে নেয়ার অধিকার থাকবে, হয় সে পশুটি রেখে দেবে নতুবা এক সা' খেজুরসহ পশুটি ফেরত দেবে।"[৩০]

ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের মধ্যে সমতা নীতির ভিত্তিতে হানাফি আইনবিদ্গণ এ হাদীসটিকে কিয়াসের পরিপন্থী মনে করেন। কারণ ক্রেতা যে পরিমাণ দুগ্ধ ভোগ করেছে এক সা' খেজুর তার সমপরিমাণ নাও হতে পারে। পক্ষান্তরে, মালিক, শাফিয়ী, ইবনু হাম্বল ও আবু হানীফার ছাত্রবৃন্দ (আবু ইউসুফ ও যুফার) সহ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এ হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন এবং এটিকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

ইমাম মালিক আহাদ হাদীসের ওপর এ শর্তে নির্ভর করেছেন যে, এটি যেন মদীনাবাসীদের রীতিনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কারণ তিনি মনে করতেন এক-দু' জন ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন বর্ণনার তুলনায় মদীনাবাসীসের সামাজিক রীতিনীতি নাবী ﷺ-এর আচার-আচরণের অধিক শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বকারী। তার দৃষ্টিতে, নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে হাজার হাজার মানুষ যেসব কথা বর্ণনা করেছে মদীনাবাসীদের রীতিনীতিসমূহ মূলত সেগুলোরই প্রতিনিধিত্ব করে। অন্য কথায়, তা হলো মাশহুর বা মুতাওয়াতির হাদীসের সমমানের। এর ভিত্তিতে মালিকী আইনবিদগণ খিয়ারুল মাজলিস (চুক্তির বৈঠক শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত চুক্তি বাতিল করার অধিকার)-কে প্রত্যাখ্যান করেছেন; যেখানে বলা হয়েছে, 'বিক্রয় চুক্তির পক্ষসমূহ পৃথক হয়ে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত

---

[২৮] হিতু ওয়াজীয, পৃ, ৩০২; বাদরান, উসূল, পৃ, ৯৭–৯৮।

[২৯] ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে যে পশুর স্তনে দুধ জমিয়ে রাখা হয়।

[৩০] সহীহ মুসলিম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবে,'[৩১] কারণ তা মদীনাবাসীদের রীতিনীতির পরিপন্থী।[৩২]

আহাদ বর্ণনা কুরআনের সুস্পষ্ট অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক হলে হানাফি আইনবিদগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নাবী ﷺ বলেছেন,

> "যে সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলো না, তার সালাত হয়নি।"

এ হাদীসটি প্রামাণ্য এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিম তা সঙ্কলন করেছেন। হানাফি মাযহাবের অনুসারীগণ এ হাদীসটিকে এ যুক্তি দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, তা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বক্তব্যের পরিপন্থীঃ

﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾

« কুরআনের যেটুকু সহজ মনে হয় ততটুকু পাঠ করো।"

(সূরা আল মুয্যাম্মিল, ৭৩: ২০]

তবে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের প্রধানতম ব্যক্তি ইমাম বুখারী 'অধ্যায়, কুরআন পাঠ'-এর শুরুতে বলেছেন যে, এ হাদীসটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে হানাফিদের উচিত ছিল এ ইমামের জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়া যিনি হাদীস শাস্ত্রে বিশেষত্ব অর্জন করেছেন। এ হাদীসটি আহাদ মর্মে তারা যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন তাদের উচিত ছিল তা পরিবর্তন করা। তারা এ হাদীসটিকে মেনে নিয়ে কুরআনের আয়াতের সাথে মিলিয়ে বলতে পারতেন যে, এ হাদীসটি কেবল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের আম অর্থকে খাস করে দিচ্ছে। যদিও তারা জানেন তবুও এরূপ বলার অবকাশ ছিল যে, কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি মূলত রাতের নফল সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ফরজ সালাতে কী কী পাঠ করা বাধ্যতামূলক তা নিয়ে এ আয়াতে কিছু বলা হয়নি।[৩৩]

---

[৩১] প্রাগুক্ত।

[৩২] শাফিয়ী, আর রিসালাহ, পৃ, ১৪০; আবু যাহরাহ, উসূল, পৃ, ৮৫।

[৩৩] দ্যা হাদীসহাদীস ইজ প্রুফ ইটসেলফ,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৮

হাদীস সাহিত্য

হাদীস শাস্ত্রের আলোচনায় হাদীস সাহিত্য একটি অন্যতম বিষয়। এ সাহিত্যের শেকড় খুঁজে পাওয়া যাবে সেসব চিঠিপত্র, আইন-কানুন ও সন্ধির মধ্যে যা স্বয়ং নাবী ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখকের মাধ্যমে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। একইভাবে এর উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে সেসব সহীফায় (দলিল-পত্র) যেগুলো সাহাবা ও তাবি'ঈগণ সঙ্কলন করেছিলেন। এগুলোর কয়েকটির কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ-এর সহীফাসমূহের আবিষ্কার– যা ইতোমধ্যে ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে; এ থেকে এসব সহীফার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এগুলো ছিল অত্যন্ত সরল নোট; তবে তাতে নাবী ﷺ-এর কিছু কিছু বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণী ঠিক সে পদ্ধতিতেই উপস্থাপন করা হয়েছে যা পরবর্তী যুগের হাদীস সঙ্কলনসমূহের মাধ্যমে আমাদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছে।

হাদীসের প্রাথমিক উৎসসমূহ তিনটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত। প্রথমত, কিছু গ্রন্থ হলো মাগাযী (বিশেষত যুদ্ধবিগ্রহ সম্মন্ধে হলেও মাগাযী শব্দটি সীরাত শব্দের প্রায় সমার্থবোধক অর্থ বহন করে) সংক্রান্ত, যেমন ইবনু ইসহাক ও অন্যান্যদের মাগাযী গ্রন্থাবলী। এসব গ্রন্থে ঐতিহাসিক প্রকৃতির অধিকাংশ হাদীস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ইমাম মালিকের মু'আত্তা ও ইমাম শাফিয়ীর কিতাবুল উম্ম প্রকৃতির কিছু ফিকহ গ্রন্থ, যেগুলোতে বিপুল পরিমাণ আইন সংক্রান্ত হাদীস রয়েছে। আইনের বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা প্রসঙ্গে সাহাবা ও তাবি'ঈদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও রীতিনীতির সাথে মিলিয়ে এসব হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ভাগে রয়েছে সেসব

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

গ্রন্থ যেগুলোতে কেবল হাদীস সঙ্কলন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মূলত এ শেষোক্ত প্রকৃতির গ্রন্থাবলী নিয়েই আলোচনা করা হবে।[৩৪]

ইমাম মালিকের মু'আত্তা

মালিক ইবনু আনাস ইবনু আমির (রহ.) ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতামহ আমির ছিলেন মদীনার প্রধান সাহাবীদের অন্যতম। সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ যুহরী ও সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের আযাদকৃত দাস ও বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী নাফি'র তত্ত্বাবধানে ইমাম মালিক হাদীস অধ্যয়ন করেন। মালিক কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন ছাড়া কখনও মদীনার বাইরে ভ্রমণে যেতেন না। জোর খাটিয়ে কাউকে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করলে সে তালাক অবৈধ হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করার কারণে ৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মদীনার আমীরের নির্দেশে তাকে মারাত্মকভাবে প্রহার করা হয়। এ সিদ্ধান্তটি ছিল আব্বাসী শাসকদের একটি রীতির বিরোধী। রীতিটি ছিল, তারা জনগণের নিকট থেকে আনুগত্যের শপথ নেয়ার সময় এ মর্মে একটি দফা বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, যে ব্যক্তিই (আনুগত্যের) শপথ ভঙ্গ করবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

ইমাম মালিক চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে মদীনায় হাদীসের পাঠদান অব্যাহত রাখেন এবং এ সময় তিনি নাবী ﷺ-এর হাদীস এবং সাহাবা ও তাবি'ঈদের সিদ্ধান্ত সম্বলিত একটি গ্রন্থ সঙ্কলন করতে সমর্থ হন। তিনি এ গ্রন্থটির নাম দেন আল মু'আত্তা। আব্বাসী খলিফা আবু জা'ফর মনসুরের অনুরোধে (৭৫৪–৭৫৫ সাল) তিনি হাদীস সঙ্কলনের কাজ শুরু করেন। মনসুর নাবী ﷺ-এর সুন্নাহ ভিত্তিক এমন একটি সর্বব্যাপী আইন সংহিতা চেয়েছিলেন যা তিনি মুসলিম সাম্রাজের সর্বত্র একযোগে প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু সঙ্কলন শেষে মালিক উক্ত গ্রন্থটিকে জনগণের ওপর রাষ্ট্রীয় শক্তিবলে চাপিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি কারণ দেখিয়েছিলেন যে, আল্লাহর নাবীর সাহাবীদের অনেকেই ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং তারা এমন অনেক হাদীস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যা হয়তো এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি; আর গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রয়োগ করার জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করতে চাইলে সেগুলোকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। খলিফা হারুন অর রশীদও (৭৬৮–৮০৯ সাল) ইমাম মালিকের নিকট একই অনুরোধ পেশ করেন;

---

[৩৪] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৭১–৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এবারও ইমাম তার অনুরোধ নাকচ করে দেন। ৮০১ খ্রিস্টাব্দে ৮৩ বছর বয়সে ইমাম মালিক তার জন্ম শহর মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।[৩৫]

হাদীস বর্ণনা ও সমকালীন সমস্যার প্রেক্ষিতে সেসব হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে ইমাম মালিক পাঠদান করতেন। তিনি তার ছাত্রদের সামনে হাদীস ও ইসলামী আইনের বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবীদের বক্তব্যসমূহ বর্ণনা করে সেগুলোর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করতেন, কিংবা তার ছাত্ররা যেসব এলাকা থেকে এসেছে সেসব এলাকায় উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে তিনি জেনে নিতেন এবং তারপর সেসব সমস্যা সমাধানে যেসব প্রাসঙ্গিক হাদীস বা আসার ব্যবহার করা যায় তা বর্ণনা করতেন।

আল মু'আত্তা রচনা সম্পন্ন করার পর ইমাম মালিক এ গ্রন্থটিকে তার ছাত্রদের সামনে নিজ মাযহাবের সারাংশ হিসেবে পেশ করেন, তবে নতুন তথ্য পেলে তিনি তার আলোকে আবার সংশোধনও করে নিতেন।[৩৬] ফলে তার এ সঙ্কলনটির আশির অধিক ভাষ্য তৈরী হয়। তন্মধ্যে পনেরটি সর্বাধিক খ্যাত। বর্তমানে কেবল ইয়হ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়ার ভাষ্যটিই তার আসল রূপে, পূর্ণাঙ্গ ও মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ইবনু আব্দিল বারের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ সর্বাধিক খ্যাত। তিনি আত তামহীদ ও আল ইখতিসার নামে দু'টি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। মুহাম্মাদ যাকারিয়্যা কান্দালভী লিখেছেন আওজাযুল মাসালিক শারহু মু'আত্তা ইমাম মালিক যা ভারত ও মিশর থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৭]

মুসনাদ গ্রন্থাবলী

বড় আকারের হাদীস সঙ্কলনসমূহের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে সর্বাগ্রে রচিত হয় মুসনাদ প্রকৃতির গ্রন্থাবলী। তবে, যেসব মুসনাদ গ্রন্থ প্রথম দিককার প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের প্রতি আরোপ করা হয় তাদের অনেকগুলোই মূলত পরবর্তী কালের মুহাদ্দিসগণ সঙ্কলন করেছেন। তারা সেসব হাদীস সঙ্কলন করেছেন যা কোনো গুরুত্বপূর্ণ একক বর্ণনাকারী নিজে তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন কিংবা তার বরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ইমাম আবু হানীফা, শাফিয়ী ও উমার ইবনু আব্দিল আযীয (রহ.) প্রমুখের

---

[৩৫] আল মাদখাল, পৃ, ১৮৪–৭।

[৩৬] এভ্যুলুশন অব ফিকহ, পৃ, ৮৩।

[৩৭] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুসনাদসমূহ– যাদের কেউই বাস্তবে নিজে কোনো মুসনাদ গ্রন্থ সংকলণ করেছেন বলে জানা যায় না। ইমাম আবু হানীফার মুসনাদ নামে সর্বসাধারণ্য যে গ্রন্থটি পরিচিত, তা সঙ্কলন করেছেন আবুল মু'আইয়াদ মুহাম্মাদ ইবনু মাহমুদ খারিজমী (মৃত্যু ১২৫৭ সাল)। কিতাবুল উম্ম ও আল মাবসূত গ্রন্থের ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব আছাম (মৃত্যু ৮৬০ সাল) ইমাম শাফিয়ীর মুসনাদ গ্রন্থটি সঙ্কলন করেন। উমার ইবনু আব্দিল আযীযের মুসনাদ নামক গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছেন বাগান্দী (মৃত্যু ৮৯৫ সাল)। আবু দাউদ তায়ালিসীর মুসনাদ শীর্ষক গ্রন্থটি (যাকে এখনো পর্যন্ত সুলভ মুসনাদ গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম মনে করা হয়) বর্তমানে যেভাবে বিন্যস্ত আছে তা স্বয়ং তায়ালিসীর কীর্তি নয়, বরং তা হলো পরবর্তী যুগের খোরাসানের এক হাদীস বিশারদের সঙ্কলিত রূপ।

মুসনাদু আবী দাউদ তায়ালিসী

পাটনার ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীতে এর একটি প্রাচীন, দুর্লভ ও গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে এবং মৌলভী আব্দুল হামীদ বাঙ্কিপুরের ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীর হাদীসের পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত ক্যাটালগে এ গ্রন্থের পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। এ পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে মুসনাদের হায়দ্রাবাদ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে।

আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু দাউদ ইবনু জারূদ তায়ালিসী (উক্ত মুসনাদটি সাধারণত যার প্রতি আরোপ করা হয়) ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত। তিনি ৭৫০/৫১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার সমকালীন এক হাজারেরও বেশী বিশেষজ্ঞের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। এদের অনেকেই ছিলেন অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী। শু'বাহ (যার হাদীসে তায়ালিসী বিশেষত্ব অর্জন করেছিলেন) ও সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ম ও ব্যাপক ধারণক্ষম স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তার ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি কোনো কাগজপত্রের সহায়তা ছাড়াই ছাত্রদেরকে দিয়ে চল্লিশ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। জীবদ্দশায় তাকে হাদীস শাস্ত্রের (বিশেষত দীর্ঘ হাদীসসমূহের) একজন অসধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তি হিসেবে মেনে নেয়া হয়। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের সকল অঞ্চল থেকে ছাত্ররা তার নিকট জড়ো হয়। ছাত্রদের সামনে কয়েকটি হাদীস আলোচনা করার সময় তার শিক্ষক শু'বাহ তার পাঠদান শুনে বলেছিলেন যে, স্বয়ং তিনিও এর চেয়ে ভালো পাঠদান করতে পারতেন না। ইবনু হাম্বল ও আলী ইবনুল মাদীনীর ন্যায় কঠোর হাদীস বিশারদগণও তায়ালিসীর কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি কতিপয় বিশেষজ্ঞের সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিলেন না; যারা মনে করতেন যে, তার স্মৃতিশক্তি মাঝেমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়তো। ৮১৩ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মুসনাদু আবী দাউদ তায়ালিসীর বর্তমান সংস্করণে ২৮১ জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত ২,৭৬৭টি হাদীস রয়েছে। হাদীসগুলোকে বর্ণনাকারী সাহাবীর নামের পর উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবীদের নামসমূহকে এভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে:

- চার খলিফা,
- অন্যান্য বদরী সাহাবী,
- মুহাজির,
- আনসার,
- নারী সাহাবী ও
- তরুণ সাহাবী।

তবে তায়ালিসী নিজে এ গ্রন্থটিকে বর্তমান রূপে সঙ্কলন বা বিন্যাস করেননি। বরং এটি হলো তার ছাত্র ইউনুস ইবনু হাবীবের কীর্তি যিনি তার শিক্ষকের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহকে একসাথে জড়ো করে চমৎকার এই পন্থায় বিন্যস্ত করে দিয়েছেন।

হাদীসের অন্যান্য সঙ্কলন গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তুর ন্যায় মুসনাদ গ্রন্থের হাদীসসমূহের বিষয়বস্তুও বিভিন্নধর্মী ও অসংখ্য। তবে এতে মু'জিযা বা অলৌকিকত্ব, সাহাবীদের ব্যক্তিগত বা গোত্রীয় মাহাত্ম্য, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী বা ইসলামে বিভিন্ন উপদলের ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত হাদীসের সংখ্যা অনেক কম।

হিজরী অস্টম শতক পর্যন্ত এ গ্রন্থটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কেবল পাটনার পাণ্ডুলিপিতেই হাদীস শাস্ত্রের তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যারা বিভিন্ন সময় এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছেন। তাদের মধ্যে যাহাবী ও মিযযী প্রমুখের ন্যায় বিখ্যাত হাদীস বিশারদের নামও রয়েছে। যে কোনো কারণেই হোক অস্টম শতকের পর এ গ্রন্থটি এতোটাই জনপ্রিয়তা হারিয়েছে যে, এর পাণ্ডুলিপিসমূহ অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

মুসনাদু আহমাদ ইবনি হাম্বল

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বব্যাপী যে মুসনাদটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা হলো ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল মারওয়াযী শায়বানীর মুসনাদ। তার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনন্যসাধারণ অনাড়ম্বর ও অহমিকামুক্ত জীবন এবং আব্বাসী খলিফা মামুন, ওয়াছিক ও মুতাওয়াক্কিলের নিপীড়নমূলক জিজ্ঞাসাবাদ ও দমনের বিরুদ্ধে স্বীয় মতাদর্শের ওপর সুদৃঢ় অবস্থানের ফলে হাদীসের এ মহান সঙ্কলনটিকে ঘিরে পবিত্রতার একটি আবহ সৃষ্টি হয়েছে। বিপুল কলেবরের গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও কালের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এটি টিকে আছে এবং ১৮৯৬ সালে কায়রোতে মুদ্রিত হয়েছে।[৩৮]

ইমাম ইবনু হাম্বল ছিলেন আরবের শায়বানী বংশোদ্ভূত। তিনি মারভ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে তার পিতা জিহাদের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তার দ্বীনদার মা সাফিয়্যাহ বিনতু মাইমুনা'র সযত্ন তত্ত্বাবধানে তিনি বাগদাদে বেড়ে ওঠেন। তার পিতা ৩০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; তখন আহমাদ ছিলেন অনেক ছোট।[৩৯] সেখানকার শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে ১৫ বছর বয়সে তিনি ইবরাহীম ইবনু উলাইয়া'র তত্ত্বাবধানে হাদীস শাস্ত্রের গভীর অধ্যয়ন শুরু করেন। রাজধানীর প্রথম সারির সকল হাদীস বিশারদের নিকট অধ্যয়ন শেষে ৭৯৯ সালে তিনি জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ শুরু করেন। তিনি বসরা, কুফা, ইয়েমেন, হিজায ও অন্যান্য অঞ্চলের হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ ভ্রমণ করেন, হাদীস বিশারদদের পাঠদানে উপস্থিত হন, বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করেন এবং বিশেষজ্ঞ ও সহপাঠীদের সাথে সেসব বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে তিনি ৮১০ সালে বাগদাদে ফিরে আসেন। এখানে তিনি ইমাম শাফিয়ীর সাথে সাক্ষাৎ করে তার নিকট ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ অধ্যয়ন করেন।

অল্প বয়স থেকেই আহমাদ ইবনু হাম্বল হাদীসের ওপর পাঠদান করতে শুরু করেন। বলা হয় যে, ৮০৪ সালে তিনি যখন অল্প সময়ের জন্য বাগদাদ যান, তখন সেখানকার একটি মাসজিদে তার হাদীস বিষয়ক পাঠদান শোনার জন্য বিপুল সংখ্যক ছাত্র তার চারপাশে জড়ো হয়ে গিয়েছিল।[৪০] নাবী ﷺ-এর হাদীসের শিক্ষাদান ও খেদমতকে তিনি তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে নেন এবং ৮৩৩ সালে আব্বাসী সাম্রাজ্যের সর্বত্র মূল ধারার বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্যাতনের এক ঝড় নেমে আসার আগ পর্যন্ত তিনি এ কাজ অব্যাহত রাখেন।

---

[৩৮] হাদীসহাদীস লিটারেচার, পৃ, ৭৭।

[৩৯] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৮৪।

[৪০] তাহযীবুত তাহযীব, খণ্ড ১, নং ১২৬ আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বহিরাগত দর্শনের চর্চাকারী কিছু সহচরদের প্রভাবে খলিফা মনসুর প্রকাশ্যে 'কুরআন একটি সৃষ্ট বস্তু' শীর্ষক মতবাদসহ মু'তাযিলী দর্শন গ্রহণ করেন। মূলধারার আলিমগণ তার এ মত সমর্থন না করায় তিনি প্রথমে তাদেরকে ভয়-ভীতি দেখান এবং পরবর্তীতে ব্যাপক নির্যাতন করেন। ইমাম আহমাদ সহ অনেক বিশেষজ্ঞ নতি স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানান। খলিফা তখন তারসুসে ছিলেন। তিনি তাদেরকে বন্দী করে তার নিকট প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। এসব হুকুম তামিল করা হলেও বন্দীরা তাদের গন্তব্যে পৌঁছার আগেই মামুন মৃত্যুবরণ করেন। তবে তার এ মৃত্যু তাদের জন্য খুব একটা সহায়ক হয়নি; কারণ তিনি একটি ওসিয়্যতনামা লিখে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি তার উত্তরসূরীকে কুরআনের সৃষ্ট বস্তু হওয়া সংক্রান্ত মতবাদ প্রচারের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার অব্যবহিত দু' উত্তরসূরী মু'তাসিম ও ওয়াছিক হিংস্রতার সাথে এ নীতি বাস্তবায়ন করতে থাকেন। মুসলিম বিশেষজ্ঞদেরকে মু'তাযিলী মতবাদ গ্রহণের জন্য নির্যাতন ও জেলে নিক্ষেপ করতেও তারা কোনো দ্বিধা করেননি। মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলের তৃতীয় বর্ষের আগ পর্যন্ত এ দমন-পীড়ন বিভিন্ন মাত্রায় চলতে থাকে। পরিশেষে ৮৪৮ সালে মুতাওয়াক্কিল এসব নির্যাতন বন্ধ করে সুন্নী চিন্তা-চেতনার মূল ধারায় ফিরে আসেন।[৪১]

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনির ন্যায় কতিপয় হাদীস বিশারদ তাকীয়াহ (ভিন্ন অবস্থার ভান) আশ্রয় গ্রহণ করেন। একমাত্র আহমাদ ইবনু হাম্বলই সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে বিশুদ্ধ চিন্তাধারা এবং বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা বিষয়ক ইসলামী মূলনীতির ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি খলিফার নির্দেশের সামনে মাথা নত না করে উল্টো গণবিতর্কে তার প্রতিপক্ষের যুক্তিবিন্যাসের ভ্রান্তিসমূহ উন্মোচন করে দেন এবং তাদের বলপ্রয়োগের হুমকির মুখে নতি স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি তাদের নির্যাতন ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেন। তাকে একটি কক্ষে আঠার মাস বন্দী করে রাখা হয়। সেখানে জল্লাদদের একটি দল তাকে পেটাতে পেটাতে তার কব্জি ভেঙ্গে ফেলে। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। একবার জ্ঞান ফিরে আসার পর তাকে পানি দেয়া হলে তিনি এ বলে তা ফিরিয়ে দিলেন যে, তিনি সাওম ভঙ্গ করতে চান না।[৪২] তা সত্ত্বেও তিনি তার বিবেকের সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি ধরে রাখেন এবং সর্বোচ্চ কৃতিত্বের সাথে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আরো

[৪১] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৭৮–৯।

[৪২] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৮(আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হৃদয়গ্রাহী ব্যাপার হলো, জাতির দৃষ্টিতে ইবনু হাম্বল তার শত্রু ও নির্যাতনকারীদের প্রতি দৃষ্টান্তমূলক বদান্যতা দেখিয়েছেন; তাদের কারো প্রতি তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ কোনো আচরণ করেননি। তিনি আহমাদ ইবনু আবী দাউদের বিরুদ্ধে কোনো মত প্রকাশ করা থেকে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে বিরত থাকেন। নির্যাতন চলাকালে যিনি তার বিরুদ্ধে প্রধান বিচারকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৪৩]

নির্যাতন ভোগের পর ইমাম আহমাদ প্রায় আট বছর জীবিত ছিলেন। এর বেশীরভাগ সময় তিনি পাঠদানে ব্যয় করেন আর বাকী সময়টুকু সালাত ও যিকিরে কাটিয়ে দেন। ৮৫৫ সালে ৭৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বর্ণনায় এদের সংখ্যা ছয় লাখ থেকে পঁচিশ লাখ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাসে এরূপ দৃশ্য অত্যন্ত বিরল।[৪৪]

সারা জীবন ধরে তার দ্বীনদারী চরিত্র তার পরিচিত লোকদেরকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। খলিফার নিকট থেকে ভাতা গ্রহণ করায় তিনি তার ছেলে সালিহ ও আব্দুল্লাহকে বর্জন করেছিলেন। তিনি বিলাসিতাকে ঘৃণা করতেন এবং নিজে যা কিছু উপার্জন করতেন তা দিয়ে তার প্রয়োজন নির্বাহ করতেন। দ্বীনি বিশ্বাসে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও নীতিবান হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং অন্য কারো কষ্টের প্রতি যথেষ্ট সজাগ। সততা ও সুবিচার ছিল তার চরিত্রের সর্বাধিক প্রশংসিত দিকসমূহের অন্যতম।[৪৫]

শেষের কিছু দিন বাদে ইমাম আহমাদ তার সমগ্র জীবন হাদীসের সেবায় নিয়োজিত করেন। তার বিপুল সংখ্যক ছাত্রের মাধ্যমে তিনি হাদীসের জ্ঞানকে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাসঙ্গিক প্রমাণ উপস্থাপন করে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইবনুন নাদীম তার আল ফিহরিস্ত গ্রন্থে ইমাম আহমাদের তেরটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে কিতাবুস সালাহ-এর ন্যায় আরো কিছু গ্রন্থও তার নামে প্রকাশিত হয়েছে।

মুসনাদ গ্রন্থটি প্রশ্নাতীতভাবে তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি। এটি সঙ্কলনের সময়কাল অজানা; তবে তার গঠনশৈলী ও বিষয়সূচী থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে,

---

[৪৩] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃ, ২০৩ ও আহমাদ ইবনু হাম্বল এন্ড দ্যা মিহনা, পৃ, ১০৮, ১১২ ও ১৪৫।

[৪৪] তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃ, ২০৩–৪ ও আহমাদ ইবনু হাম্বল এন্ড দ্যা মিহনা, পৃ, ১৭২।

[৪৫] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৮০–১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ কাজ সুদীর্ঘ সময় ধরে তার সঙ্কলকের মন-মানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নাবী ﷺ-এর সকল হাদীস সংগ্রহ করা যা তার মাণদণ্ডে বিশুদ্ধ এবং যাকে যুক্তি-তর্কের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি কখনো দাবি করেননি যে, তার গ্রন্থের সবকিছুই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। বরং তিনি বিভিন্ন সময় তার গ্রন্থ থেকে অনেক হাদীস বাদ দিয়েছেন; এমনকি মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও তিনি তার ছেলেকে মুসনাদ গ্রন্থ থেকে একটি হাদীস বাদ দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এ গ্রন্থ রচনা করার ক্ষেত্রে ইবনু হাম্বল তার বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার ও সমগ্র হাদীস সাহিত্যের যতখানি তার নিকট সুলভ ছিল তার সহযোগিতা নিয়েছেন। প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ বর্ণনা থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি ত্রিশ হাজার হাদীস বেছে নিয়েছেন যা ৯০৪ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীসের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে মাগাযী, মানাকিব, আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, আইন-কানুন ও ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি। সুদীর্ঘ তের বছর যাবৎ তিনি তার হাদীস সংক্রান্ত নোটসমূহের বিভিন্ন অংশ তার ছাত্র, ছেলে ও ভাইয়ের ছেলের মাধ্যমে লিখিয়ে নিয়েছেন। তিনি নিজেই তার নোটসমূহকে মুসনাদ আকারে সাজাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এর আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে মুসনাদ আকারে বিন্যাসের দায়িত্ব এসে পড়ে তার ছেলে আব্দুল্লাহর ওপর যিনি তার পিতার নোটসমূহকে সম্পাদনা করেছেন।[৪৬]

হাদীস ও তার বর্ণনাকারী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ইবনু হাম্বল কঠোর ছিলেন না। তিন তার নোটসমূহে এমন কিছু বিষয়কেও স্থান দিয়েছেন যাকে কোনোভাবেই হাদীস হিসেবে গণ্য করা যায় না। মুসনাদ গ্রন্থের অনেক হাদীসকে পরবর্তী কালের হাদীস বিশারদগণ ভিত্তিহীন ও জাল আখ্যায়িত করেছেন এবং ইবনু হাম্বল যেসব বর্ণনাকারীর ওপর নির্ভর করেছেন আসমাউর রিজাল বিশেষজ্ঞগণ তাদের অনেককে সন্দেহজনক আখ্যায়িত করেছেন। এদের মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত বর্ণনাকারী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু লাহিয়্যাহ (৭১৫–৭৯০), যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক আজও অব্যাহত রয়েছে।

তবে ইবনু হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একাধিক বর্ণনাকারীর নিকট থেকে কোনো হাদীস গ্রহণ করার সময় তিনি তাদের মধ্যকার সূক্ষ্মতম পার্থক্যটিও তুলে ধরেছেন।

ইবনু হাম্বলের ছেলে আব্দুল্লাহ (আবু আব্দির রহমান) তার পিতার রেখে যাওয়া নোটসমূহকে সম্পাদনা করার সময় পিতার সতর্ক তত্ত্বাবধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ–

[৪৬] বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ, ৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ দু'টি বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। তিনি তার পিতার বিপুল কিন্তু অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির পুরোটার সাথে নিজের সেসব নোট মিলিয়ে দেখেছেন যা তিনি ইবনু হাম্বল ও অন্যান্য হাদীসবিশারদদের কাছে পাঠদানকালে লিখে রেখেছিলেন। তাছাড়া তিনি এর সাথে সেসব তথ্যকেও মিলিয়ে দেখেছেন যা তিনি তার পিতা ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাথে সাধারণ জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা থেকে শিখেছিলেন।[৪৭]

ইবনু হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থটি হাদীস সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গ্রন্থ প্রণয়ণের ক্ষেত্রে লেখকরা এ গ্রন্থটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। অসংখ্য বিশেষজ্ঞ ও গ্রন্থকার ভাষ্য কিংবা টীকা প্রণয়নের জন্য মুসনাদ গ্রন্থটিকে ব্যবহার করেছেন; কেউ কেউ আবার এ গ্রন্থটিকে ব্যবহার করেছেন নিজস্ব গ্রন্থ রচনা বা সঙ্কলন প্রণয়নের ক্ষেত্রে। তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের নাম আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

আবু আমর মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াহিদ (মৃত্যু ৯৫৬সাল) মুসনাদ গ্রন্থটিকে পুনঃ-সম্পাদিত করে তাতে কিছু বাড়তি হাদীস যোগ করে দিয়েছেন। অভিধান বিশারদ বাওয়ারতী (মৃত্যু ১১৫৫ সাল) পুরোপুরি এ গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করেই তার গারীবুল হাদীস গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর (মৃত্যু ১২৩৪ সাল) তার জীবনচরিত বিষয়ক অভিধান উসুদুল গাবাহ রচনার ক্ষেত্রে ইবনু হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থটিকে অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইবনু হাজার (মৃত্যু ১৫০৫ সাল) যেসব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ভিত্তিতে তার আতরাফ গ্রন্থটি রচনা করেছেন তার মধ্যে উক্ত মুসনাদ গ্রন্থটি অন্যতম। সিরাজুদ্দীন উমার ইবনুল মুলাক্কিন (মৃত্যু ১৪০২ সাল) এ গ্রন্থটির একটি সারাংশ রচনা করেছেন। সুয়ূতী (মৃত্যু ১৫০৫ সাল) তার ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ উকূদুল জাবারজাদ-এর ভিত্তি হিসেবে এ গ্রন্থটিকে ব্যবহার করেছেন। আবুল হাসান উমার ইবনুল হাদী সিন্দী (মৃত্যু ১৭২৬ সাল) মুসনাদ গ্রন্থের একটি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেছেন, আর যাইনুদ্দীন উমার ইবনু আহমাদ শাম্মা হালাবী এ গ্রন্থ থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ নিয়ে আল মুন্তাক্বা মিন মুসনাদি আহমাদ নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আবু বাক্‌র্ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ এটিকে পুনঃসম্পাদিত করে মূল বর্ণনাকারীদের নামসমূহের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস অনুযায়ী হাদীসগুলোকে সাজিয়ে দিয়েছেন। নাসিরুদ্দীন ইবনু যুরাইক মুছান্নাফ পদ্ধতিতে এ গ্রন্থটির আরেকটি

---

[৪৭] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৮৩–৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন, অন্যদিকে আবুল হাসান হাইছামী এ গ্রন্থের সেসব হাদীস একত্রিত করেছেন যা সাধারণভাবে গৃহীত হাদীসের ছয়টি গ্রন্থে পাওয়া যায় না।[৪৮]

মুসনাদ বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থাবলী

তায়ালিসী ও ইবনু হাম্বলের ন্যায় আরো অনেকে একই পদ্ধতিতে মুসনাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন, তবে তাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর খুঁটিনাটি বিষয়াবলীতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এসব মুহাদ্দিসের মধ্যে রয়েছেন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ ইবনু হুমাইদ (মৃত্যু ৮৬৩ সাল), আবু আওয়ানাহ (মৃত্যু ৯২৯ সাল), ইবনু আবী শাইবাহ (মৃত্যু ৮৪৯ সাল), ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (মৃত্যু ৮৫২ সাল), হুমাইদী (মৃত্যু ৮৩৪ সাল) ও আবু ইয়া'লা (মৃত্যু ৯১৯ সাল) প্রমুখ রহ.।

মুসান্নাফ গ্রন্থাবলী

মুসনাদ গ্রন্থের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কলন হলো মুসান্নাফ। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সঙ্কলনসমূহ মূলত এ প্রকৃতির গ্রন্থ; যেমন ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ এবং ইমাম নাসাঈ, আবু দাউদের সুনান গ্রন্থাবলী। প্রথম দিকের মুসান্নাফ গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াকী (মৃত্যু ৮১২ সাল)-এর মুসান্নাফ গ্রন্থের কথা আমরা কেবল পরবর্তী পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতির মাধ্যমে জানতে পারি।[৪৯]

মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক

সর্বপ্রাচীন যে মুসান্নাফ গ্রন্থটি আজো টিকে আছে তা হলো ইয়েমেনের সানা'র অধিবাসী আবু বাক্র্ আব্দুর রাজ্জাক ইবনু হুমাম (৭৪৩–৮২৬)-এর মুসান্নাফ। ভারতের হাদীস বিশেষজ্ঞ হাবীবুর রহমান আজমী গ্রন্থটিকে দক্ষতার সাথে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।

আব্দুর রাজ্জাক বিশ বছর বয়সে হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি মা'মারের সংস্পর্শে সাত বছর অবস্থান করে তার নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞানার্জন করেন এবং ইবনু জুরাইজের ন্যায় প্রথম সারির অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে তিনি নিজেই তার সময়ের হাদীস শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী

---

[৪৮] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৮৫–৬।

[৪৯] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৮৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্যক্তিবর্গের একজনে পরিণত হন। পরবর্তী কালের অনেক লেখকই তার প্রতি তাদের ঋণের কথা স্বীকার করেছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাঈন ও আহমাদ ইবনু হাম্বলের ন্যায় হাদীস বিশারদগণ। বলা হয়ে থাকে যে, আব্দুর রাজ্জাকের সাথে সাক্ষাৎ করার লক্ষ্যে যে পরিমাণ লোক সফর করেছে, নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের জন্য আর কখনো এতো বিপুল সংখ্যক লোক সফর করেনি। আইন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে যেভাবে বিভিন্ন অধ্যায়কে ভাগ করা হয়, আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্কলন গ্রন্থটিকেও সেভাবে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তু অনুযায়ী হাদীস সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়টি হলো শামায়েল সংক্রান্ত এবং সর্বশেষ হাদীসটি হলো নাবী ﷺ-এর চুলের বর্ণনা সম্পর্কে।[৫০]

মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবাহ

আব্দুর রাজ্জাকের মুসান্নাফের তুলনায় আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আবী শাইবাহ (মৃত্যু ৮৪৯ সাল)-এর মুসান্নাফ গ্রন্থটি অধিকতর ব্যাপক। খলিফা মানসুরের শাসনামলে তার দাদা ওয়াসিতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ পরিবারে জন্ম নিয়েছেন বহু হাদীস বিশারদ। কুফায় অবস্থান করে তিনি নিজেই আবু যুর‘আহ, বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ ইবনু হাম্বলের ন্যায় প্রথম সারির মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মুছান্নাফ গ্রন্থটি– যাকে হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়– সম্প্রতি তের খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।[৫১]

সহীহ বুখারী

হাদীস সঙ্কলনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুসান্নাফ গ্রন্থ হলো ইমাম বুখারীর আল জামিউস সহীহ। এ সঙ্কলকের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি বালখ, মারভ, নিশাপুর, হিজাজ, মিশর ও ইরাকের ন্যায় দূরদূরান্তে বসবাসরত সহস্রাধিক হাদীস বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে তিনি জ্ঞানার্জন করেছেন। প্রত্যেকটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ইমাম বুখারী সালাতে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতেন। প্রত্যেকটি শব্দ লিখার পূর্বে তিনি তা যথার্থতার সাথে মূল্যায়ন করে নিতেন। এ সহীহ গ্রন্থ রচনার পেছনে তিনি তার জীবনের এক-চতুর্থাংশেরও বেশী সময় ব্যয় করেছেন। মুসলিমরা এ গ্রন্থটিকে হাসীস

---

[৫০] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৮৭–৮৮।

[৫১] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ মনে করে।

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী ৮১০ খ্রিস্টাব্দে বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত। তার পূর্বপুরুষ বারদিযবাহ ছিলেন বুখারার সংলগ্ন এলাকার একজন কৃষক। মুসলিমরা ঐ এলাকা জয় করার পর তাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। বারদিযবাহ-এর পুত্র মুগীরা নাম ধারণ করে বুখারার মুসলিম গভর্নর ইয়ামান জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং গভর্নরের বংশনামের সাথে মিলিয়ে তিনিও 'জু'ফী' পদবী অর্জন করেন। মুগীরার পুত্র ইবরাহীম (ইমাম বুখারীর দাদা)-এর ইসমাঈল নামে এক পুত্র সন্তান ছিল যিনি একজন মহান দ্বীনদার ও খ্যাতিমান হাদীস বিশারদে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি মালিক ইবনু আনাস, হাম্মাদ ইবনু যাইদ ও ইবনুল মুবারকের ন্যায় বেশ কয়েকজন বিখ্যাত হাদীসবিশারদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন।[৫২] নীতিবান স্বভাবের অধিকারী এ মনীষীর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছিলেন যে, তার মালিকানায় এমন একটি পয়সাও নেই যা তিনি নিজের সৎ শ্রমের মাধ্যমে অর্জন করেননি।

সমকালীন বহু বিশেষজ্ঞের ন্যায় ইমাম বুখারীও তার মায়ের তত্ত্বাবধানে নিজ শহরে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। মাত্র এগারো বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে হাদীস শাস্ত্রের অধ্যয়নে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। ছয় বছরে তিনি বুখারার সকল মুহাদ্দিসের জ্ঞান আয়ত্ত করে ফেলেন। পাশাপাশি যেসব বই-পুস্তক সেখানে সুলভ ছিল তিনি সেগুলোর জ্ঞানও অর্জন করে ফেলেন। ইমাম বুখারী শুধু বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাবলীর হাদীসসমূহই মুখস্ত করেননি, পাশাপাশি তিনি বর্ণনাসূত্রে উল্লিখিত সকল বর্ণনাকারীর জন্ম-মৃত্যুর স্থান-কাল ইত্যাদি সহ পুরো জীবন বৃত্তান্তও মুখস্ত করে ফেলেন। তারপর হজ্জের উদ্দেশ্যে তিনি মা ও ভাইকে নিয়ে মক্কা গমন করেন। পবিত্র মক্কা নগরী থেকে তিনি হাদীসের সন্ধানে একের পর এক ভ্রমণ শুরু করেন। এ সফরে তিনি ইসলামী শিক্ষার সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে গিয়ে যেখানে যতোদিন থাকা প্রয়োজন সেখানে ততোদিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি মুহাদ্দিসদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের জানা সকল হাদীস শেখেন এবং তার নিজের জ্ঞান তাদের নিকট পৌঁছে দেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি বসরায় চার-পাঁচ বছর এবং হিজাযে ছয় বছর অবস্থান করেন। তিনি দু'বার মিশর ও অসংখ্য বার কুফা ও বাগদাদ সফর করেন।[৫৩]

---

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৭।

[৫৩] মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারী, পৃ, ৫৬৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইমাম বুখারীর এ ভ্রমণ প্রায় চার দশক ধরে চলতে থাকে। ৮৬৪ সালে তিনি মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত শহর নিশাপুর আসেন যেখানে তাকে তার স্তরের মুহাদ্দিসের জন্য উপযুক্ত বিশাল সংবর্ধনা দেয়া হয়। এখানে তিনি হাদীসের পাঠদানে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া যুহালীর প্রতিযোগিতার দরুন তিনি নিশাপুর ছাড়তে বাধ্য হন; কারণ খালিদ ইবনু আহমাদ যুহালীর প্রাসাদে হাদীসের ওপর পাঠদানের জন্য তাকে অনুরোধ করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বুখারার নিকটবর্তী গ্রাম খারতাঙ্ক-এর অধিবাসীদের অনুরোধে তিনি নিশাপুর ছেড়ে সেখানে চলে যান এবং ৮৭০ সালে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।[৫৪]

ইমাম বুখারীর সারা জীবনের আচরণে একজন দ্বীনদার মুসলিম বিশেষজ্ঞের চরিত্রের বহি.প্রকাশ ঘটেছে। দ্বীনি দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি ব্যাবসার মাধ্যমে নিজের জীবিকা উপার্জন করতেন, আর এ ক্ষেত্রে তার সততা ছিল প্রবাদতুল্য। মূলত তার আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয়িত হতো ছাত্র ও গরীবদের কল্যাণে। বলা হয়ে থাকে যে, রেগে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকলেও তিনি কখনো কারো প্রতি বদ মেজাজ প্রদর্শন করেননি; মনের ভেতর তিনি কারো প্রতি বিদ্বেষও পোষণ করতেন না। এমনকি যাদের কারণে তাকে নিশাপুর ছাড়তে হয়েছে তাদের প্রতিও তিনি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করেননি।[৫৫]

কর্মজীবনের সূচনা লগ্ন থেকেই ইমাম বুখারী বিস্ময়কর প্রতিভার বহু নিদর্শন দেখিয়েছেন। বলা হয়ে থাকে যে, এগারো বছর বয়সে তিনি তার শিক্ষকের একটি ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তরুণ ছাত্রের স্পর্ধা দেখে শিক্ষক হেসে দিলেও বুখারী তার সংশোধনীর ওপর অটল থাকেন এবং শিক্ষককে তার গ্রন্থ খুলে দেখার অনুরোধ জানান; গ্রন্থ খোলার পর ছাত্রের বক্তব্যই সঠিক প্রমাণিত হয়।

বিভিন্ন সময় ইমাম বুখারীর জ্ঞানের কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয়েছে, আর তা ছিল সে সময়ের কঠোরমনা বিশেষজ্ঞদের গৃহীত একটি সাধারণ রীতি। সেসব পরীক্ষার সব ক'টিতেই তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার এক গণ সমাবেশে বাগদাদের দশ জন মুহাদ্দিস এক শ' হাদীসের বর্ণনাসূত্র ও বিষয়বস্তু রদবদল করে ইমাম বুখারীর সামনে পাঠ করেন এবং তাকে সেসব হাদীসের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন।

---

[৫৪] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৯০।

[৫৫] ইরশাদুস সারী, খণ্ড ১, পৃ, ৪৪ পাদটীকা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইমাম বুখারী তাদের পঠিত হাদীসের ব্যাপারে প্রথমে তার অজ্ঞতা স্বীকার করেন। তারপর তিনি সংশ্লিষ্ট সবগুলো হাদীসের বিশুদ্ধ রূপ পাঠ করে শুনিয়ে দেন এবং বলেন যে, সম্ভবত তার প্রশ্নকারীরা অসাবধানতাবশত সেসব হাদীস ভুলভাবে পাঠ করেছেন। সমরকন্দে একই পদ্ধতিতে চার শ' ছাত্র ইমাম বুখারীর জ্ঞানের পরীক্ষা নিয়েছেন এবং সেসব ছাত্র হাদীসের কোনো কোনো স্থানে নিজেদের পক্ষ থেকে কী কী শব্দ ঢুকিয়েছেন তিনি তা নির্ভুলভাবে তুলে ধরেন। পুনপুন, এসব পরীক্ষা এবং এসব পরীক্ষায় ইমাম বুখারীর সফলতার ফলে আহমাদ ইবনু হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনি, আবু বাক্‌র্ ইবনু আবী শাইবাহ, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ প্রমুখের ন্যায় সমকালীন যেসব প্রথম সারির মুহাদ্দিসগণের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন তারা সবাই তাকে সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[৫৬]

১৮ বছর বয়সে মদীনায় অবস্থানকালে ইমাম বুখারী গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। সে সময় তিনি প্রথম দিকের দু'টি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। একটি গ্রন্থে ছিল সাহাবী ও তাবি'ঈদের মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ, আর অপর গ্রন্থে ছিল তার সময়কার গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বর্ণনাকারীদের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত। তারপর তিনি অন্যান্য বিষয়ের ওপর বিপুল সংখ্যক সঙ্কলন প্রস্তুত করেন। মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারী, ইরশাদুস সারী ও আল ফিহরিস্ত গ্রন্থে ইমাম বুখারীর রচনাবলীর একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

সহীহ গ্রন্থটি– যা সর্বসাধারণ্য সহীহ বুখারী নামে পরিচিত– তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণিত আছে যে, গ্রন্থকারের ৯০,০০০ ছাত্র তার নিকট থেকে এ গ্রন্থের পাঠ শুনেছেন। প্রায় সকল মুহাদ্দিসের মতে এটি হলো হাদীস সঙ্কলনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।[৫৭]

ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (৭৮২–৮৫২)-এর একটি আকস্মিক মন্তব্য থেকে ইমাম বুখারী উক্ত সহীহ গ্রন্থ সঙ্কলনের একটি ধারণা পেয়েছিলেন। ইসহাক বলেছিলেন যে, তিনি চান কোনো এক মুহাদ্দিস যেন এমন একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সর্বব্যাপী গ্রন্থ সঙ্কলন করে যাতে শুধু বিশুদ্ধ হাদীসসমূহই স্থান পাবে। এ মন্তব্য ইমাম বুখারীর কল্পনাকে চাঙ্গা করে দেয়। অতঃপর তিনি অদম্য শক্তি ও যত্ন সহকারে কাজ শুরু করে দেন। তার জানা সবগুলো হাদীস তিনি নিখুঁততভাবে যাচাই করে তার নিজের উদ্ভাবিত মুল্যায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী সেসব হাদীসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে দেখেন। অতঃপর হাদীসের

[৫৬] ইরশাদুস সারী, খণ্ড ১, পৃ, ৩৬ পাদটীকা।

[৫৭] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৯২–৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

৬,০০,০০০ বর্ণনা থেকে ৯,০৮২টি হাদীস বেছে নেন। পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে তার বাছাইকৃত হাদীসের প্রকৃত সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২,০৬২টি।[৫৮] তিনি সেসব হাদীসকে বিষয়বস্তু অনুযায়ী স্বতন্ত্র শিরোনামের অধীনে বিন্যস্ত করেন; অধিকাংশ শিরোনাম নেয়া হয়েছে কুরআন থেকে আর কিছু ক্ষেত্রে শিরোনাম নেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট হাদীস থেকে।

যেহেতু ইমাম বুখারী তার গ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করেননি যে, হাদীসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য তিনি মূল্যায়নের কী কী নিয়ম প্রয়োগ করেছেন, কিংবা তিনি যেহেতু এ গ্রন্থ প্রণয়নের নেপথ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেননি সেহেতু পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞগণ গ্রন্থের মূলপাঠ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। হাযিমী তার শুরূতুল আয়িম্মাহ গ্রন্থে, ইরাকী তার আলফিয়্যাহ গ্রন্থে, আইনী ও কাস্তালানী সহীহ বুখারীর ওপর স্ব স্ব ভাষ্যের ভূমিকায় এবং ইবনুস সালাহ এর ন্যায় অন্যান্য লেখকবৃন্দ বুখারীর উপস্থাপিত তথ্য থেকে তার ব্যবহৃত মূলনীতিসমূহ বের করে আনার প্রয়াস চালিয়েছেন।[৫৯]

ইমাম বুখারীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শুধু বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ একসাথে সংগ্রহ করে দেয়া। কোনো বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে ইমাম বুখারী ঠিক তখনই তার গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন যখন তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, তিনি সেসব হাদীস নিজ শিক্ষকের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য দ্ব্যর্থক হলে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হতেন যে, তাদের শিক্ষকের সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়টি প্রামাণ্য এবং তারা কোনো অসতর্ক মন্তব্য করেছেন বলে জানা যায় না। তবে এটা ধরে নেয়া ভুল হবে যে, সহীহ বুখারী গ্রন্থটি ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কয়েক জায়গায় বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি যে মতামত দিয়েছেন তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং হাদীস বিশারদগণ তা উল্লেখ করে দিয়েছেন। ইমাম দারাকুতনী (৯১৮–৯৯৫) তার আল ইসতিদরাক ওয়াত তাতাব্বু' নামক গ্রন্থে সহীহ বুখারীর প্রায় দু' শত হাদীসের দুর্বলতা দেখানোর চেষ্টা করেছেন; ইমাম জাযায়েরী তার তাওজীহুন নাজার গ্রন্থে তার সারাংশ পেশ করেছেন।[৬০] জালালুদ্দীন সুয়ূতীর মতে ৮০ জন বর্ণনাকারী ও ১১০টি হাদীসের

[৫৮] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৮৯।

[৫৯] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৯৩।

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃ, ৯৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। সমালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ ভুল বা মিথ্যা প্রমাণিত না হলেও সেগুলো ইমাম বুখারীর নির্ধারিত উচ্চ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়নি।[৬১] দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইমাম তিরমিযী বলেন, 'ইবনু আবী লাইলা'র হাদীসসমূহকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বলেছেন, 'ইবনু আবী লাইলা একজন সাদূক (সত্যবাদী)'। তবে আমি তার নিকট থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করি না, কারণ তিনি তার প্রামাণ্য ও দুর্বল বর্ণনাসমূহের মধ্যে পার্থক্য করতে জানেন না। কারো অবস্থা এরূপ হলে আমি তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করি না।'[৬২] দামেশকের আবু মাসঊদ এবং আবু আলী গাস্‌সানীও সহীহ বুখারীর কিছু বর্ণনার সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে বদরুদ্দীন আইনী তার বিখ্যাত ভাষ্যে এ গ্রন্থের কতিপয় বিষয়ের ত্রুটি তুলে ধরেছেন।

সহীহু মুসলিম

ইমাম বুখারীর সহীহ্ গ্রন্থটি হাদীস সাহিত্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নয়। প্রায় একই সময়ে আরেকটি সহীহ্ গ্রন্থ প্রণীত হচ্ছিল যাকে কেউ কেউ সহীহ্ আল বুখারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর মনে করেছেন; কারো কারো দৃষ্টিতে তা বুখারীর গ্রন্থটির সমমানের, আর অধিকাংশের দৃষ্টিতে তার অবস্থান সহীহ বুখারীর পরপরই। এ গ্রন্থটি হলো নিশাপুরের আরব কুশাইরী বংশোদ্ভূত মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনু মুসলিম-এর সহীহ।

ইমাম মুসলিমের বাল্য জীবন সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। খুবই অল্প বয়সে প্রথাগত জ্ঞানসমূহে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করে তিনি হাদীস শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ব্যাপক সফরে নেমে পড়েন এবং পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি তার সময়ের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসদের অধিকাংশের পাঠদানে উপস্থিত হয়েছিলেন; তাদের মধ্যে ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, আহমাদ ইবনু হাম্বল, উবাইদুল্লাহ কাওয়ারীরী, শুয়াইহ ইবনু ইউনুস, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ ও হামালাহ ইবনু ইয়াহ্ইয়ার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিশাপুরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে একটি ছোট্ট ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করেন

---

[৬১] তাদরীবুর রাবী, খণ্ড ১, পৃ, ১৩৪। দেখুন স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৯২।

[৬২] সুনানুত তিরমিযী, খণ্ড ২, পৃ, ১৯৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এবং বাকি সময়টুকু নাবী ﷺ-এর সুন্নাহর খেদমতে নিয়োজিত করেন। তিনি ৮৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

বলা হয়ে থাকে যে, তার চরিত্র ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া যুহালীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে যখন অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ইমাম বুখারীকে পরিত্যাগ করেন, তখন ইমাম মুসলিম বুখারীকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ প্রদান করেন। আর এর মাধ্যমে সত্যের প্রতি তার নির্ভীক আনুগত্যের দৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।[৬৩] বুখারীর ন্যায় তিনিও হাদীস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও পুস্তক রচনা করেছেন। ইবনুন নাদীম হাদীস বিষয়ে তার পাঁচটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। হাজী খলিফা অবশ্য হাদীস শাস্ত্রের ওপর তার আরো অনেকগুলো গ্রন্থের নাম যোগ করে দিয়েছেন। সহীহ্ গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি আড়াই লক্ষ হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা থেকে মাত্র চার হাজার হাদীস বেছে নিয়েছেন; মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতভাবে এসব হাদীসকে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম বুখারীর ন্যায় মুসলিমও একটি হাদীসকে তখনই সহীহ্ মনে করতেন যখন তা পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে একটি নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে তার নিকট পৌঁছতো এবং যখন তা একই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতো ও সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকতো। তিনি হাদীসের একটি ত্রিবিধ শ্রেণীবিন্যাসকে গ্রহণ করেছিলেনঃ

প্রথমত, কিছু বর্ণনা ছিল এমন যা সৎ ও দৃঢ়চেতা বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথে খুব একটা বিপরীতধর্মী নয় এবং যার বর্ণনাকারীগণ স্ব স্ব বর্ণনায় বোধগম্য পর্যায়ের কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেননি।

দ্বিতীয়ত, কিছু হাদীস ছিল এমন যার বর্ণনাকারীগণ প্রখর স্মৃতিশক্তি ও বর্ণনার দৃঢ়তার জন্য খুব একটা খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হননি।

তৃতীয়ত, কিছু হাদীস ছিল এমন কিছু লোকের বরাতে বর্ণিত যাদের নির্ভরযোগ্যতাকে সকল বা অধিকাংশ মুহাদ্দিসই প্রশ্নবিদ্ধ আখ্যায়িত করেছেন।

---

[৬৩] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৯৭–৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইমাম মুসলিমের মতে তার গ্রন্থের বেশীর ভাগ হাদীস প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; প্রথম শ্রেণীর হাদীসের সমর্থনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু হাদীস সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, আর তৃতীয় শ্রেণীর হাদীসসমূহকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।[৬৪]

সহীহ্ গ্রন্থটির রচনা সম্পন্ন করার পর মন্তব্যের জন্য ইমাম মুসলিম তা বিখ্যাত মুহাদ্দিস রাইয়ের আবু যুর'আহ্‌র নিকট পেশ করেন। আবু যার'আহ গ্রন্থটিকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, অতঃপর যা কিছু তার দৃষ্টিতে ক্রটিপূর্ণ মনে হয়েছে ইমাম মুসলিম তার প্রত্যেকটিকে বাদ দিয়ে কেবল সেসব হাদীস রেখে দিয়েছেন যেগুলোকে তিনি বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করেছেন।

এভাবে যত্নের সাথে ইমাম মুসলিম কর্তৃক সঙ্কলিত ও আবু যার'আহ কর্তৃক সংশোধিত হওয়ায় সহীহু মুসলিম গ্রন্থটি সহীহ বুখারীর পর সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হাদীস সঙ্কলন হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। বিষয়বস্তু বিন্যাসের বিস্তৃতির দিক দিয়ে এ গ্রন্থটি সহীহ্ বুখারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থের স্বীকৃতি লাভ করেছে। কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে এ গ্রন্থটি সব দিক দিয়ে সহীহ্ বুখারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর।

ইমাম মুসলিমের পর আরো কতিপয় বিশেষজ্ঞও সহীহ গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনু খুযাইমাহ (মৃত্যু ৯২৫ সাল), আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান (মৃত্যু ৯৬৫ সাল) প্রমুখ।[৬৫] অবশ্য তাদের কেউই ইমাম বুখারী ও মুসলিমের ন্যায় মুসলিম জনতার মধ্যে ততোটা স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করতে সমর্থ হননি।[৬৬]

সুনান গ্রন্থাবলী

সুনান গ্রন্থাবলী হাদীস সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শাখা দখল করে আছে। ইসলামের একেবারে শুরু থেকে মুহাদ্দিসগণ ঐতিহাসিক (মাগাযী) প্রকৃতির বর্ণনাসমূহের তুলনায় আইন ও আকীদাহ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাদের যুক্তি ছিল, ঠিক কোন তারিখ নাবী ﷺ বদর থেকে ফিরে এসেছিলেন তা জানার মধ্যে মুসলিমদের কোনো বাস্তব উপযোগিতা নেই। তারা অনুভব করেছিলেন যে, মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে সেসব বিষয় থাকা উচিত যা মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, যেমন—উদূ, সালাত,

---

[৬৪] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৯৯–১০০।

[৬৫] শারহু সহীহ মুসলিম, পৃ, ৮।

[৬৬] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১০১ ও স্টাডি আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com লজি, পৃ, ৯২–৩।

ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে ইত্যাদি।

হিজরী তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর দৈনন্দিন জীবন ঘনিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসের ওপর গুরুত্বারোপের প্রবণতা আরো বেড়ে যায়। অধিকাংশ মুহাদ্দিসই শুধু সুনান সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সঙ্কলন করেছেন। যেমন আবু দাউদ সিজিস্তানী, তিরমিযী, নাসাঈ, দারিমী, ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী ও আরো বেশ কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসের সুনান গ্রন্থাবলী।[৬৭]

সুনানু আবী দাউদ

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সঙ্কলনসমূহের মধ্যে অন্যতম এ গ্রন্থটি হলো আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস সিজিস্তানীর কীর্তি; যার ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ গ্রন্থের জন্য চার হাজার আট শ' হাদীস বেছে নিয়েছেন। তারসুসে এ কাজ সম্পন্ন করতে তার বিশ বছর সময় লেগে গিয়েছিল।[৬৮]

আবু দাউদ ছিলেন আযদ গোত্রের ইমরানের বংশধর যিনি সিফ্ফীনের যুদ্ধে আলী ﷺ-এর পক্ষে অবস্থানকালে নিহত হয়েছিলেন। আবু দাউদ ৮১৭ সালে খুরাসানের সুপরিচিত এলাকা সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর দশ বছর বয়সে তিনি নিশাপুরের একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আসলাম (মৃত্যু ৮৫৬)-এর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি বসরায় চলে যান এবং হাদীস প্রশিক্ষণের অধিকাংশই সেখানে লাভ করেন। ৮৩৮ সালে কুফা পরিদর্শন করে সেখান থেকে হাদীসের সন্ধানে তিনি একের পর এক ভ্রমণে নেমে পড়েন। এ প্রক্রিয়ায় হিজায, ইরাক, পারস্য, সিরিয়া ও মিশর ভ্রমণ করে তিনি সমকালীন প্রথম সারির অধিকাংশ মুহাদ্দিসের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের নিকট থেকে হাদীসের অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন।[৬৯]

এসব ভ্রমণের অংশ হিসেবে আবু দাউদ নিয়মিত বাগদাদ মহানগরীতে যেতে থাকেন। একবার সেখানে অবস্থানকালে বিখ্যাত সেনাপতি ও খলিফা মু'তামিদের ভাই আবু আহমাদ মুওয়াফ্ফাক তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। আবু দাউদ তার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে মুওয়াফ্ফাক তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেন। প্রথমত,

[৬৭] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১০২।

[৬৮] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ১০০।

[৬৯] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১০৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনি আবু দাউদকে বসরায় অবস্থান করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চান, কারণ ঝঞ্ঝা-বিদ্রোহের ফলে বসরা তখন পরিত্যক্ত নগরীতে পরিণত হয়েছিল। আশা করা যায়, বিখ্যাত বিদ্বানবর্গ ও তাদের ছাত্রবৃন্দ বসরায় স্থানান্তরিত হলে নগরটি আবার জনবহুল হয়ে ওঠবে।[৭০] দ্বিতীয়ত, তিনি আবু দাউদকে তার পরিবারের সদস্যদের পড়ানোর জন্য অনুরোধ জানাতে চান। তৃতীয়ত, তিনি চান আবু দাউদ যেন তার পরিবারের সদস্যদেরকে বিশেষভাবে পাঠদান করেন, যেখানে সাধারণ ছাত্ররা অংশগ্রহণ করবে না। আবু দাউদ প্রথম দু'টি অনুরোধ গ্রহণ করেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রাখার ক্ষেত্রে তিনি তার অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। তার দৃষ্টিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সকলেই সমান এবং আবু দাউদ ধনী ও গরীব ছাত্রদের মধ্যে কোনো প্রকার তারতম্য বরদাশত করবেন না। ফলে মুওয়াফ্‌ফাকের ছেলেরাও অন্যান্য আগ্রহী ছাত্রদের পাশাপাশি আবু দাউদের পাঠচক্রে উপস্থিত হতো।

তাজুদ্দীন সুবকী কর্তৃক সংরক্ষিত এ গল্পটি শুধু এ বিষয়েরই প্রমাণ বহন করে না যে, একজন বিদ্বান ও নীতিবান ব্যক্তি হিসেবে আবু দাউদ ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছিলেন, বরং তিনি সর্বশেষ কখন বসরায় বসতি স্থাপন করেছিলেন তা থেকে এ বিষয়েরও একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এটি ৮৮৩ সালের পূর্বে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ঐ বছরই ঝঞ্ঝা-বিদ্রোহ চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়েছিল। ৮৮৮ সালে আবু দাউদ ৭৩ বছর বয়সে বসরায় মৃত্যুবরণ করেন।[৭১]

হাদীসের বিশ্বকোষতুল্য জ্ঞান, অবিকল মনে রাখার স্মৃতিশক্তি, সদ্ব্যবহার ও দয়ার জন্য তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। হাদীস ও আইন-কানুন বিষয়ে তার সর্বাধিক খ্যাতনামা গ্রন্থসমূহের অন্যতম হলো সুনান। এটি শুধু হাদীস সাহিত্যে সর্বপ্রথম সুনান গ্রন্থ হিসেবেই স্বীকৃত নয়, বরং একে সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ গ্রন্থটিকে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।[৭২]

সংগৃহীত হাদীস পুনরায় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আবু দাউদ যদিও তার পূর্বসূরীদের অনুসৃত সতর্কতা ও যথার্থতা ধরে রেখেছিলেন, তবুও হাদীস নির্বাচনের মাণদণ্ডের ব্যাপারে তিনি তার পূর্বসূরীদের সাথে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। সুনান গ্রন্থে

[৭০] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৯৯।

[৭১] স্টাডিজ ইন হাদীস লিটারেচার, পৃ, ৯৯।

[৭২] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১০৪–৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিনি শুধু সহীহ হাদীসকেই সন্নিবিষ্ট করেননি, বরং এমন কিছু হাদীসও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী দুর্বল বা সংশয়পূর্ণ। তিনি শুধু সেসব বর্ণনাকারীর ওপরই নির্ভর করেননি যাদেরকে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে; তিনি সেসব বর্ণনাকারীর ওপরও নির্ভর করেছেন যাদের ব্যাপারে কিছু সমালোচনা রয়েছে। তার মতে, খুব বেশী দুর্বল না হলে একটি দুর্বল হাদীসও বিশেষজ্ঞদের ব্যক্তিগত মতের তুলনায় উত্তম।[৭৩] এটি অনিবার্যরূপে তার গ্রন্থের কোনো ত্রুটি নয়, কারণ শু'বার ন্যায় কতিপয় হাদীস বিশারদ বর্ণনাকারীদের সমালোচনায় অতিরিক্ত কঠোর ছিলেন। তা সত্ত্বেও আবু দাউদ তার জ্ঞান অনুযায়ী ফিকহের প্রত্যেকটি বিষয়ে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীস সংগ্রহ করার পাশাপাশি সেসব উৎসও উল্লেখ করে দিয়েছেন যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ তার নিকট পৌঁছেছে; সাথে সাথে তিনি সেসব হাদীসের বিভিন্ন সংস্করণও উল্লেখ করেছেন। তিনি যেসব হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনো হাদীসের ত্রুটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি কোনো পাঠের আপেক্ষিক মূল্য কতটুকু তাও বর্ণনা করেছেন। অবশ্য যেসব হাদীসকে তিনি বিশুদ্ধ মনে করেছেন সেগুলোকে তিনি সম্পূর্ণ মন্তব্যহীন রেখে দিয়েছেন; তাছাড়া তিনি প্রায়শ দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে শুধু সেটুকু অংশই উল্লেখ করেছেন যা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সাথে প্রাসঙ্গিক।

কয়েকটি হাদীস প্রসঙ্গে আবু দাউদের নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে আমরা তার হাদীস মূল্যায়নের পদ্ধতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারিঃ

> 'আবু দাউদ বলেন, এটি একটি অপ্রামাণ্য (মুনকার) হাদীস। সন্দেহ নেই যে, ইবনু জুরাইজ যিয়াদ ইবনু সা'দ থেকে, তিনি যুহরী থেকে এবং তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন যে নাবী ﷺ তালপাতার একটি আংটি পরিধান করে আবার এক সময় তা পরিত্যাগ করেছিলেন।'
>
> এ হাদীসের মধ্যকার ভুলের জন্য হুমামকে দায়ী করতে হবে, কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি।[৭৪]

আরেকটি হাদীসের বেলায় দু'টি সংস্করণ উল্লেখ করে তিনি বলেন,

---

[৭৩] স্টাডিজ ইন হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১০১।

[৭৪] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ১, পৃ, ৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'আনাসের বর্ণনাটি অন্যদের বর্ণনার তুলনায় অধিকতর সঠিক।'[৭৫]

এই সুনান গ্রন্থকার যেহেতু এমন সব হাদীস সংগ্রহ করে দিয়েছেন যা আর কেউই একত্রিত করতে পারেনি, তাই বিভিন্ন মাযহাবের অসংখ্য বিশেষজ্ঞ– বিশেষত ইরাক, মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অংশে– এ গ্রন্থটিকে একটি বিশুদ্ধ কীর্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৭৬] সর্বাধিক পরিমাণ আইন সংক্রান্ত হাদীস স্থান পেয়েছে সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে।[৭৭]

এ গ্রন্থের ওপর অনেকগুলো ভাষ্য রচনা করা হয়েছে; তন্মধ্যে সর্বোত্তম ভাষ্যটি হলো শামসুল হক আযীমাবাদীর আওনুল মা'বুদ শারহু সুনানু আবী দাউদ। সম্প্রতি আহমাদ শাকিরের সম্পাদনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ভাষ্য কায়রো থেকে ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে মুনযিরী ও ইবনুল কাইয়িমের ব্যাখ্যাসমূহ স্থান পেয়েছে।[৭৮]

সুনানুত তিরমিযী

হাদীস মুল্যায়নের ক্ষেত্রে আবু দাউদ যেসব সাধারণ নীতিমালা গ্রহণ করেছিলেন, তারই ছাত্র আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা ইবনু সাওরাহ ইবনু মূসা দাহ্হাক তিরমিযী সেগুলোকে আরো উন্নত রূপ দিয়ে তার আল জামি' গ্রন্থে প্রয়োগ করেছেন। এ গ্রন্থে আইন, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক বিপুল পরিমাণ হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে, যেগুলোকে মূলধারার আইনবিদগণ ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী ৮২১ সালে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। হাদীসের সন্ধানে ব্যাপক সফরকালে তিনি ইরাক, পারস্য ও খুরাসানের ইসলামী শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করেন। সেসব কেন্দ্রে তিনি বুখারী, মুসলিম, ও আবু দাউদ প্রমুখের ন্যায় বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের সাহচর্য লাভে সক্ষম হন। ৮৬২ সালে তিনি খুরাসান প্রদেশে তার নিজ শহরে ফিরে এসে জামি' গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ রচনা করতে প্রায় বিশ বছর লেগে গিয়েছিল। ৮৯২ সালে আবু ঈসা তিরমিয এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন।[৭৯]

---

[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ, ৩২–৩।

[৭৬] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১০৫–৭।

[৭৭] স্টাডিজ ইন হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১০১।

[৭৮] প্রাগুক্ত।

[৭৯] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আবু দাউদের ন্যায় তিরমিযীও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও হুবহু মনে রাখার মতো স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। অনেকবার তার এ স্মৃতিশক্তির কড়া পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। বর্ণিত আছে যে, তার সফরের প্রথম দিকে এক মুহাদ্দিস তাকে দিয়ে কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন, যা লিখতে ষোল পৃষ্ঠা কাগজের প্রয়োজন পড়েছিল। কিন্তু পুনরায় পাঠ করার পূর্বে তিরমিযী ঐ কাগজগুলো হারিয়ে ফেলেন। কিছুদিন পর তিনি ঐ মুহাদ্দিসের সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ করে কিছু হাদীস পাঠ করে শোনানোর জন্য তাকে অনুরোধ করেন। শিক্ষক বললেন যে, তিনি তার পাণ্ডুলিপি থেকে সেসব হাদীস পড়ে শোনাবেন যা তিনি পূর্বের সাক্ষাতের সময় তিরমিযীকে দিয়ে লিখিয়েছেন এবং তিরমিযী যেন তার লিখিত নোটসমূহের সাথে তার বক্তব্যকে মিলিয়ে দেখেন। তিনি তার লিখিত কাগজগুলো হারিয়ে ফেলেছেন– এ কথা না বলে তিরমিযী কিছু খালি কাগজ হাতে নিয়ে সেগুলোর দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন সেখানে তার পূর্বের লেখাসমূহ রয়েছে; এমতাবস্থায় শিক্ষক তার গ্রন্থ পাঠ করতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শিক্ষক তার চালাকি ধরে ফেলেন এবং তার আচরণে রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। তবে তিরমিযী ব্যাখ্যা করে বললেন যে, তিনি তাকে দিয়ে যা কিছু লিখিয়েছিলেন তার প্রত্যেকটি শব্দ তিনি মুখস্থ করে ফেলেছেন। শিক্ষক তাকে বিশ্বাস করতে অসম্মত হন এবং তাকে তার স্মৃতি থেকে হাদীসগুলো পাঠ করে শোনাতে বলেন। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তিরমিযী কোনো ভুল না করে সবগুলো হাদীস পাঠ করে শুনিয়ে দেন। এতে শিক্ষক তিরমিযীর এ বক্তব্যের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন যে, তিনি তার লিখিত নোটসমূহকে পুনরায় পাঠ করার সুযোগ পাননি। অতঃপর শিক্ষক তার ছাত্রকে এভাবে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি অন্য চল্লিশটি হাদীস পাঠ করে শোনানোর পর তিরমিযী সেগুলো পাঠ করে শোনাবেন। তিরমিযী দ্বিধাহীন চিত্তে অক্ষরে অক্ষরে সেসব হাদীস পাঠ করে শুনিয়ে দেন। এবার শিক্ষক তার ছাত্রের বক্তব্যের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তরুণ ছাত্রের স্মৃতিশক্তি দেখে সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হন।[৮০]

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করে ইমাম তিরমিযী যে জামি' গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন তা হাদীস সাহিত্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর অন্যতম এবং বিশেষজ্ঞগণ সর্বসম্মতভাবে এটিকে হাদীসের ছয়টি প্রামাণ্য গ্রন্থের অন্যতম হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এতে প্রায় ৩৯৫৬টি হাদীস সন্নিবিষ্ট হয়েছে।[৮১] তিনি শুধু উদ্ধৃত হাদীসের মধ্যে

---

[৮০] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১০৭–৮।

[৮১] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, [illegible]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রত্যেক বর্ণনাকারীর পরিচয়, নাম, পদবী ও ডাকনাম নির্ণয় করার পেছনেই প্রচুর পরিশ্রম করেননি, বরং কোন বর্ণনাকারী কতটুকু নির্ভরযোগ্য এবং বিভিন্ন মাযহাবের আইনবিদগণ সেসব হাদীসকে কীভাবে ব্যবহার করেছেন, এসব তথ্যও তিনি উল্লেখ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। 'আবু ঈসা বলেন ...'—শীর্ষক শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে তিনি প্রায় প্রত্যেকটি হাদীসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন। নিম্নোক্ত উদাহরণে এসব সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার প্রকৃতি ও গুরুত্ব ফুটে ওঠবে।

কুতাইবাহ, হানাদ, আবু কুরাইব, আহমাদ ইবনু মানী, মাহমুদ ইবনু গাইলান ও আবু আম্মার আমাদের নিকট এ মর্মে বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াকী আ'মাশ থেকে তিনি হাবীব ইবনু আবী ছাবিত থেকে তিনি উরওয়াহ থেকে এবং আয়েশা থেকে তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে,

> একবার নাবী ﷺ তাঁর এক স্ত্রীকে চুমু দিয়ে উদূ না করেই সালাতের জন্য চলে গেলেন। উরওয়াহ আয়েশা ؓ কে জিজ্ঞেস করলেন, 'নাবী ﷺ-এর সেই স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কে হবে?' আর এতে আয়েশা ؓ হেসে দিলেন।[৮২]

আবু ঈসা বলেন,

'সাহাবী ও তাবি'ঈদের মধ্যে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি এ ধরনের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর এটি হলো সুফিয়ান ছাওরী ও কুফার আইনবিদদের অভিমত যারা মনে করেন যে, চুম্বনের ফলে উদূ ভঙ্গ হয় না। মালিক ইবনু আনাস, আওযায়ী, শাফিয়ী, আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ মনে করেন যে, চুম্বনের ফলে উদূ ভেঙ্গে যায়; আর অসংখ্য বিদ্বান সাহাবী ও তাবি'ঈর মতও এটি। আমাদের লোকজন মালিক ও আহমাদ প্রমুখ আয়েশা ؓ-এর বর্ণিত হাদীসটি অনুসরণ করেননি, কারণ ইসনাদের দিক দিয়ে এ হাদীসটি তাদের নিকট বিশুদ্ধ মনে হয়নি। আমি বসরার আবু বাক্র আত্তারকে আলী ইবনুল মাদীনির উদ্ধৃতি দিতে শুনেছি যিনি বলেছিলেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ কাত্তান এ হাদীসটিকে দুর্বল ও মূল্যহীন আখ্যায়িত করেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকেও এ হাদীসটিকে দুর্বল বলতে শুনেছি; তিনি বলেছিলেন যে, হাবীব ইবনু আবী ছাবিত কখনো উরওয়াহ থেকে কোনো হাদীস শ্রবণ করেননি। ইবরাহীম তাইমীও আয়েশা ؓ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ তাকে চুম্বন দিয়ে উদূ করেননি; কিন্তু এ হাদীসটিও বিশুদ্ধ নয়, কারণ ইবরাহীম তাইমী এ হাদীসটি আয়েশা থেকে শুনেছেন বলে জানা যায়

---

[৮২] সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ১, পৃ, ৪৩, নং ১৭৯, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ; সহীহ সুনানু আবী দাউদ, খণ্ড ১, পৃ, ৩৬, নং ১৬৫ ও আহমাআরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.comত জামিছ ছহীহ, খণ্ড ১, পৃ, ১৩৩–৪।

না। মোদ্দাকথা, এ বিষয়ে নাবী ﷺ-এর প্রতি যা কিছু আরোপ করা হয়েছে তার কোনো একটিকেও বিশুদ্ধ বলা যায় না”।[৮৩]

আবু ঈসা তার জামি‘ গ্রন্থের হাদীসসমূহের শেষে যেসব মন্তব্য যোগ করেছেন তার প্রকৃতি তুলে ধরার জন্য উপরোক্ত উদাহরণটিই যথেষ্ট। হাদীসকে তিনি সহীহ , হাসান, সহীহ হাসান, হাসান সহীহ, গারীব, দ‘ঈফ, বা মুনকার ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে সম্ভবত হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়নে জামি‘ গ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর হাসান শ্রেণীর হাদীসসমূহ। বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ইবাদাত ও দ্বীনি আইন-কানুনের অধিকাংশের ভিত্তি হলো এ শ্রেণীর হাদীস। ইমাম বুখারী, ইবনু হাম্বল ও অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ ইতোপূর্বে এ পরিভাষাটি ব্যবহার করলেও এর পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে সীমিত; তাছাড়া এর প্রয়োগও ছিল শিথিল ও অপারিভাষিক অর্থে। আবু ঈসা আইনের উৎস হিসেবে এসব হাদীসের গুরুত্ব অনুধাবন করে হাসান পরিভাষাটিকে সর্বপ্রথম সংজ্ঞায়িত করেন এবং একে সেসব হাদীসের ওপর প্রয়োগ করেন যেগুলোতে হাসান-এর শর্তাবলী পূর্ণ হয়েছে।[৮৪]

এ শ্রেণীর হাদীস ও তার নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে ইমাম তিরমিযী কিছু হাদীসকে সহীহ হাসান, কিছু হাদীসকে হাসান ও অন্যগুলোকে হাসান গারীব নামে অভিহিত করেছেন। তবে হাসান পরিভাষা প্রয়োগ করার সময় তিনি সবসময় একই রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হননি, আর এ কারণে মুহাদ্দিসগণ তার সমালোচনাও করেছেন।

সুনানুত তিরমিযীর ওপর অনেকগুলো ভাষ্য রচিত হয়েছে। বর্তমানে সুলভ সর্বোত্তম ভাষ্যটি হলো আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর লেখা তুহফাতুল আহওয়াযী। চার খণ্ডে সমাপ্ত এ ভাষ্যটি বেশ কয়েকবার পুনঃমুদ্রিত হয়েছে।[৮৫]

সুনানুন নাসাঈ

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুনান গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন আবু আব্দির রহমান আহমাদ ইবনু শুয়াইব নাসাঈ। তিনি ৮২৭ সালে (তিরমিযীর ৬ বা ৭ বছর পর) খুরাসানের নাসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে পনের বছর

[৮৩] সুনানুত তিরমিযী, খণ্ড ১, পৃ, ৫।

[৮৪] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১১১।

[৮৫] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বয়সে তিনি বলখে চলে যান। সেখানে তিনি কুতাইবাহ ইবনু সাঈদের নিকট বছর খানেক হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৮৬] হাদীসের সন্ধানে ইরাক, আরব ও সিরিয়া প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক সফর শেষে তিনি মিশরে বসতি স্থাপন করেন। মিশরে বসবাস করতেন তার অন্যতম শিক্ষক ইউনুস ইবনু আব্দিল আ'লা। ৯১৪ সালে তিনি দামেশক গিয়ে এমন কিছু লোকের সন্ধান পান যারা সাবেক উমাইয়া শাসনের প্রভাবের দরুন আলী ইবনু আবী আলিবের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা পোষণ করতো। লোকদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার লক্ষ্যে তিনি আলী ﷺ-এর মাহাত্ম্য বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং মাসজিদের মিম্বার থেকে তা পাঠ করে শোনানোর চেষ্টা চালান। কিন্তু সমবেত লোকজন ধৈর্য সহকারে তার কথা শোনার পরিবর্তে তার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং তাকে প্রহার করে মাসজিদ থেকে তাড়িয়ে দেয়। ৯১৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সম্ভবত তার মৃত্যুর পেছনে এ ঘটনাটিও ছিল অন্যতম কারণ।

নাসাঈকে তার সময়ের প্রথম সারির মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হতো। আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বল, মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম, আলী ইবনু উমার ও অন্যান্য প্রধান মুহাদ্দিসগণ ইমাম নাসাঈকে তা-ই মনে করতেন। হাদীস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি কী পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এ থেকে যে, তার শিক্ষক হারিছ ইবনু মিসকীন কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বেলায় তিনি কখনো হাদ্দাসানা বা আমবাআনা পরিভাষা ব্যবহার করেননি, যা তিনি ব্যবহার করেছেন সেসব হাদীসের ক্ষেত্রে যা অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মারফতে তার নিকট পৌঁছেছে; কারণ হারিছের হাদীসগুলো তার গণপাঠদান থেকে সংগ্রহ করা হলেও সেসব পাঠে ইমাম নাসাঈর যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। আর এর ফলে তিনি পাঠদান কেন্দ্রের দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকে সেসব হাদীস শুনতে বাধ্য হয়েছিলেন। হারিছের হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি লিখতেন, 'হারিছ ইবনু মিসকীনকে পড়ে শোনানোর সময় আমি এ হাদীসটি শুনেছি।'[৮৭]

ইমাম নাসাঈ তার সুবিশাল সুনান গ্রন্থে (যার ব্যাপারে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাতে বেশ কিছু সংখ্যক দুর্বল ও সংশয়পূর্ণ হাদীস রয়েছে) আইন সংক্রান্ত সেসব হাদীস সঙ্কলন করেছেন যা তার বিবেচনায় যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য কিংবা সম্ভাব্য নির্ভরযোগ্য। তার কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে তিনি আল মুজতাবা বা আস

---

[৮৬] তাবাক্কাতুশ শাফিইয়্যাহ আল কুবরা, খণ্ড ২, পৃ, ৮৩–৮৪।

[৮৭] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১১২ ও স্টাডি আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com সজি, পৃ, ৯৭।

সুনানুস সুগরা নামে সুনান গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। বর্তমানে এ শেষোক্ত গ্রন্থটিকে (যাতে, তার দাবি অনুযায়ী, কেবল নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোকে স্থান দেয়া হয়েছে) হাদীসের ছয়টি প্রামাণ্য গ্রন্থের অন্যতম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।[৮৮]

আস সুনানুস সুগরা গ্রন্থে ইমাম নাসাঈ তার সমকালীন হাদীস বিশারদ তিরমিযীর দৃষ্টিভঙ্গীকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন যিনি হাদীসগুলোকে সুনির্দিষ্ট সমস্যার ওপর প্রয়োগ করার প্রয়াস চালিয়েছেন এবং তার আলোকে নিজ গ্রন্থকে বিন্যস্ত করেছেন। ইমাম নাসাঈর প্রধান লক্ষ্য ছিল শুধু হাদীসের মূলপাঠকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করা। আবু দাউদ ও তিরমিযী সেসব পার্থক্যের দিকে নিছক ইঙ্গিত প্রদান করেছেন; পক্ষান্তরে নাসাঈ প্রায় সবক'টি হাদীসের রকমারি সংস্করণগুলোকে বিস্তৃত পরিসরে উল্লেখ করেছেন। অনেক জায়গায় বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করার সময় তিনি সেগুলোর শিরোনাম দিয়ে তাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পার্থক্যসমূহও উল্লেখ করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি হাদীসের বিভিন্ন সংস্করণ উল্লেখ করার পর নাসাঈ মন্তব্য করেছেন যে, এদের মধ্যে কিছু কিছু বর্ণনা ভুল। হাদীসের বর্ণনাকারী মূল্যায়ন ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বনের জন্যও তিনি একইভাবে সুপরিচিত। বস্তুত, বলা হয়ে থাকে যে, হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি যেসব মূলনীতি অনুসরণ করেছেন তা ছিল ইমাম মুসলিমের অনুসৃত মূলনীতিসমূহের চেয়েও কঠোর।[৮৯] তবে এ গ্রন্থে অনেক দুর্বল ও সংশয়পূর্ণ হাদীস রয়েছে যা প্রশ্নবিদ্ধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কতিপয় অচেনা বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।

নাসাঈর সুনান গ্রন্থটির ভাষ্য রচনার জন্য প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পাঁচ শ' বছর পর জালালুদ্দীন সুয়ূতী যাহরুর রাবা আলাল মুজতাবা নামে এর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেছেন।[৯০]

সুনানুদ দারিমী

সর্বপ্রাচীন যেসব সুনান গ্রন্থ আমাদের নিকট পৌঁছেছে এটি তার অন্যতম। এর গ্রন্থকার আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান (৭৯৭–৮৬৮ সাল) ছিলেন তামীম

---

[৮৮] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১১৩।

[৮৯] তাযকিরাতুল হুফফাজ, খণ্ড ২, পৃ, ২৬৮।

[৯০] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গোত্রের শাখা বানু দারিম নামক আরব বংশোদ্ভূত। তার সমকালীন অসংখ্য বিশেষজ্ঞের ন্যায় তিনিও হাদীসের সন্ধানে প্রচুর ভ্রমণ করেছেন এবং ইয়াযীদ ইবনু হারূন ও সাঈদ ইবনু আমির-এর ন্যায় প্রথিতযশা মুহাদ্দিসের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেছেন। হাদীস শাস্ত্রে আত্মনিবেদিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত এ গ্রন্থকার স্বীয় সততা ও দ্বীনদারীর জন্যও বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। তাকে সমরকন্দের বিচারকের পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি এ আশঙ্কায় তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, তার দ্বারা কোনো অন্যায় সম্পাদিত হয়ে যেতে পারে; পরিশেষে তাকে বাধ্য করা হলে একটি মামলার বিচার করে তিনি বিচারকের পদ থেকে ইস্তফা দেন।[৯১]

সুনানুদ দারিমীতে প্রায় ৩,৫৫০টি হাদীস রয়েছে যা বিষয়বস্তুর আলোকে ১৪০৮টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এর সাধারণ ভূমিকাসুলভ অধ্যায় যেখানে সঙ্কলক বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু হাদীস উপস্থাপন করেছেন; সেসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে প্রাক ইসলামী যুগের কিছু আরব প্রথা, নাবী ﷺ-এর জীবন ও চরিত্র সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীস এবং জ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব। গ্রন্থের মূল অংশে ইমাম দারিমী সেই একই পথের অনুসরণ করেছেন যা পরবর্তী কালের সুনান গ্রন্থকারগণ করেছেন। এক গুচ্ছ হাদীস উল্লেখ করার পর তিনি কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যেখানে কিছু কিছু বিষয়ে তিনি তার নিজের মত প্রদান করার পাশাপাশি কতিপয় বর্ণনাকারীর পরিচয় তুলে ধরেছেন কিংবা তাদের নির্ভরযোগ্যতার সমালোচনা করেছেন কিংবা একই হাদীসের বিভিন্ন সংস্করণের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে পূর্বোল্লিখিত সুনান গ্রন্থসমূহের তুলনায় সুনানুদ দারিমীতে উল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহ অনেক বেশী সংক্ষিপ্ত।

এ গ্রন্থটি সাধারণভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং কতিপয় মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে এটি হাদীসের ছয়টি প্রামাণ্য গ্রন্থের তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থটি কখনো পূর্বোক্ত তিনটি সুনান গ্রন্থের স্থান দখল করতে পারেনি, কারণ সেসব গ্রন্থের তুলনায় এতে বেশী পরিমাণ দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ হাদীস রয়েছে।[৯২]

---

[৯১] তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, খণ্ড ২, পৃ, ১১৫–৭।

[৯২] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১১৩–৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুনানু ইবনি মাজাহ

অধিকাংশ হাদীস বিশারদ সুনানুদ দারিমীর ওপর সুনানু ইবনি মাজাহ (৮২৪–৮৮৬) গ্রন্থকে প্রাধান্য দিয়ে একে বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রাবী (সাধারণভাবে ইবনু মাজাহ নামে পরিচিত) কাযবীনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার কিশোর বয়সের শেষের দিকে হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ইরান, ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ ভ্রমণ করে সমকালীন খ্যাতনামা মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন।[৯৩] ইবনু মাজাহ হাদীসের ওপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন; তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো সুনান। এ গ্রন্থে তিনি ৩২টি অধ্যায় ও ১৫০০টি অনুচ্ছেদে ৪৩৪১টি হাদীস সংগ্রহ করেছেন। তন্মধ্যে ৩০০২টি হাদীস অন্য পাঁচটি সুনান গ্রন্থকারগণও উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট ১৩৩৯টি হাদীস শুধু ইবনু মাজাহ উল্লেখ করেছেন; এর মধ্যে ৪২৮টি সহীহ, ১৯৯টি হাসান, ৬১৩টি দ'ঈফ ও ৯৯টি মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)।[৯৪] বর্ণিত আছে যে, গ্রন্থটি সম্পন্ন করার পর ইবনু মাজাহ তা সমালোচনার জন্য আবু যুর'আহ্‌র নিকট পেশ করেন– যিনি ছিলেন সে সময়ের সর্বাধিক দক্ষ হাদীস সমালোচক হিসেবে স্বীকৃত। আবু যুর'আহ গ্রন্থটির সাধারণ বিন্যাসটি পছন্দ করেন এবং মন্তব্য করেন যে, তার প্রত্যাশা হলো এ গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা তৎকালে প্রচলিত সুনান গ্রন্থাবলীকে ছাড়িয়ে যাবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এ গ্রন্থে দুর্বল হাদীসের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

এ অনুমোদন সত্ত্বেও দেখা গেছে যে, এ গ্রন্থে অনেক জাল হাদীস সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ইবনুল জাওযী তার আল মাওদূ'আত গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন যে, ব্যক্তি, গোত্র বা শহরের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত সকল হাদীস জাল, আরও এ ধরনের অনেকগুলো হাদীস রয়েছে ইবনু মাজাহ গ্রন্থে।[৯৫] যদিও অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণও দুর্বল হাদীস সন্নিবিষ্ট করেছেন; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তাদের গ্রন্থে তা উল্লেখ করে দিয়েছেন। তবে, ইবনু মাজাহ তার গ্রন্থে দুর্বল হাদীসের ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেননি। ইবনুল আছীর (মৃত্যু ৬০৬ হি.), ইবনু হাজার (মৃত্যু ৮৫২ হি.) ও কাস্তালানী (মৃত্যু ৯২৩ হি.)-এর ন্যায় বিশেষজ্ঞগণ বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের মধ্যে এ গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্তিকে অপছন্দ করেছেন।

---

[৯৩] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ১০৫।

[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ, ১০৬।

[৯৫] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১১৫–৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুনানু ইবনি মাজাহ গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো এতে হাদীসের পুনরাবৃত্তির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসের দিক দিয়ে এটি সর্বোত্তম গ্রন্থাবলীর অন্যতম।[৯৬]

সুনানুদ দারাকুতনী

গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সুনান গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন আবুল হাসান আলী ইবনু উমার (৯১৮–৯৯৫)। বাগদাদ নগরীর দার কুতন এলাকায় বসবাস করার কারণে তিনি সাধারণত দারাকুতনী নামে পরিচিত।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে দারাকুতনী আরবি সাহিত্য ও ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষত হাদীস কুরআনের বিভিন্নধর্মী কিরাআতে উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইলমুল কিরাআতের ওপর তার গ্রন্থটি এ বিষয়ের সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত এবং পরবর্তী লেখকদের অধিকাংশই তার গ্রন্থের সাধারণ রূপরেখাটি অনুসরণ করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে হাকিম, আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (যার হিলইয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থটিকে মুসলিম মনীষীদের জীবন চরিত সংক্রান্ত সর্বোত্তম গ্রন্থ মনে করা হয়), রাইয়ের তাম্মাম ও মুহাদ্দিস আব্দুল গনি অন্যতম। এরা সকলেই হাদীস বিষয়ে ইমাম দারাকুতনীর ব্যাপক ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন। বিশেষত হাকিম (যিনি প্রায় দু' হাজার ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলেছেন যে, তিনি কখনো ইমাম দারাকুতনীর ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেননি; যে বিষয়ই তার সামনে পেশ করা হয়েছে সে বিষয়েই তাকে জ্ঞানের একটি বিশ্বকোষ মনে হয়েছে।

যেসব মুহাদ্দিসগণ বাগদাদ গিয়েছেন তাদের প্রায় প্রত্যেকেই তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আবু মানসূর ইবনুল কারখী তার মুসনাদ সঙ্কলন করার সময় ত্রুটিপূর্ণ হাদীস সনাক্ত করার জন্য ইমাম দারাকুতনীর সাহায্যের ওপর নির্ভর করেছিলেন। অন্যদিকে দারাকুতনী আবু মানসূরকে দিয়ে যেসব কথা লিখিয়েছিলেন তার ওপর ভিত্তি করে আবু বাক্‌র বারক্কানী হাদীস বিষয়ে একটি বই লিখে ফেলেছেন। একইভাবে মিশরের ইখসীদী শাসকদের মন্ত্রী ইবনু হিনযাবাহ কর্তৃক একটি মুসনাদ সঙ্কলনের ক্ষেত্রেও দারাকুতনী গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছেন। উক্ত মুসনাদ গ্রন্থটি সঙ্কলিত হচ্ছে– এ কথা জানতে পেরে ইমাম দারাকুতনী বাগদাদ থেকে মিশরে চলে যান এবং গ্রন্থটি সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। মিশরে অবস্থানের পুরো সময় ইবনু হিনযাবাহ

---

[৯৬] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দারাকুতনীর প্রতি ব্যাপক আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করেন এবং গ্রন্থ রচনা শেষে তাকে অনেক মূল্যবান উপহার প্রদান করেন।

হাদীস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম দারাকুতনী নিজেই অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। দারাকুতনীর সুনান গ্রন্থটি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীস সঙ্কলনসমূহের অন্যতম। গুরুত্ব বিবেচনায় হাদীসের ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থের পরপরই এর অবস্থান। ইমাম বাগাভী (মৃত্যু ১১২২) তার প্রভাবশালী গ্রন্থ মাছাবীহুস সুন্নাহ এর অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে এ গ্রন্থটিকে ব্যবহার করেছেন, আর এ মাছাবীহুস সুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত হয়েছে ইমাম তাবরীযীর মিশকাতুল মাছাবীহ।

সুনান গ্রন্থে দারাকুতনী এমন কিছু হাদীস সন্নিবিষ্ট করেছেন যা তার বিবেচনায় মোটামুটি প্রামাণ্য; বিভিন্ন ইসনাদ ও বিকল্প সংস্করণ উল্লেখ করে তিনি সেসব হাদীসের অনুকূলে বাড়তি প্রমাণ যোগ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একেবারে প্রথম হাদীসটিতে তিনি পাঁচটি স্বতন্ত্র বর্ণনাসূত্র সহকারে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ উল্লেখ করেছেন; তন্মধ্যে কয়েকটিকে তিনি দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। কিছু কিছু হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা যোগ করে কতিপয় বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা নির্ণয় ও পরিচয় প্রদানসহ তাদের চরিত্র ও নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়নের প্রয়াস চালিয়েছেন। তবে তার গ্রন্থে দুর্বল হাদীসের সংখ্যা মোটামুটি অনেক। যেসব সুনান গ্রন্থ সাধারণত হাদীসের ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সেগুলোর তুলনায় এ সুনানে অধিক পরিমাণ দুর্বল হাদীস রয়েছে; আর এ কারণে একে সেসব গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৯৭]

সুনানুল বাইহাকী

ইমাম দারাকুতনীর পর আসেন নিশাপুরের নিকটবর্তী গ্রাম বাইহাক এর আবু বাক্র আহমাদ ইবনু হুসাইন। ইমাম বাইহাকী ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগহণ করেন। তিনি তার সময়ের প্রখ্যাত শতাধিক মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তন্মধ্যে হাকীম নিশাপুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাইহাকী তার প্রখ্যাত ছাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করার পর ইমাম বাইহাকী অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য মানের গ্রন্থকার হয়ে ওঠেন। তিনি হাদীস ও শাফিয়ী মাযহাবের আইন-কানুনের উপর কয়েক শ' গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে কিছু

[৯৭] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১১৬–৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিছু গ্রন্থ সাহিত্যের ইতিহাসে একেবারে অতুলনীয়।[৯৮] তার দু'টি অস্বাভাবিক বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ মানের সুনান গ্রন্থের রয়েছে বিশেষ সম্মান। একজন মুহাদ্দিস ও আইনবিদ হিসেবে তার খ্যাতি নিশাপুরের বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তারা তাকে নিশাপুরে আমন্ত্রন জানান এবং তার একটি গ্রন্থ তাদেরকে পাঠ করে শোনানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি ১০৬৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

সুনানু সাঈদ ইবনি মানসূর

অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত হলেও উপরোল্লিখিত সুনান গ্রন্থসমূহের তুলনায় অধিকতর প্রাচীন সুনান গ্রন্থটি সঙ্কলন করেছেন আবু উছমান সাঈদ ইবনু মানসূর ইবনু শু'বাহ (মৃত্যু ৮৪১ সাল)। তিনি মারভে জন্মগ্রহণ করেন এবং বালখ শহরে বেড়ে ওঠেন। মুসলিম বিশ্বের বিশাল অংশ জুড়ে ভ্রমণ শেষে তিনি মক্কায় বসতি স্থাপন করেন।

ইবনু মানসূর বেশ কিছু সংখ্যক প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শেখেন; তন্মধ্যে ইমাম মালিক, হাম্মাদ ও আবু আওয়ানাহ প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতঃপর তিনি নিজেও ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও আহমাদ ইবনু হাম্বলের ন্যায় হাদীস সাহিত্যের কয়েকজন উজ্জ্বল নক্ষত্রকে পাঠদান করেন। এরা সকলেই তার পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[৯৯] তার সুনান গ্রন্থটি– যার ব্যাপারে তার ছিল ব্যাপক আত্মবিশ্বাস– তার জীবনের শেষ দিকে এসে রচিত হয়। এ গ্রন্থে বিপুল সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা মাত্র তিনজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নাবী ﷺ থেকে পাওয়া গিয়েছে।[১০০]

সুনানু আবী মুসলিম কাসসী

আবু মুসলিম ইবরাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ কাসসী (মৃত্যু ৮৯৫ সাল) খুজিস্তানের কাস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আবু আসীম নাবীল ও আবু আওয়ানাহ প্রমুখের নিকট অধ্যয়ন শেষে তিনি বাগদাদ ভ্রমণ করেন এবং সেখানে হাদীসের ওপর পাঠদান করেন। এসব পাঠদান বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে আকৃষ্ট করে। বস্তুত, ছাত্রদের সংখ্যা এতো বেশী হয়ে পড়েছিল যে, তার আওয়াজ সকলের কান পর্যন্ত পৌঁছতো না, ফলে তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করার জন্য শ্রোতাদের বিভিন্ন অংশে সাতজনকে নিয়োগ করতে হয়েছিল।

---

[৯৮] তাবাক্বাতুশ শাফিঈয়্যাহ আল কুবরা, খণ্ড ৩, পৃ, ৫।

[৯৯] তাযকিরাতুল হুফ্ফায, খণ্ড ২, পৃ, ৫।

[১০০] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১১৮–৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইবনু মানসূরের সঙ্কলনটির ন্যায় তার সুনান গ্রন্থেও বিপুল সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা মাত্র তিনজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নাবী ﷺ থেকে পাওয়া গিয়েছে।[১০১]

মু'জাম গ্রন্থাবলী

মু'জাম গ্রন্থসমূহ সুনান গ্রন্থাবলীর ন্যায় ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও, অতীতে বেশ কয়েকটি মু'জাম গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং আজও তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সঙ্কলক ভেদে মু'জাম গ্রন্থসমূহ বিভিন্নধর্মী হয়ে থাকে। কখনো কখনো তা সাহাবীদের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়, কখনো অঞ্চল অনুযায়ী, আবার কখনো বা সঙ্কলকের শিক্ষকদের নামের বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করা হয়।

মু'জামুত তাবারানী

সর্বাধিক পরিচিত মু'জাম গ্রন্থসমূহ সঙ্কলন করেছেন আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমাদ ইবনু আইয়ুব তাবারানী। ইমাম তাবারানী সে সময়ে বিকাশমান মুসলিম শহর টাইবেরিয়াসে ৮৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার ইয়েমেনের লাখম গোত্রভুক্ত যারা ইয়েমেন ছেড়ে জেরুজালেম চলে এসেছিলেন। ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম তাবারানী ১৩ বছর বয়সে টাইবেরিয়াসে হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। এক বছর পর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি জেরুজালেম যান।[১০২] শিক্ষায়তনিক ভ্রমণের অংশ হিসেবে তিনি সিরিয়া, মিশর, হেজাজ, ইয়েমেন, ইরাক, আফগানিস্তান ও ইরানের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং প্রায় এক হাজার বর্ণনাকারীর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞানার্জন করেন। হাদীস শেখার পেছনে ইমাম তাবারানী ৩০ বছর সময় ব্যয় করেন এবং তার শিক্ষকের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পরিশেষে ৯০২ সালে তিনি ইস্পাহানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন; সেখানকার গভর্নর ইবনু রুস্তম তার জন্য একটি ভাতা নির্ধারণ করে দেন। সেখানে তিনি সুদীর্ঘ ৭০ বছরের নিরিবিলি জীবন যাপন করেন; এ সময় তিনি হাদীস শিক্ষাদান ও তদ্বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন। পরিশেষে তিনি ৯৭০ সালে প্রায় একশ' বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

---

[১০১] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১১৯–১২০।

[১০২] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইমাম যাহাবী তার লিখিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদান করেছেন; তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো তিনটি মু'জাম গ্রন্থ। আল মু'জামুল কাবীর নামে পরিচিত সর্ববৃহৎ মু'জাম গ্রন্থটি মূলত একটি মুসনাদ। ১২ খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থে প্রায় ২৫,০০০ হাদীস রয়েছে যা বর্ণনাকারী সাহাবীদের নামের বর্ণানুক্রমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে হাদীসের সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ ঐতিহাসিক তথ্য দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে আংশিক বা পুরোপুরিভাবে অতীতের শত শত গ্রন্থের সারনির্যাস পেশ করা হয়েছে।[১০৩] মাঝারি আকারের মু'জাম (আল মু'জামুল আওসাত) গ্রন্থটি ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। এতে দুর্লভ হাদীসসমূহ সঙ্কলন করা হয়েছে যা সঙ্কলকের নিকট তার শিক্ষকমণ্ডলী বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থেও শিক্ষকের নাম ও হাদীসসমূহকে বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। গ্রন্থকার এ গ্রন্থের জন্য ব্যাপক গৌরব বোধ করতেন। কিছু দুর্বল হাদীস সন্নিবিষ্ট হলেও এ গ্রন্থটি মূলত এ বিষয়ে গ্রন্থকারের ব্যাপক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। সবশেষে রয়েছে ইমাম তাবারানীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মু'জাম (আল মু'জামুছ ছগীর)। তিনি সর্বপ্রথম এ মু'জাম রচনা করেন। এতে তার প্রত্যেক শিক্ষকের বর্ণিত একটি করে হাদীস স্থান পেয়েছে।[১০৪]

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ সর্বাধিক পরিচিত হলেও আরো অনেক মু'জাম গ্রন্থ সঙ্কলন করা হয়েছে। হাজী খলিফা এসব গ্রন্থের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন।

জামি' গ্রন্থাবলী

মৌলিক গ্রন্থ রচনার যুগের সমাপ্তির কয়েক প্রজন্ম পর আরেক ধরনের হাদীস গ্রন্থ রচিত হয়। এসব গ্রন্থে বিশেষজ্ঞগণ বিদ্যমান গ্রন্থাবলীর হাদীসসমূহকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাজিয়েছেন।

জামি'উ ইবনিল আসীর

মুবারক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল কারীম জাযারী ছিলেন এক বিখ্যাত শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। তার ভাই আলী ছিলেন একজন ইতিহাসবিদ যিনি তার আল কামিল ফিত তারীখ গ্রন্থের জন্য ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার আরেক ভাই নাসরুল্লাহ ছিলেন অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের লেখক। উক্ত তিনজনের প্রত্যেকের উপাধি

[১০৩] স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি, পৃ, ১০৯।

[১০৪] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১২১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছিল 'ইবনুল আর'।

আমাদের আলোচ্য মুহাদ্দিস ইবনুল আছীর ৫৫৪ হিজরীতে মসুলের উত্তরে জাযীরায়ে ইব্ন্ উমার এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ৫৬৫ হিজরীতে তিনি মসুলে গিয়ে স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন। তিনি সে সময়ের আরবি ভাষা, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের একজন প্রথম সারির বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। ইবনুল আছীর পরপর কয়েকটি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। শেষের দিকে তার পা যুগল বাতগ্রস্ত হয়ে পড়ায় তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে অক্ষম হয়ে পড়েন। তার সবগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ অসুস্থতার সময়েই রচিত হয়েছে। ইবনুল আছীর তার ছাত্রদের সামনে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য দিতেন, আর ছাত্ররা তার জন্য তা লিখে ফেলতেন।

হাদীস সাহিত্যে ব্যবহৃত অস্বাভাবিক শব্দসমূহের অর্থ বুঝার জন্য ইবনুল আছীরের আন নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস গ্রন্থটি গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল শীর্ষক গ্রন্থটি তার প্রধান কীর্তি। এ গ্রন্থে তিনি আল মু'আত্তা, সহীহ বুখারী, সহীহু মুসলিম, জামিউত তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ ও সুনানুন নাসাঈর সবগুলো হাদীস একত্রিত করেছেন। সানাদ বাদ দিয়ে তিনি সেসব হাদীসকে বর্ণানুক্রমে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন।

দামেশকের আব্দুল কাদির আরনাঊতের সম্পাদিত সংস্করণটি এ গ্রন্থের সর্বোত্তম সংস্করণ।

হাইছামীর যাওয়াইদ

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আলী ইবনু আবী বাক্র্ ইবনু সুলাইমান হাইছামী (৭৩৫–৮০৭ হি.) কুরআন অধ্যয়ন করেন। তিনি বিখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ যাইনুদ্দীন ইরাকীর সার্বক্ষণিক ছাত্র ও সহচরে পরিণত হন। হাইছামী ইরাকীর মেয়েকে বিয়ে করেন। ইরাকী তাকে হাদীস বিজ্ঞান শেখানোর পাশাপাশি হাদীসের ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি এমন হাদীস বের করে আনার পদ্ধতিও শেখান। ফলে, হাইছামী এ বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞে পরিণত হন এবং যাওয়াইদ-এর ওপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

পরবর্তীতে তিনি যাওয়াইদ বিষয়ে তার লেখা সব গ্রন্থ একত্রিত করে বিশ্বকোষতূল্য একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন—তা হলো মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মামবাউল ফাওয়াইদ। এ গ্রন্থে তিনি সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে সানাদ বাদ দিয়ে দিয়েছেন যার ফলে এতে এক প্রকার ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এ গ্রন্থটিকে জামি ও সনান পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেছেন এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাদীসের স্তর ব্যাখ্যা কিংবা ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনাকারীদের নামসমূহ উল্লেখ করে দিয়েছেন। তবে তার এ স্তর বিন্যাস পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞদের নিকট সবসময় গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। ১৩৫২ হিজরীতে এ গ্রন্থটি কায়রো থেকে ১০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

জামিউস সুয়ূতী

জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনু কামালিদ্দীন সুয়ূতী ৮৪৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন ছয় বছর তখন তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৫০ জন শিক্ষকের যে তালিকা প্রদান করেছেন তাতে সে সময়ের বিখ্যাত সকল বিশেষজ্ঞের নাম রয়েছে। সুয়ূতী ছয় শতাধিক গ্রন্থ সঙ্কলন করেছেন; এদের বেশীরভাগই হলো প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত রূপ। তার সময়ের অনেক বিশেষজ্ঞ তার গ্রন্থ রচনার পদ্ধতিকে পছন্দ করেননি এবং তারা তাকে প্রথম দিকের বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থের উপাদান চুরি করার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন।

হাদীস সঙ্কলনসমূহের স্তর বিন্যাস

হাদীস বিশারদগণ হাদীস সাহিত্যের গ্রন্থাবলীকে প্রামাণিকতা ও গুরুত্বের বিচারে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেনঃ

প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সেসব গ্রন্থ যেগুলোকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। এগুলো হলো:

- মু'আত্তা মালিক;
- সহীহ বুখারী,
- সহীহ মুসলিম।

শেষোক্ত দু'টি গ্রন্থে মু'আত্তার প্রায় সবগুলো হাদীস সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তাই প্রধান সারির হাদীস বিশারদগণ মু'আত্তাকে হাদীসের ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেননি। সংকলনের সময় থেকেই এসব গ্রন্থ ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এসেছে। ইমাম শাফিয়ী মু'আত্তাকে কুরআনের পর সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।[১০৫] অন্যদিকে ৯০,০০০ ছাত্র সরাসরি গ্রন্থকারের নিকট থেকে সহীহ বুখারী গ্রন্থটি গ্রহণ করেছেন– যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– এবং আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান প্রমুখের ন্যায় সে সময়কার প্রভাবশালী হাদীস বিশারদদের সকলেই একে নির্ভরযোগ্য

---

[১০৫] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, পৃ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সহীহ মুসলিম গ্রন্থেরও হাদীস বিশারদদের সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করতে খুব বেশি সময় লাগেনি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে চারটি সুনান গ্রন্থ; এগুলোকে দু'টি সহীহ গ্রন্থের সাথে মিলিয়ে আল কুতুবুস সিত্তাহ (ছয়টি গ্রন্থ) বা আস সিহাহুস সিত্তাহ (বিশুদ্ধ ছয়) নামে অভিহিত করা হয়। দু'টি সহীহ গ্রন্থের সাথে কিছু কিছু সুনান গ্রন্থকে মিলানোর প্রবণতা শুরু হয়েছিল হিজরী চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে; যখন সাঈদ ইবনু সাকান[১০৬] ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের দু'টি সহীহ এবং ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈর দু'টি সুনান গ্রন্থ ইসলামের ভিত্তি। কিছু দিন পর জামিউত তিরমিযী গ্রন্থকে উপরোক্ত চারটি গ্রন্থের সাথে যোগ করা হয়, আর এ পাঁচটিকে একসাথে নাম দেয়া হয় আল উসূলুল খামছাহ (পঞ্চ ভিত্তি)।[১০৭]

জামিউত তিরমিযী গ্রন্থটি ঠিক কখন হাদীস বিশারদদের সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করেছে, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। ইবনু হাযাম– নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহের ওপর যার তালিকা আজও বিদ্যমান– এ গ্রন্থের কিছু সমালোচনা তুলে ধরেছেন; কারণ এ গ্রন্থে মাসলূব ও কালবীর ন্যায় কতিপয় প্রশ্নবিদ্ধ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও স্থান পেয়েছে।[১০৮] তবে ইমাম তিরমিযীর জামি' গ্রন্থটি ইবনু মাজা'র গ্রন্থের পূর্বেই বিশেষজ্ঞদের সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইবনু মাজা'র গ্রন্থটিকে বিশুদ্ধ পাঁচটি গ্রন্থের সাথে সর্বপ্রথম যোগ করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু তাহির, যিনি ষষ্ঠ শতকের শুরুর দিকে (৫০৫/১১১৩) মৃত্যুবরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরো ষষ্ঠ শতক জুড়ে হাদীস বিশারদগণ ইবনু মাজা'র গ্রন্থকে বিশুদ্ধ পাঁচটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সপ্তম শতক থেকে ছয়টি গ্রন্থ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীস সঙ্কলন হিসেবে সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

হাদীসের ছয়টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করেছেন—

---

[১০৬] একজন প্রখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ যিনি ৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে মিশরে ইন্তেকাল করেছেন। তার ইন্তেকালের এক শতাব্দী পর ইবনু হাযাম তার মুছান্নাফ গ্রন্থটিকে সর্বোত্তম হাদীস সঙ্কলনসমূহের অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

[১০৭] তাদরীবুর রাবী, পৃ, ২৯।

[১০৮] তাদরীবুর রাবী, পৃ, ৫৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

- সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের সঙ্কলকবৃন্দ হাদীস নির্বাচন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট মূলনীতি প্রণয়ন করেছিলেন।
- সেসব গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীস বিশুদ্ধ বা চলনসই, আর কিছু দুর্বল হাদীস থাকলেও তা সাধারণত উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।
- সেসব গ্রন্থের হাদীসসমূহকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রথম সারির বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে যত্ন সহকারে মূল্যায়ন ও যাচাই করা হয়েছে এবং যুগ পরিক্রমায় সেসব গ্রন্থের ব্যাপকভিত্তিক ভাষ্য রচনা করা হয়েছে, যার ফলে সেগুলোর দোষ-গুণ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।
- আইনগত ও দ্বীনি বিষয়াদি প্রমাণের ক্ষেত্রে সেসব গ্রন্থকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।[১০৯]

তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে সেসব মুসনাদ, মুসান্নাফ ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী যা ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ গ্রন্থদ্বয় রচিত হওয়ার পূর্বে বা পরে সঙ্কলিত হয়েছে; যেগুলোতে নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য দু' ধরনের হাদীস রয়েছে এবং যেগুলোকে হাদীস বিশারদগণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেননি কিংবা যেগুলোকে আইন ও দ্বীন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে উৎস গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। এ ধরনের গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আবদ ইবনু হুমাইদ ও তায়ালিসীর মুসনাদ এবং আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনু আবী শাইবাহ প্রমুখের মুসান্নাফ গ্রন্থাবলী।

চতুর্থ শ্রেণীতে রয়েছে পরবর্তী যুগের সেসব হাদীস সঙ্কলন যেগুলোতে সংশ্লিষ্ট সঙ্কলকগণ এমন কিছু হাদীস সংগ্রহ করেছেন যা প্রথম দিকের সঙ্কলকগণের গ্রন্থাবলীতে নেই। এসব গ্রন্থের অধিকাংশ বর্ণনাই জাল। খারিজমীর মুসনাদ গ্রন্থটিকে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, পঞ্চম শ্রেণীর কিছু হাদীস গ্রন্থ রয়েছে যেখানে এমনসব হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে যেগুলোকে মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ অনির্ভরযোগ্য বা সুস্পষ্ট জাল আখ্যায়িত করেছেন।[১১০]

---

[১০৯] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১২৬।

[১১০] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১২২–৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৯

বর্ণনাকারীদের জীবনচরিতের বই

হাদীস বর্ণনার শুরু থেকেই হাদীস বিশেষজ্ঞগণ ঘটনা প্রবাহের কালানুক্রমিক বর্ণনা, হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত ও সমালোচনা– এসবের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হন। ফলে, জ্ঞানের এ শাখার অন্যান্য উপাদানের ন্যায় বর্ণনাকারী ও বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জীর কালানুক্রমিক বর্ণনা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীও দ্বিতীয় শতক শেষ হওয়ার পূর্বেই রচিত হয়েছিল।

ঠিক কখন এ কাজ শুরু হয়েছিল তা সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে, ইবনুন নাদীম তার আল ফিহরিস্ত গ্রন্থে এ সংক্রান্ত দু'টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন; তন্মধ্যে একটি হলো আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কিতাবুত তারীখ আর অপরটি লিখেছেন লাইছ ইবনু সা'দ (মৃত্যু ৭৮১ সাল)। ওয়াকিদী ও হাইসাম ইবনু আদী (যারা উভয়েই তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে মৃত্যুবরণ করেছেন) বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন যা পরবর্তী লেখকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করেছে; যেমন কিতাবুত তাবাক্কাত, কিতাবু তাবাক্কাতি মান রাওয়া আনিন নাবী (নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের স্তর বিন্যাস সংক্রান্ত গ্রন্থ) ইত্যাদি।[১]

তৃতীয় শতকের মধ্যে আসমাউর রিজাল বা কুতুবুর রিজাল নামক জীবনচরিত সঙ্কলনসমূহ পুরো দমে লিখিত হতে থাকে। খ্যাতিমান প্রায় সকল মুহাদ্দিসই হাদীস গ্রন্থের সঙ্কলন প্রস্তুত করার পাশাপাশি বর্ণনাকারীদের কিছু কিছু জীবনচরিতও লিখে রাখেন। বিশুদ্ধ ছয়টি গ্রন্থের সঙ্কলকদের সকলেই বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত বিষয়ক এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে সময় কতিপয় বিশেষজ্ঞেরও আবির্ভাব ঘটে; যেমন ইবনু সা'দ (মৃত্যু ২৩০ হি./৮৮৪ সাল), খলিফা ইবনুল খাইয়াত ও ইবনু আবী খাইসামাহ (মৃত্যু ২৭৯ হি./৮৯২ সাল)।

---

[১] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৬৮–১৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যে বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারীর জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে তা থেকেই এসব জীবনচরিত সংক্রান্ত অভিধানের বিশালতা ফুটে ওঠে। ইবনু সা'দের তাবাক্বাতে চার সহস্রাধিক মুহাদ্দিসের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। ইমাম বুখারীর তারীখ গ্রন্থে ৪২,০০০ এর অধিক মুহাদ্দিসের জীবন বৃত্তান্ত রয়েছে। খতীব বাগদাদী তার বাগদাদের ইতিহাস গ্রন্থে ৭৮৩১ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরেছেন। ইবনু আসাকির তার আশি খণ্ডে সমাপ্ত দামেশকের ইতিহাস গ্রন্থে আরো বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির জীবনচরিত সংগ্রহ করেছেন। ইবনু হাজার তার তাক্বরীবুত তাহযীব ও মীযানুল ইতিদাল গ্রন্থে যথাক্রমে ১২,৪১৫ ও ১৪,৩৪৩ জন হাদীস বর্ণনাকারীর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন।[২]

তবে পরিধি, সাধারণ বিন্যাস ও বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি– এসব দিক দিয়ে আসমাউর রিজাল সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে; আর তা নির্ভর করে সঙ্কলক ও গ্রন্থকারদের মূল উদ্দেশ্যের ওপর। যাহাবীর তাবাক্বাতুল হুফ্‌ফাজ ও দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের নিয়ে রচিত অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে কোনো এক বিশেষ শ্রেণীর হাদীস বর্ণনাকারীদের উপর যে আলোচনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অন্যগুলোতে কেবল বর্ণনাকারীদের নাম, উপাধি (কুনিয়াহ) ও বংশ পরিচয় (নিসবাহ) তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের গ্রন্থের দৃষ্টান্ত হলো আসমাউল কুনা বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ; এবং তন্মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থটি হলো সাম'আনীর কিতাবুল আনসাব। তবে কিছু কিছু গ্রন্থে সেসব বর্ণনাকারীদের বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে যারা আলেপ্পো, বাগদাদ, দামেশক প্রভৃতি শহরে বসবাস বা ভ্রমণ করেছিলেন। এ ধরনের গ্রন্থের দৃষ্টান্ত হলো খতীব বাগদাদী, ইবনু আসাকির ও অন্যান্য লেখকদের সঙ্কলনসমূহ। কিছু কিছু গ্রন্থে শুধু নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন ইবনু হিব্বান ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের লেখা কিতাবুস সিকাত ও কিতাবুদ দু'আফা। আবার কিছু কিছু গ্রন্থে শুধু সেসব বর্ণনাকারীর জীবনচরিত তুলে ধরা হয়েছে যাদের নাম কোনো বিশেষ হাদীস গ্রন্থে বা বিশেষ শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। এ শ্রেণীভুক্ত বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে যেখানে সেসব বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যাদের বর্ণনার ওপর ইমাম বুখারী বা মুসলিম বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের সঙ্কলকগণ নির্ভর করেছেন।

---

[২] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৭০–১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসমাউর রিজাল সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহকে প্রধান দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়,

- সাধারণ গ্রন্থাবলী ও
- বিশেষ গ্রন্থাবলী।

সাধারণ গ্রন্থাবলী

এ শ্রেণীতে রয়েছে সেসব গ্রন্থ যেখানে সকল বর্ণনাকারীর বা কমপক্ষে সেসব গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাকারীর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে যাদের ব্যাপারে সঙ্কলকগণ অবহিত ছিলেন। এ বিষয়ের ওপর লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ পদ্ধতি অনুসারে হিজরী তৃতীয় শতকে মুহাম্মাদ ইবনু সা'দের তাবাক্বাত, ইতিহাস বিষয়ে ইমাম বুখারীর তিনটি গ্রন্থ, আহমাদ ইবনু আবী খাইছামার ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল যা সংক্ষেপে বিবৃত হলো।[৩]

তাবাকাতু ইবনি সা'দ

এ বিষয়ে সর্বপ্রাচীন যে গ্রন্থটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা হলো ইবনু সা'দের লেখা কিতাবুত তাবাকাতিল কাবীর। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের পরিবারের ব্যাবীলনীয় গোলামদের এক পরিবারে আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ ইবনু মুনী' যুহরী জন্মগ্রহণ করেন। ইবনু আব্বাসের পরিবার তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিল। হাদীস শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র বসরায় জন্মগ্রহণ করা ইবনু সা'দ হাদীস শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং কুফা ও মক্কা ভ্রমণ করে মদীনায় গিয়ে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। পরিশেষে তিনি যখন তৎকালীন সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু বাগদাদে আসেন, তখন তিনি অন্যতম আরব ইতিহাসবিদ ওয়াকিদীর জ্ঞানকর্মের ব্যক্তিগত সহকারী হওয়ার অনন্য সুযোগ পেয়ে যান। তিনি এতো দীর্ঘ সময় ধরে এ কাজ চালিয়ে যান যে, পরিশেষে তাকে 'কাতিবুল ওয়াকিদী' (ওয়াকিদীর সহকারী) উপাধি দেয়া হয়েছিল। এ উপাধিতেই তিনি সাধারণ পরিচিতি লাভ করেন।

পরিশেষে বাগদাদে একজন ইতিহাসবিদ ও হাদীস বিশারদ হিসেবে ইবনু সা'দের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় একদল ছাত্র আকৃষ্ট হন এবং তার নিকট হাদীস ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। সেসব প্রখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ বালাযুরী যিনি তার জীবনের শেষ দিকে বিখ্যাত গ্রন্থ ফুতূহুল বুলদান রচনার ক্ষেত্রে

---

[৩] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৭১–২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইবনু সা'দ থেকে প্রচুর সহযোগিতা নিয়েছেন। ইবনু সা'দ ২৩০ হিজরী/৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৪]

ইবনু সা'দের কিতাবু আখবারিন নাবী গ্রন্থটি মূলত তার প্রধান গ্রন্থ তাবাকাত এর একটি অংশ মাত্র। গ্রন্থকার নিজেই তার সঙ্কলন সম্পন্ন করেছিলেন, তবে পরবর্তী প্রজন্মের সামনে এ বইটি হাজির করেছেন তারই ছাত্র হারিছ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী উসামাহ (৮০২–৮৯৬)।

তাবাকাত গ্রন্থের পরিকল্পনা ও সঙ্কলনের পুরো কাজটি করেছেন ইবনু সা'দ নিজেই, তবে তিনি তা সম্পন্ন করতে পারেননি। এ গ্রন্থে তিনি যা কিছু লিখেছেন তার সবটুকুই তিনি তার ছাত্র হুসাইন ইবনু ফাহম (৮২৬–৯০১)-এর সামনে পাঠ করে শুনিয়েছেন, আর হুসাইন তা লিখে নিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, হুসাইন ছিলেন হাদীস শাস্ত্র ও বর্ণনাকারীদের জীবনচরিতের একজন উৎসুক শিক্ষার্থী।[৫] ইবনু ফাহম গ্রন্থটিকে গ্রন্থকারের পরিকল্পনা অনুসারে সম্পন্ন করেন এবং এর সাথে কিছু সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সংক্রান্ত তথ্য যোগ করে দেন। তাছাড়া এ গ্রন্থে তিনি আরো এমন কতিপয় বর্ণনাকারীর জীবনচরিত সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন যাদের নাম ইবনু সা'দ ইতোপূর্বে তার গ্রন্থের সাধারণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। গ্রন্থটি তিনি তার নিজের ছাত্রদেরকেও পড়ে শোনান।[৬]

আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহের অন্যতম হলো ইবনু সা'দের তাবাকাত; এতে হাদীসের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাকারীদের অধিকাংশের জীবনচরিত সংক্রান্ত তথ্য স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থটি হলো ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্যের একটি সমৃদ্ধ আকর। এটিকে শুধু এ বিষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবেই আখ্যায়িত করা যায় না, এটি সাধারণভাবে সমগ্র আরবি সাহিত্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীরও অন্যতম। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর শুরু থেকে নিয়ে বিপুল সংখ্যক লেখক আরব্য ইতিহাস ও জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে এটিকে একটি উৎস হিসেবে ব্যাবহার করেছেন। বালাযুরী, তাবারী, খতীব বাগদাদী, ইবনুল আসীর, নববী ও ইবনু হাযার

[৪] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৭২–৩।

[৫] তারীখু বাগদাদ, খণ্ড ৮, পৃ, ৯২।

[৬] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৭৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এদের সকলেই নিজেদের গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন; আর সুয়ূতী এ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত সংক্রান্ত একটি সাধারণ অভিধান হিসেবে এটি আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে একটি অনন্য স্থান দখল করে আছে। তাবাক্বাত শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থে শুধু বিশেষ শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৭]

ইমাম বুখারীর কিতাবুত তারীখ

ইবনু সা'দের তাবাক্বাত-এর কিছুদিন পর রচিত হয় ইমাম বুখারীর গ্রন্থাবলী। তিনি বলেছিলেন যে, যে ৩,০০,০০০ হাদীস তিনি মুখস্থ করেছেন তার প্রত্যেকটি বর্ণনাকারীর জীবনচরিত সংক্রান্ত তথ্য তার নিকট রয়েছে। তিনি বর্ণনাকারীদের ইতিহাসের ওপর তিনটি সাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ গ্রন্থটিতে চল্লিশ হাজারেরও বেশি বর্ণনাকারীর জীবনচরিত সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। তবে এ গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ কোনো পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি টিকে আছে বলে জানা যায় না। কিছু কিছু গ্রন্থাগারে শুধু এর বিভিন্ন অংশ সংরক্ষিত রয়েছে; আর এগুলোর ভিত্তিতে ভারতের হায়দ্রাবাদের দা-ইরাতুল মাআরিফ গ্রন্থটির একটি সংস্করণ তৈরী করে প্রকাশ করেছে।

বিশেষ গ্রন্থাবলী

বিশেষ গ্রন্থ দ্বারা মূলত এমন গ্রন্থকে বুঝানো হয় যেখানে কেবল বর্ণনাকারীদের বিশেষ দল, পটভূমি বা যুগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাধারণ জীবনচরিতমূলক অভিধানসমূহ রচিত হওয়ার প্রায় সমসাময়িক যুগেই এসব বিশেষায়িত জীবনচরিতমূলক অভিধানসমূহ লেখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ হলো

- সাহাবীদের জীবনচরিত সম্বলিত গ্রন্থাবলী;
- সেসব বর্ণনাকারীর জীবনচরিত সম্বলিত গ্রন্থাবলী যারা কোনো বিশেষ শহর বা প্রদেশে বসবাস কিংবা ভ্রমণ করেছেন;
- আইনবিদদের বিভিন্ন দলের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনাকারীদের জীবনবৃত্তান্ত সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী।

[৭] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৭৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাহাবীদের জীবনচরিত সম্বলিত গ্রন্থাবলী

আসমাউর রিজাল এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে এসব গ্রন্থ। তবে হিজরী তৃতীয় শতকের পূর্বে এ বিষয়ের ওপর কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে বলে মনে হয় না। হিজরী তৃতীয় শতকে সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী সাহাবীদের জীবনচরিতের ওপর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন; আর এ গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল প্রধানত এসব গ্রন্থের ভিত্তিতে, (ক) সীরাত সাহিত্য; (খ) ইসলামের প্রাথমিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী; (গ) সাহাবীদের জীবনচরিত সমৃদ্ধ বিপুল সংখ্যক হাদীস এবং আসমাউর রিজাল সংক্রান্ত প্রাথমিক যুগের সাধারণ গ্রন্থাবলী।

ইসলামের ইতিহাসের পরবর্তী যুগে অসংখ্য লেখক ইমাম বুখারীকে অনুসরণ করে এ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবু ইয়া'লা আহমাদ ইবনু আলী (২০১–৩০৭/৮১৬–৯১৯), বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও অনুলিপিকার আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ বাগাভী (৮২৮–৯২৯), ইবনু শাহীন নামে পরিচিত আবু হাফস উমার ইবনু আহমাদ (৯০৯–৯৯৫)– যিনি ছিলেন তার সময়ের বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণেতাদের অন্যতম (যিনি শুধু কালির পেছনেই ৭০০ দিরহাম খরচ করেছিলেন), আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু মানদা (মৃত্যু ৩০১/৯১৩), অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আবু নুয়াইম আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ (৯৪৭–১০১২), খতীব বাগদাদীর সমসাময়িক কর্ডোবার ইবনু আব্দিল বার—যিনি ছিলেন তার সময়ে (মুসলিম বিশ্বের) পশ্চিমাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাক্‌র (৫০১–৫৮১/১১০৭–১১৮৫) ও আরো অসংখ্য লেখক সাহাবীদের জীবনচরিত বিষয়ে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৮]

ইবনুল আসীরের উসুদুল গাবাহ

হিজরী সপ্তম শতকে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিস ইজ্জুদ্দীন ইবনুল আসীর (৫৫৫–৬৩০/ ১১৬০–১২৩০) তার উসুদুল গাবাহ নামক গ্রন্থে উপরোল্লিখিত সকল বিশেষজ্ঞের গবেষণার সারনির্যাস একত্রিত করে দিয়েছেন; এ গ্রন্থের প্রধান ভিত্তি হলো ইবনু মানদা, আবু নুয়াইম, আবু মূসা ও ইবনু আব্দিল বার-এর গ্রন্থাবলী। ইবনু আব্দিল বারের আল ইস্তিয়াব গ্রন্থে মাত্র তিন শ' সাহাবীর জীবনচরিত স্থান পেয়েছে; ইবনু ফাতহূন এ গ্রন্থের যে সম্পূরক রচনা করেছেন তাতে প্রায় সমসংখ্যক সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে। তবে ইবনুল আসীর তার উৎস গ্রন্থসমূহকে অন্ধভাবে

---

[৮] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৭৮–৮০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুসরণ করেননি।

ইবনুল আসীর উসুদুল গাবা'র ভূমিকায় প্রধান উৎসসমূহের পাশাপাশি তার গ্রন্থের সাধারণ বিন্যাস আলোচনা করার পর 'সাহাবা' পরিভাষাটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, নাবী ﷺ-এর জীবনীর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন এবং বর্ণনানুক্রমে ৭,৫৫৪ জন সাহাবীর জীবনচরিত তুলে ধরেছেন; কতিপয় ব্যক্তির সাহাবী হওয়ার বিষয়টিকে তিনি তার স্বতন্ত্র গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করেছেন। বিভিন্ন নিবন্ধে তিনি সাধারণত সাহাবীদের নাম, উপাধি, বংশ লতিকা ও তাদের জীবন বৃত্তান্ত সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করেছেন। কোনো বিষয়ে তিনি তার উত্তরসূরীদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করলে, তিনি বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করে নিজের সমর্থনে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং তার পূর্বসূরীদের ভুলের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রচুর পুনরাবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও উসুদুল গাবাহ্ গ্রন্থটি সাধারণভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং মুহাদ্দিসগণ এটিকে এ বিষয়ের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

ইমাম নববী, যাহাবী, কুশাইরী ও সুয়ূতী প্রমুখ জীবনীকারগণ ইবনুল আসীরের এ গ্রন্থের সারাংশ তৈরী করেছেন।[৯]

ইবনু হাযারের আল ইসাবাহ্ ফী তাময়ীজিস সাহাবাহ্

উসুদুল গাবাহ-এর পর হিজরী নবম শতকে এ বিষয়ে আরো ব্যাপক ভিত্তিক একটি গ্রন্থ রচিত হয়; আর তা হলো আল ইসাবাহ্ ফী তাময়ীজিস সাহাবাহ্। এর রচয়িতা শিহাবুদ্দীন আবুল ফজল ইবনু আলী ইবনু হাযার আসকালানী (৭৭৩–৮৫২/১৩৭১–১৪৪৮) ছিলেন তার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। তিনি প্রাচীন কায়রোতে ৭৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালেই তিনি তার মাতা ও পিতা (যিনি ছিলেন একজন আইনবিদ)-কে হারান। তার এক ব্যবসায়ী আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত পালিত হন। কিন্তু প্রকৃতি এ অনাথ শিশুটিকে দিয়েছিল শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে নাছোড়বান্দার মতো পড়ে থাকার বিপুল ক্ষমতা। পথ অত্যন্ত বন্ধুর হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান সাধনার লক্ষ্যে তিনি ছিলেন অবিচল; আর এর ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞানের সবক'টি শাখা ও আরবি লিপিকলায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষত হাদীসের জন্য তিনি তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি প্রখ্যাত

---

[৯] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৮০–১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুহাদ্দিস যাইনুদ্দীন ইরাকী (৭২৫–৮০৬/১৩৫১–১৪০৪)-এর নিকট টানা দশ বছর পড়ে থাকেন যিনি ইমলা (জোরে জোরে পাঠ করে ছাত্রদেরকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়া) শীর্ষক প্রাচীন পদ্ধতিকে হাদীস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পুনরায় প্রয়োগ করেছিলেন এবং হাদীস অধ্যয়নের পুরনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। অধ্যয়ন শেষে ইবনু হাযার ১৪০৩ সালে কায়রোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং হাদীস ও তৎসংশ্লিষ্ট শাখার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তার সমকালীন বিশেষজ্ঞগণ মুহাদ্দিস হিসেবে তার কর্তৃত্বকে মেনে নিয়েছিলেন এবং বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাকে হাদীসের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি বিচারক পদেও দায়িত্ব পালন করেছেন, অবশ্য কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করার পর তিনি এ পদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ৮৫২/১৪০৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রায় ১৫০টি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ রচনা ও সঙ্কলন রেখে গিয়েছেন—যা তার বহুমুখী প্রতিভার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে।

সহীহ বুখারীর ওপর তার ফাতহুল বারী শীর্ষক ভাষ্যটির বর্ণনায় বলা হয় যে, ইমাম বুখারীর শ্রেষ্ঠ কীর্তিটির প্রতি মুসলিম বিদ্বানদের যে ঋণ বিগত ছয়শ' বছরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল ফাতহুল বারীর মাধ্যমে তা পরিশোধ করা হয়েছে।[১০]

সাহাবীদের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে পূর্ববর্তী লেখকগণ যা কিছু লিখেছিলেন ইবনু হাযার তার আল ইসাবাহ ফী তাময়ীজিস সাহাবাহ গ্রন্থে তার সবগুলোর সারনির্যাস তুলে ধরেছেন; কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি তাদের সমালোচনা করে তাদের তথ্যের সাথে স্বীয় গবেষণার ফলাফল যোগ করে দিয়েছেন। তিনি তার গ্রন্থকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ

প্রথম ভাগ, সেসব ব্যক্তির বর্ণনা যাদেরকে কোনো বিশুদ্ধ বা চলনসই বা দুর্বল হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ, সেসব ব্যক্তির বর্ণনা যারা নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় খুব ছোট ছিলেন, তবে নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই সাহাবীদের পরিবারে তাদের জন্ম হয়েছিল যার ফলে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তারা সাহাবী হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করেছেন।

তৃতীয় ভাগ, সেসব ব্যক্তির বর্ণনা যাদের ব্যাপারে জানা যায় যে, তারা ইসলামের আগমনের পূর্বে ও পরে জীবিত ছিলেন, তবে তারা কখনো

[১০] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৮২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নাবী ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছেন কি না—তা জানা যায় না। এসব ব্যক্তি কখনো সাহাবী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেননি, কিন্তু সাহাবীদের জীবনচরিত সংক্রান্ত কিছু কিছু গ্রন্থে তাদের আলোচনা করা হয়েছে নিছক এ কারণে যে, সাহাবীদের যুগে তারা জীবিত ছিলেন।

চতুর্থ ভাগ, এ অংশে সেসব ব্যক্তিদের জীবনচরিত আলোচনা করা হয়েছে যাদেরকে কিছু কিছু গ্রন্থে ভুলক্রমে সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

বিশেষ শহর বা প্রদেশে ভ্রমণ বা বসবাসকারী হাদীস বর্ণনাকারীদের চরিতাভিধান

বিশেষ শহর বা প্রদেশে ভ্রমণ বা বসবাসকারী হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনচরিতের ওপর বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। এ ধরনের অভিধানের সংখ্যা অনেক। শুধু সকল প্রদেশই নয়, বরং প্রায় প্রত্যেকটি শহরে বেশ কয়েকজন জীবনীকার ছিলেন যারা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক মুহাদ্দিস বা সাহিত্যিকের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করেছেন যারা সেসব শহরে বসবাস কিংবা ভ্রমণ করেছেন। মক্কা, মদীনা, বসরা, কুফা, ওয়াসিত, দামেশক, এন্টিওক, আলেকজান্দ্রিয়া, কাইরাওয়ান, কর্ডোবা, মসুল, আলেপ্পো, বাগদাদ, ইস্পাহান, বুখারা ও মারভ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রত্যেকটিতে ছিল অসংখ্য ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার যারা স্থানীয় বিদ্বান ব্যক্তিদের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

এসব প্রাদেশিক ইতিহাসবিদদের অনেকেই সেসব প্রদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের কারো কারো প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সাধারণভাবে সেসব এলাকার বিদ্বান ব্যক্তি ও বিশেষত মুহাদ্দিস ও হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা। প্রথম দিকের জীবনচরিত সংক্রান্ত যেসব অভিধানে মুসলিমদের মাধ্যমে সেসব এলাকা বিজিত হওয়ার পর থেকে সঙ্কলকদের যুগ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম বিশেষজ্ঞদের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে, সেসব গ্রন্থের অনেকগুলোর ওপর পরবর্তী যুগের লেখকগণ সম্পূরক গ্রন্থ রচনা করেছেন; এসব গ্রন্থে পরবর্তী যুগ থেকে শুরু করে প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত সময়কার প্রখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের জীবন বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে।[২]

---

[১] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৮২।

[২] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

খতীব বাগদাদীর তারীখু বাগদাদ

এ ধরনের গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি হলো খতীব বাগদাদীর তারীখু বাগদাদ। বিরাটকায় শহরসমূহে যেসব বিদ্বান ও মুহাদ্দিস জন্মগ্রহণ বা পাঠদান করেছেন তাদের জীবন বৃত্তান্তের ওপর যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে তন্মধ্যে তারীখু বাগদাদ গ্রন্থটি সর্বপ্রাচীন।

খতীব বাগদাদী—যার পূরো নাম ছিল আবু বাক্র্ আহমাদ ইবনু আলী—ছিলেন বাগদাদের নিকটবর্তী এক গ্রামের খতীবের[৩] পুত্র। তিনি ৩৯২ হিজরী/১০০২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১ বছর বয়স থেকে হাদীস অধ্যয়ন করতে শুরু করেন; এ প্রক্রিয়ায় তিনি মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, আরব ও পারস্যের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। খতীব ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষত আসমাউর রিজাল ও হাদীস শাস্ত্রে, ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি দামেশক, বাগদাদ ও অন্যান্য এলাকার শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে পাঠদান করেন এবং তার কতিপয় শিক্ষক (যেমন আযহারী ও বারক্বানী) তাকে হাদীস শাস্ত্রের একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে মেনে নিয়ে তার নিকট থেকে হাদীসের পাঠ গ্রহণ করেন। পরিশেষে তিনি বাগদাদে বসতি স্থাপন করেন; সেখানে খলিফা ক্বা'ইম ও তার মন্ত্রী ইবনু মাসলামাহ (মৃত্যু ১০৫৮) হাদীস শাস্ত্রে খতীব বাগদাদীর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রদান করেন। এরা এ মর্মে নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, কোনো বক্তা তার বক্তৃতায় এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করতে পারবেন না যা খতীব বাগদাদী দ্বারা অনুমোদিত হয়নি। বাগদাদে তিনি তার প্রায় সবগুলো বই স্বীয় ছাত্রদের সামনে পাঠ করে শুনিয়েছেন। তিনি ৪৬৩/১০৭১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

বাসাসীরীর (১০৫৮) বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত বাগদাদে খতীবের জীবন একেবারে ঘটনাবিরল ছিল না। সেই বিদ্রোহে খতীবের পৃষ্ঠপোষক ইবনু মাসলামাহ নিহত হন। বিদ্রোহী ও তার সমর্থকদের হাতে খতীবকে যথেষ্ট ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। পরিশেষে তিনি বাগদাদ ছেড়ে কিছুদিন সিরিয়ায় ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হন। ৪৫১ সালে আসাসীরীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি বাগদাদে ফিরে আসেননি। তাকে হানবালিদের হাতেও কষ্ট ভোগ করতে হয়, কারণ তিনি হানবালি মাযহাব ছেড়ে শাফিয়ী মাযহাবে যোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া এ নিগৃহীত হওয়ার পেছনে আশ'আরী ও সূক্ষ্ম তর্কে পারদর্শী দার্শনিকদের প্রতি তার উদার দৃষ্টিভঙ্গীও দায়ী ছিল। তার বিরুদ্ধে

---

[৩] ইমাম যিনি জুমু'আ'র খুতবা প্রদান ক...

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হানবালি তাত্ত্বিকরা যেসব পুস্তিকা রচনা করেছেন হাজী খলিফা তা উল্লেখ করেছেন। তবে খতীব তার সব ক'টি মহৎ ইচ্ছে পূরণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন—যেমন

- বাগদাদ শহরে স্বীয় ছাত্রদের সামনে তার বিখ্যাত গ্রন্থ বাগদাদের ইতিহাস পাঠ করে শোনানো[৪] ; ও
- (মৃত্যুর পর) বিশর হাফী (৭৬৭–৮৪১ সাল) এর কবরের পাশে শায়িত হওয়া।[৫]

খতীব ৫৬টি ছোট বড় গ্রন্থ ও পুস্তিকা সঙ্কলন করেছেন; ইয়াকূত তার মু'জামুল উদাবা গ্রন্থে সেসব গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি হলো তার তারীখু বাগদাদ। এ অমর কীর্তিতে—যা তিনি ৪৬১ হিজরীতে তার ছাত্রদের সামনে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন—বাগদাদ, রুসাফা ও মাদাইন (টেসিফোন)-এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়ে খতীব ৭,৮৩১ জন প্রখ্যাত পুরুষ ও নারী (প্রধানত হাদীস বিশারদ)-দের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন যারা বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছেন কিংবা অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাগদাদে এসে হাদীসের ওপর পাঠদান করেছেন। তিনি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরও বিবরণ দিয়েছেন যারা বাগদাদ শহর পরিদর্শন করেছিলেন। এ গ্রন্থে সেসব ব্যক্তির নাম, কুনিয়াহ (বংশীয় উপাধি), মৃত্যুর তারিখ ও জীবনচরিত সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করার পাশাপাশি তাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণ যেসব মতামত দিয়েছেন তিনি তা তুলে ধরেছেন।

খতীব বিভিন্ন নিবন্ধ বিন্যাস করার ক্ষেত্রে সাহাবীদেরকে সবচেয়ে গৌরবজনক স্থান দিয়েছেন। তারপর সেসব ব্যক্তির আলোচনা করেছেন যাদের নামে মুহাম্মাদ রয়েছে। অন্যান্য নিবন্ধগুলোকে তিনি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজিয়েছেন। নারী ও কুনিয়াহ দ্বারা পরিচিত ব্যক্তিদের নিবন্ধগুলোকে শেষের দিকে স্থান দেয়া হয়েছে।

এ গ্রন্থে হাদীস ও আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে খতীব তার বিপুল জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করার পাশাপাশি তার নিরপেক্ষতা ও সমালোচনামূলক ধীশক্তিরও বহি.প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি সবসময় তথ্যের উৎস উল্লেখ করেছেন এবং প্রায়শ (নিজস্ব মন্তব্য অংশে) উদ্ধৃত হাদীস ও যেসব বর্ণনা তিনি গ্রহণ করেছেন তার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে

---

[৪] খতীবের পূর্বে বাগদাদ শহরের একমাত্র ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তাইফূর আহমাদ ইবনু আবী তাহির (৮১৯–৯৮৩); তার গ্রন্থের মাত্র ষষ্ঠ খণ্ডটির ব্যাপারে জানা গিয়েছে যেখানে খলিফাদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এইচ কেলার এ খণ্ডটিকে লিথোগ্রাফ করে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

[৫] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৮৩–৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলোচনা করেছেন। কোনো পূর্বচিন্তা বা পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই তিনি সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চালিয়েছেন।[৬]

খতীব ইমাম আহমাদ ও শাফিয়ীকে যথাক্রমে 'শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ' ও 'আইনবিদ সম্রাট' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ জন্য তাকে সমালোচিত হতে হলেও এসব উপাধিকে পক্ষপাতদুষ্ট মনে হয় না। তিনি সাধারণভাবে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে সমাদৃত। তিনি ছিলেন তার সময়ে প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ; যেমনিভাবে তার সমসাময়িক কর্ডোবার ইবনু আব্দিল বার ছিলেন সে সময়ে পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ।[৭]

খতীবের গ্রন্থে যেসব ভুক্তি রয়েছে তা ৪৫০ হিজরী পর্যন্ত সময়কার। তার ইন্তেকালের পর তার উত্তরসূরীগণ এ গ্রন্থটির প্রবৃদ্ধি সাধনের কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। সাম'আনী (৫০৬–৫৬২/১১১৩–১১৬৭), দুবাইছী (৫৫৮–৬৩৭/১১৬৩–১২৩৯), ইবনুন নাজ্জার (৫৭৮–৬৪৩/১১৮৩–১২৪৫) ও অন্যান্য লেখকবৃন্দ তারীখু বাগদাদ-এর সম্পূরক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেসব গ্রন্থে তারা স্ব স্ব সময় পর্যন্ত বাগদাদের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবনচরিত সঙ্কলন করেছেন।[৮]

ইবনু আসাকিরের তারীখু দিমাশক

খতীবের বাগদাদের ইতিহাস গ্রন্থের পর দামেশকের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে ইবনু আসাকির তার বিপুলায়তন চরিতাভিধান রচনা করেছেন। আশি খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটি পরবর্তী লেখকদের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ইবনু আসাকির—যার পুরো নাম আবুল কাসিম আলী ইবনুল হাসান ইবনি হিবাতিল্লাহ ইবনি আব্দিল্লাহ ইবনিল হুসাইন (৪৯৯/১১০৫) সালে দামেশকের এক সম্ভ্রান্ত বিদ্বান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনু আসাকিরের পিতা, ভাই, পুত্র ও ভাইপোকে সুবকী খ্যাতিমান হাদীস বিশারদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৯] তার পূর্বসূরীদের কেউ কেউ ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানসমূহে শামিল হয়েছিলেন যা তাকে ইবনুল আসাকির (সৈনিক সন্তান) উপাধি দান করেছে—যে

---

[৬] তাবাক্বাতু ইবনি সা'দ, খণ্ড ১, পৃ, ২২৪; খণ্ড ২, পৃ, ৫২১; খণ্ড ৪, পৃ, ১৭৬; খণ্ড ৬, পৃ, ১০১।

[৭] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৮৫–৬।

[৮] কাশফুজ জুনূন, খণ্ড ২, পৃ, ১১৯ (হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৮৫–৬ এ উদ্ধৃত)।

[৯] তাবাক্বাতুশ শাফিইয়্যাহ আল কুবরা, খ... ২; খণ্ড ৫, পৃ, ১৪৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নামে তিনি সর্বসাধারণ্যে পরিচিত। স্বীয় পিতা ও দামেশকের অন্যান্য শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ইবনুল আসাকির ব্যাপক ভ্রমণে নেমে পড়েন এবং হাদীস শিক্ষার সব ক'টি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন; সুবকী তার তাবাক্বাত গ্রন্থে এর একটি দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের তের শতাধিক শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন—তন্মধ্যে আশি জন ছিলেন নারী। পরিশেষে তিনি দামেশকে বসতি স্থাপন করে হাদীস ও তদ্সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর সেবায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। ইবনুল আসাকির গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ সঙ্কলন করার পাশাপাশি একটি কলেজে সেসব বিষয়ের ওপর পাঠদান করেন। তার জন্য ঐ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি ও আইনবিদ নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জঙ্গী। নূরুদ্দীন তাকে বিচার বিভাগের কয়েকটি পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, ইবনুল আসাকির সেসব প্রস্তাবের সবগুলোকে অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরিশেষে ৫৭১/১১৭৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১০]

ইয়াকূত তার মু'জামুল উদাবা গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের গ্রন্থাবলীর একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদান করেছেন।[১১] এসব গ্রন্থের অনেকগুলো এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বহু খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থটি হলো দামেশকের ইতিহাস। এক বন্ধুর অনুরোধে গ্রন্থকার এ গ্রন্থটি সঙ্কলনের কাজ শুরু করেন। কিন্তু কিছু সমস্যা ও দুঃখজনক ঘটনার দরুন এ কাজটি অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তবে এ গ্রন্থের সমাপ্তি দেখার জন্য সোৎসাহে অপেক্ষা করছিলেন নূরুদ্দীন জঙ্গী। পরিশেষে জঙ্গীর উৎসাহ বিজয়ী হয় এবং ইবনুল আসাকির বৃদ্ধ বয়সে এ গ্রন্থটি সম্পন্ন করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।[১২]

ইবনুল আসাকির তার ইতিহাস পর্বের সূচনায় সিরিয়া ও বিশেষত দামেশকের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করেছেন। তারপর যেসব হাদীসে সিরিয়া ও দামেশকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে অন্যান্য স্থানের তুলনায় সিরিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার পর তিনি সেখানকার নাবী-রাসূল ও বিভিন্ন আশ্রমের বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর ইবনুল আসাকির বিভিন্ন শ্রেণীর (প্রধানত হাদীস বিশারদদের) সেসব প্রখ্যাত পুরুষ ও নারীর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন যারা

---

[১০] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৮৬–৭।

[১১] মু'জামুল উদাবা, খণ্ড ৫, পৃ, ১৪০–৪।

[১২] তারীখু দিমাশক, খণ্ড ১, পৃ, ১০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দামেশকে বসবাস বা সফর করেছেন। তার গ্রন্থের জীবনচরিত অংশের শুরুতে রয়েছে সেসব ব্যক্তির আলোচনা যাদের নামে আহমাদ শব্দ রয়েছে; আর এর মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান পেয়েছে ইসলামের নাবী ﷺ-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত। কোনো শ্রেণীবিশেষকে প্রাধান্য না দিয়ে ভুক্তিগুলোকে বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। যেসব পুরুষের নাম জানা যায়নি তাদের জীবন বৃত্তান্ত গ্রন্থের শেষের দিকে স্ব স্ব কুনিয়াহ (বংশীয় পদবী) এর বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তারপর রয়েছে প্রখ্যাত নারীদের আলোচনা। পুরুষদের ক্ষেত্রে যে বিন্যাস অবলম্বন করা হয়েছে, নারীদের ক্ষেত্রেও সেই একই বিন্যাস অনুসরণ করা হয়েছে।

খতীব বাগদাদী ও ইবনুল আসাকিরের ন্যায় আরো অনেক হাদীস বিশারদ ও ইতিহাসবিদও অন্যান্য শহরের বিদ্বান ব্যাক্তিবর্গ ও হাদীস বিশারদদের জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলন করেছেন। ইবনু মানদাহ (মৃত্যু ৩০১/৯১১) ও ইস্পাহানের আবু নুয়াইম (৩৩৬–৪০৩) নিজ নিজ শহরের হাদীস বিশারদদের জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলন করেছেন।[১৩] আবু নুয়াইমের গ্রন্থটি রামপুর, কন্সট্যান্টিনোপল ও লাইডেনের গ্রন্থাগারসমূহে সংরক্ষিত আছে। হাকিম (৩২১–৪০৫/৯৩৩–১০১৪) নিশাপুরের হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত সঙ্কলন করেছেন। ইবনুল আদীম নামে পরিচিত আবুল কাসিম উমার ইবনু আহমাদ উকাইলী (৫৫৮–৬৬০/১১৯১–১২৬২) ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত একটি গ্রন্থে আলেপ্পোর প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ও বিপুল সংখ্যক হাদীস বিশারদদের জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলন করেছেন। তার বেশ কয়েকজন পূর্বসূরী এর সম্পূরক গ্রন্থ রচনা করেছেন।[১৪] আবু সা'দ সাম'আনী (৫০৬–৫৬২/১১১৩–১১৬৭) মারভের হাদীস বিশারদদের ওপর ২০ খণ্ডে সমাপ্ত একটি চরিতাভিধান রচনা করেছেন।[১৫] ইবনুদ দুবাইছী (৫৫৮–৬৩৭/১১৬২–১২৩৯) ওয়াসিতের হাদীস বিশারদদের ওপর একটি চরিতাভিধান রচনা করেছেন;[১৬] একইভাবে ইবনুন নাজ্জার কুফার,[১৭] ইবনু শাব্বাহ

[১৩] ওফায়াতুল আ'ইয়ান, নং ৩২ ও ৬৩১।

[১৪] কাশফুয যুনূন, খণ্ড ২, পৃ, ১২৫।

[১৫] ওফায়াতুল আ'ইয়ান, নং ৪০৬।

[১৬] প্রাগুক্ত, নং ৬৭২।

[১৭] মু'জামুল উদাবা, খণ্ড ১, পৃ, ৪১০; [illegible] পৃ, ১৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(১৭৩–২৬৩/৭৮৯–৮৭৬) বসরার,[১৮] ইবনুল বাজ্জাজ হেরাতের এবং ইবনুর রাফি কাযবীনের[১৯] হাদীস বিশারদদের ওপর চরিতাভিধান রচনা করেছেন।

ইবনুল ফারদী, ইবনু বিশকাওয়াল, হুমাইদী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলন করেছেন যারা (ইসলামী সাম্রাজ্যের) বিভিন্ন প্রদেশ যেমন আন্দালুস, আফ্রিকা, সান'আ, মিশর, খুরাসান প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করেছিলেন।[২০]

---

[১৮] ওফায়াতুল আ'ইয়ান, নং ৫০২।

[১৯] কাশফুয যুনূন, খণ্ড ২, পৃ, ১৫৭ ও ১৪০।

[২০] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৮৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১০

হাদীস শাস্ত্রের নারী বিশেষজ্ঞ

আধুনিক যুগের পূর্বেকার ইতিহাসে অল্প কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগের কথা লেখা আছে যেখানে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে হাদীস শাস্ত্র একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম। কুরআনের আয়াত ও নাবী ﷺ-এর শিক্ষাসমূহে নারীদের গুরুত্বকে সবসময় জোরালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রাক-ইসলামী যুগের প্রথার বিরুদ্ধে তাদের অধিকারগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের দ্বীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর দায়িত্ব সানন্দে নারীদের ওপর অর্পণ করেছে; কেননা, পুরুষের সহযোগী হিসেবে নারীরা আল্লাহর দৃষ্টিতে একই মর্যাদার অধিকারী। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে যে, ইসলাম কেন এতো বিপুল সংখ্যক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বিদুষী নারী সৃষ্টি করেছে যাদের সাক্ষ্য ও সঠিক মতামতের ওপর ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নির্ভরশীল; অথচ পাশ্চাত্যের চিরায়ত ধর্মসমূহে যার কোনো নজীরই নেই।

ইসলামের একেবারে প্রথম দিন থেকেই নারীরা হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; আর এ প্রথা চালু ছিল পরবর্তী শত শত বছর ধরে। মুসলিম ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে অসংখ্য প্রখ্যাত নারী মুহাদ্দিস ছিলেন যাদেরকে তাদের ভাইয়েরা অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখেছেন। চরিতাভিধানগুলোর প্রায় প্রত্যেকটির শেষের অধ্যায়গুলোতে বিপুল সংখ্যক নারী মুহাদ্দিসের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় অসংখ্য নারী কেবল প্রচুর পরিমাণ হাদীসের কার্যকারণই ছিলেন না, তারা তাদের দ্বীনি ভাই-বোনদের নিকট সেসব হাদীস পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও পালন করেছেন। নাবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর অসংখ্য নারী সাহাবী (বিশেষত নাবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ)-কে জ্ঞানের মৌলিক সংরক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হতো;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অন্যান্য সাহাবীরা জ্ঞানার্জনের জন্য তাদের দ্বারস্থ হতেন; আর তারাও নাবী ﷺ-এর সাহচর্যে থেকে জ্ঞানের যে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার লাভ করেছিলেন তা শিক্ষার্থীদেরকে উজার করে দিতেন। হাদীসের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট প্রথম দিকের অন্যতম মর্যাদাবান হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে হাফসা, উম্মু হাবীবা, মাইমুনা, উম্মু সালামা ও আয়েশা رضي الله عنهن-এর নাম অত্যন্ত সুপরিচিত। বিশেষত আয়েশা رضي الله عنها হলেন হাদীস সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তিনি শুধু বিপুল সংখ্যক হাদীসের প্রাচীনতম বর্ণনাকারীদেরই একজন নন, বরং তিনি তাদেরও অন্যতম যারা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন।

তাবি'ঈদের যুগেও নারীরা মুহাদ্দিস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিলেন। ইবনু সীরীনের মেয়ে হাফসা, ছোট উম্মুদ দারদা (মৃত্যু ৮১/৭০০) ও আমরাহ বিনতু আব্দির রহমান—প্রমুখ হলো সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ নারী মুহাদ্দিসদের মধ্য থেকে অল্প কয়েকজনের নাম। সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ মুহাদ্দিস ও অবিসংবাদিত যোগ্যতা ও মেধাসম্পন্ন বিচারক ইয়াস ইবনু মুয়াবিয়ার দৃষ্টিতে উম্মুদ দারদা ছিলেন যুগের অন্য সকল মুহাদ্দিসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এমনকি হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিত হাসান বসরী ও ইবনু সীরীনের তুলনায়ও।[১] আয়েশা رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে আমরাহকে বিখ্যাত পণ্ডিত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। তার অন্যতম ছাত্র ও মদীনার প্রখ্যাত বিচারক আবু বাক্‌র ইবনু হাযামকে খলিফা উমার ইবনু আব্দিল আযীয নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন আমরাহ এর বরাতে বর্ণিত সবগুলো হাদীস লিপিবদ্ধ করে ফেলেন।[২]

তাদের পর আবিদা মাদানিয়্যা, আব্দাহ বিনতু বিশর, উম্মু উমার ছাক্বাফিয়্যা, আলী ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্বাসের নাতনি যাইনাব, নাফিসা বিনতুল হাসান ইবনি যিয়াদ, খাদিজা উম্মু মুহাম্মাদ, আব্দাহ বিনতু আব্দির রহমান ও আরো অন্যান্য অনেক নারী হাদীসের ওপর গণপাঠদানে ব্যাপক পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। বিভিন্ন পটভূমি থেকে এসব নিবেদিতপ্রাণ নারী এসে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ইসলামী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করার ক্ষেত্রে শ্রেণী বা লিঙ্গ– কোনোটিই কোনো প্রতিবন্ধক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আবিদার জীবন শুরু হয়েছিল মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদের মালিকানাধীন বাঁদী হিসেবে; ঐ অবস্থায় তিনি মদীনার শিক্ষকদের নিকট থেকে বিপুল সংখ্যক হাদীস শিখে ফেলেন।

---

[১] তাদরীবুর রাবী, পৃ, ২১৫।

[২] কিতাবুত তাবাক্বাতিল কাবীর, খণ্ড ৮, আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

স্পেনের বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাবীব দাহহূন হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসার পর আবিদার প্রভু তাকে দাহহূনের নিকট হস্তান্তর করেন। তার জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে দাহহূন তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন এবং তাকে আন্দালুস নিয়ে যান। সেখানে তিনি তার মদীনার শিক্ষকদের উদ্ধৃতি দিয়ে দশ সহস্রাধিক হাদীস বর্ণনা করেন।[৩]

পক্ষান্তরে, যাইনাব বিনতু সুলাইমান (মৃত্যু ১৪২/৭৫৯) ছিলেন জন্মসূত্রে রাজকন্যা। তার পিতা ছিলেন আব্বাসী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সাফ্‌ফাহ এর চাচাতো ভাই। মনসূরের শাসনামলে তার পিতা বসরা, ওমান ও বাহরাইনের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। উন্নত শিক্ষা-দীক্ষা পাওয়া যাইনাব হাদীস সাহিত্যে বিপুল পাণ্ডিত্য অর্জন করে তার সময়ের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অন্যতম নারী মুহাদ্দিস হিসেবে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছিলেন। অসংখ্য নামকরা পুরুষ মুহাদ্দিস ছিলেন তার ছাত্র।[৪]

হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ রচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নাবী ﷺ-এর হাদীস চর্চায় পুরুষদের সাথে নারীদের এ অংশগ্রহণ অব্যাহত ছিল। হাদীসের মূলপাঠসমূহকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একেবারে প্রথম যুগ থেকে শুরু করে হাদীসের সকল গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কলকই মহিলা শিক্ষকদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। প্রধান প্রধান হাদীস গ্রন্থগুলোর প্রত্যেকটিতে সঙ্কলকের সরাসরি শিক্ষক হিসেবে অসংখ্য নারীর নাম রয়েছে। এসব গ্রন্থ সঙ্কলনকালে নারী মুহাদ্দিসগণ সেসব হাদীস ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর সামনে পাঠদান করেছেন এবং সেসব ছাত্রকে অন্যের নিকট হাদীস বর্ণনা করার ইজাযাহ (অনুমতি) প্রদান করেছেন।[৫]

চতুর্থ শতকে আমরা যেসব নারী মুহাদ্দিসের সন্ধান পাই তারা হলেন—ফাতিমা বিনতু আব্দির রহমান (মৃত্যু ৩১২/৯২৪) যিনি তার সাদাসিদে পোশাক ও দ্বীনদারীর জন্য সুফিয়া নামে পরিচিত; সুনান গ্রন্থের রচয়িতা আবু দাউদের নাতনি ফাতিমা; প্রখ্যাত আইনবিদ মুহাম্মিলীর কন্যা আমাতুল ওয়াহিদ (মৃত্যু ৩৭৭/৯৮৭); বিচার আবু বাক্‌র্ আহমাদ ((মৃত্যু ৩৫০/৯৬১)-এর কন্যা উম্মুল ফাতহ আমাতুস সালাম

---

[৩] নাফহুত তীব, খণ্ড ২, পৃ, ৯৬, হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৪৩–৪ এ উদ্ধৃত।

[৪] তারীখু বাগদাদ, খণ্ড ১৪, পৃ, ৪৩৪।

[৫] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৪৩–৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(মৃত্যু ৩৯০/৯৯৯) ও জুমু‘আহ বিনতু আহমাদ প্রমুখ। তাদের পাঠদানে শ্রদ্ধাভাজন শ্রোতারা সবসময় উপস্থিত থাকতেন।[৬]

হাদীস শাস্ত্রে নারীদের পাণ্ডিত্য অর্জনের এ ইসলামী প্রথা হিজরী পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকেও অব্যাহত থাকে। বিখ্যাত মরমী সাধক ও মুহাদ্দিস আবুল কাসিম কুশাইরীর স্ত্রী ফাতিমা বিনতুল হাসান ইবনি আলী ইবনিল দাক্কাক (মৃত্যু ৪৮০/১০৮৭) শুধু তার দ্বীনদারী ও সুন্দর হস্তলিপির জন্যই বিখ্যাত ছিলেন না, হাদীস ও উৎকৃষ্ট মানের ইসনাদ জ্ঞানের জন্যও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আরো বেশি সুনাম কুড়িয়েছেন কারীমা মারওয়াযিয়্যা (মৃত্যু ৪৬৩/১০৭০); তার সময়ে তাকে সহীহ বুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মনে করা হতো। সে সময়ের প্রথম সারির বিদ্বানদের অন্যতম হেরাতের আবু যার কারীমার পাণ্ডিত্যের মানকে এতো গুরুত্ব দিতেন যে, তিনি তার ছাত্রদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন তারা যেন অন্য কারো নিকট সহীহ বুখারী অধ্যয়ন না করে। এভাবে তিনি ইসলামের এ মৌলিক গ্রন্থটি বংশ পরম্পরায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন। গোল্ডযিহার লিখেছেন, ‘বস্তুত, এ গ্রন্থের মূলপাঠ বর্ণনার ইজাযাহ-এর ক্ষেত্রে তার নাম অসংখ্য বার উচ্চারিত হয়।’[৭] তার অন্যতম ছাত্র ছিলেন খতীব বাগদাদী ও হুমাইদী (৪২৮/১০৩৬–৪৮৮/১০৯৫)।

কারীমা ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক নারী মুহাদ্দিস সহীহ গ্রন্থের মূলপাঠ বর্ণনার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাদের মধ্যে ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ (মৃত্যু ৫৩৯/১১৪৪); শুহদাহ বিনতু আহমাদ ইবনুল ফারাজ (মৃত্যু ৫৭৪/১১৭৮) ও সিত্তুল ওযারা বিনতু উমার (মৃত্যু ৭১৬/১৩১৬)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফাতিমা এ গ্রন্থটি বিখ্যাত মুহাদ্দিস সাঈদ আইয়ারের বরাতে বর্ণনা করেছেন এবং হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে মুসনিদাতু ইসবাহান (ইস্পাহানের বিখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ) শীর্ষক গৌরবজনক উপাধি লাভ করেন। শুহদা ছিলেন একজন বিখ্যাত চারু লিপিকার ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিস। জীবনচরিতকারগণ তাকে একজন চারুলিপিকার, হাদীসের খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ও নারী জাতির গৌরব ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। তার প্রপিতামহ ছিলেন সুঁই বিক্রেতা; আর তা থেকে তিনি আল ইবরী উপাধি লাভ করেন। তবে তার পিতা আবু নাসর (মৃত্যু ৫০৬/১১১২) ছিলেন হাদীস অনুরাগী; তিনি বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করতে সক্ষম হন।

---

[৬] তারীখু বাগদাদ, খণ্ড ১৪, পৃ, ৪৪১–৪।

[৭] মোহামেডানিসে স্টাডীয়েন, খণ্ড২, পৃ, [illegible] লিটারেচার, পৃ, ১৪৫ এ উদ্ধৃত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুন্নাহ'র অনুসরণে তিনি তার মেয়েকে উন্নত শিক্ষা প্রদান করেন এবং তার মেয়ে যেন গ্রহণযোগ্য ও খ্যাতিমান মুহাদ্দিসদের নিকট থেকে হাদীস শিখতে পারে– তিনি তাও নিশ্চিত করেন।

তিনি আলী ইবনু মুহাম্মাদ নামে এক বিখ্যাত বিদ্যানুরাগীকে বিয়ে করেন যিনি পরবর্তীতে খলিফা মুকতাফির ঘনিষ্টতা লাভ করেন এবং একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা মুকতাফি সে কলেজে উদার হস্তে দান করেন। তবে তার তুলনায় তার স্ত্রী ছিলেন অধিক খ্যাতিমান। তিনি হাদীস সাহিত্যে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন এবং উন্নত মানের ইসনাদ-এর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। এ ব্যাপক খ্যাতির ফলে সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস সঙ্কলনের ওপর তার পাঠদানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভিড় লেগে যেতো।

সহীহ বুখারীর আরেক নারী বিশেষজ্ঞ ছিলেন সিত্তুল ওযারা যিনি ইসলামী আইনে প্রশংসনীয় ব্যুৎপত্তির পাশাপাশি তার সময়ের মুসনিদাহ্ হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তিনি মিশর ও দামেশকে সহীহ্ ও অন্যান্য গ্রন্থের ওপর পাঠদান করেছেন। একইভাবে উম্মুল খাইর আমাতুল খালিকও (৮১১/১৪০৮–৯১১–১৫০৫) সহীহ বুখারীর ওপর পাঠদান করেছেন যাকে হিজাযের সর্বশেষ বিখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। সহীহ বুখারীর আরেক নারী বিশেষজ্ঞ ছিলেন আয়িশা বিনতু আব্দিল হাদী।[৮]

সহীহ বুখারীর ওপর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এসব নারীর পাশাপাশি আরো অনেক নারী ছিলেন যাদের পাণ্ডিত্য ছিল হাদীসের অপরাপর গ্রন্থ কেন্দ্রিক। উম্মুল খাইর ফাতিমা বিনতু আলী (মৃত্যু ৫৩২/১১৩৭) ও ফাতিমা শাহরাযূরিয়্যা– উভয়েই সহীহ মুসলিম-এর ওপর পাঠদান করেছেন। ফাতিমা জাওদানিয়্যা (মৃত্যু ৫২৪/১১২৯) তার ছাত্রদের নিকট তাবারানীর তিনটি মুসনাদ বর্ণনা করেছেন। হাররানের যাইনাব (মৃত্যু ৬৮৮/১২৮৯)– যার পাঠদানে প্রচুর ছাত্র উপস্থিত হতো– হাদীসের সর্ববৃহৎ সঙ্কলন আহমাদ ইবনু হাম্বলের মুসনাদ গ্রন্থের ওপর পাঠদান করেছেন। জুয়াইরিয়া বিনতু উমার (মৃত্যু ৭৮৩/১৩৮১) ও যাইনাব বিনতু আহমাদ ইবনি উমার (মৃত্যু ৭২২/১৩২২)– যিনি হাদীসের সন্ধানে ব্যাপক সফর শেষে মিশর ও মদীনায় পাঠদান করেছিলেন– স্ব স্ব ছাত্রদের নিকট সুনানুদ দারিমী ও আবদ ইবনু হুমাইদের গ্রন্থাবলী বর্ণনা করেছেন। তার পাঠদানে হাজির হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা দূরদূরান্ত থেকে ভ্রমণ করে আসতো।

---

[৮] কিতাবুল ইমদাদ, পৃ, ৩৬, হাদীস লিটাআরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com উদ্ধৃত।

বিনতুল কামাল নামে পরিচিত যাইনাব বিনতু আহমাদ (মৃত্যু ৭৪০/১৩৩৯) আবু হানিফার মুসনাদ, শামাইলুত তিরমিযী, ও তাহাভীর শারহু মা'আনিল আসার-এর ওপর পাঠদান করেছেন; সর্বশেষ গ্রন্থটি তিনি আজীবা বিনতু আবী বাক্‌র্ নাম্নী আরেক নারী মুহাদ্দিসের নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন। গোল্ডযিহার বলেন, 'গোথা কোডেক্স-এর প্রামাণিকতার ভিত্তি হলো এ নারী মুহাদ্দিস ... একই ইসনাদে বিপুল সংখ্যক নারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যারা এ গ্রন্থ নিয়ে কাজ করেছিলেন।' বিখ্যাত পর্যটক ইবনু বতুতা দামেশকে অবস্থানকালে এ নারী সহ আরো অনেক নারী মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছেন।

দামেশকের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনুল আসাকির আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, তিনি বারো শতাধিক পুরুষ ও আশির অধিক নারীর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেছেন এবং ইমাম মালিকের মু'আত্তা বর্ণনা করার জন্য যাইনাব বিনতু আব্দির রহমানের ইজাযাহ লাভ করেছেন। জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম শাফিয়ীর আর রিসালাহ গ্রন্থটি হাজার বিনতু মুহাম্মদের নিকট অধ্যয়ন করেছেন। হিজরী নবম শতকের হাদীস বিশারদ আফীফুদ্দীন জুনাইদ সুনানুদ দারিমী গ্রন্থটি ফাতিমা বিনতু আহমাদ ইবনি কাসিমকে পাঠ করে শুনিয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য নারী মুহাদ্দিসদের মধ্যে যাইনাব বিনতুশ শাফিয়ী (৫২৪–৬১৫/১১২৯–১২১৮)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম সারির বেশ কয়েকজন মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করে অসংখ্য ছাত্রের নিকট পাঠদান করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে যারা ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিলেন তাদের অন্যতম হলেন ওফায়াতুল আ'ইয়ান নামক বিখ্যাত চরিতাভিধান রচয়িতা ইবনু খাল্লিকান।[৯] আরেকজন নারী মুহাদ্দিস ছিলেন সিরিয়ার কারীমা (মৃত্যু ৬৪১/১২১৮), যাকে জীবনচরিতকারগণ তার সময়ের সিরিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি অসংখ্য শিক্ষকের বরাতে হাদীসের অনেক গ্রন্থের ওপর পাঠদান করেছেন।

ইবনু হাযার আসকালানী তার আদ দুরারুল কামিনা গ্রন্থে অষ্টম শতকের প্রায় ১৭০ জন প্রখ্যাত নারীর জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন– যাদের অধিকাংশই হাদীস বিশারদ এবং স্বয়ং গ্রন্থকার তাদের অনেকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেছেন। এসব নারী মুহাদ্দিসদের কেউ কেউ ছিলেন সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হিসেবে

---

[৯] ওফায়াতুল আ'ইয়ান, নং ২৫০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জুয়াইরিয়্যা বিনতু আহমাদ– ইতোপূর্বে যার কথা আলোচনা করা হয়েছে– হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ পুরুষ ও নারী বিশেষজ্ঞদের নিকট অধ্যয়ন করেছেন যারা সে সময়ের বিখ্যাত কলেজসমূহে পাঠদান করেছেন। জ্ঞানার্জন শেষে সেসব বিদুষী নারী ইসলামের বিভিন্ন শাখার ওপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন। ইবনু হাযার আসকালানী বলেন, 'স্বয়ং আমার কতিপয় শিক্ষক এবং আমার সমসাময়িক অনেকেই তার পাঠদানে উপস্থিত থাকতো।' আয়িশা বিনতু আব্দিল হাদী (৭২৩–৮১৬)– যার কথাও ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে– তার সময়ের সর্বোত্তম মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন; একটি উল্লেখযোগ্য সময় জুড়ে যিনি ছিলেন ইবনু হাযারের অন্যতম শিক্ষক। তার তত্ত্বাবধানে দ্বীনের সত্য শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী তার নিকট ভিড় জমাতো।[১০] সিত্তুল আরব (মৃত্যু ৭৬০/১৩৫৮) ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ ইরাকী (মৃত্যু ৭৪১/১৩৪১) সহ আরো অনেকের শিক্ষক যারা নিজেদের জ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তার নিকট থেকে অর্জন করেছেন। দাকীকা বিনতু মুরশিদ (মৃত্যু ৭৪৬/১৩৪৫) নাম্নী আরেকজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বিপুল সংখ্যক নারী মুহাদ্দিসের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান সাখাভী (৮৩০–৮৯৭/১৩৪৭–১৪২৭)-এর লেখা আদ দাওউল লামি' নামক একটি গ্রন্থে নবম শতকের নারী মুহাদ্দিসদের সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। আদ দাওউল লামি' হলো নবম শতকের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের চরিতাভিধান। এ সম্পর্কিত আরো তথ্য রয়েছে আব্দুল আযীয ইবনু উমার ইবনি ফাহদ (৮১২–৮৭১/১৪০৯–১৪৬৬)-এর লেখা মু'জামুশ শুয়ূখ গ্রন্থে। ৮৬১ হিজরীতে সঙ্কলিত এ গ্রন্থে ১৩০ জন বিদুষী নারী সহ এগার শতাধিক শিক্ষকের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে যাদের তত্ত্বাবধানে উক্ত গ্রন্থকার অধ্যয়ন করেছেন। সেসব নারীর মধ্যে কয়েকজন ছিলেন সে সময়ের সূক্ষ্মদর্শী ও বিদ্বান মুহাদ্দিসদের অন্যতম; তারা পরবর্তী প্রজন্মের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, উম্মু হানী মারইয়াম (৭৭৮–৮৭১/১৩৭৬–১৪৬৬) শিশুকালেই কুরআন মুখস্থ করে ধর্মতত্ত্ব, আইন, ইতিহাস ও ব্যাকরণ সহ ইসলামী জ্ঞানের যে কয়টি শাখা সে যুগে শেখানো হতো সেগুলোর সব ক'টি শাখায় তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন। তারপর তিনি তদানীন্তন কায়রো ও মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করার লক্ষ্যে ভ্রমণে বেরিয়ে যান। উৎকৃষ্ট মানের চারুলিপি, আরবি ভাষার পাণ্ডিত্য,

[১০] শাযারাতুয যাহাব, খন্ড ৭, পৃ, ১২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

স্বভাবজাত কাব্য প্রতিভা ও দ্বীনি কর্তব্যসমূহের কঠোর অনুসরণের জন্যও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার ছেলে—যিনি ছিলেন দশম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত—তার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তার ছেলে তার জন্য সারাক্ষণ জেগে ছিলেন। কায়রোর বিখ্যাত কলেজগুলোতে ব্যাপকভাবে পাঠদান করে তিনি অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তিকে ইজাযাহ প্রদান করেছেন। স্বয়ং ইবনু ফাহদও হাদীসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ তার তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেছেন।[১১]

তার সমসাময়িক সিরিয়ার বিদুষী নারী বা'ঈ খাতুন বিনতু আবিল হাসান (মৃত্যু ১৪৫৯) আবু বাক্‌র্ মিয্‌যী সহ অসংখ্য মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করে হাদীস শাস্ত্রের বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও নারী বিশেষজ্ঞকে ইজাযাহ প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে তিনি সিরিয়া ও কায়রোতে হাদীসের ওপর পাঠদান করেছেন। আমরা জানতে পেরেছি যে, পাঠদানে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করতেন। বুদ্ধিবৃত্তিক মহলে ইবনাতুশ শারাইহী নামে পরিচিত আয়িশা বিনতু ইবরাহীমও (১৩৫৮–১৪৩৮) দামেশক, কায়রো ও অন্যান্য স্থানে হাদীস অধ্যয়ন করে তার ওপর পাঠদান করেছেন। সেসব পাঠদানে সে সময়ের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। মক্কার উম্মুল খায়র সাঈদাও (মৃত্যু ৮৫০/১৪৪৬) বিভিন্ন শহরের অসংখ্য মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞানার্জন করে বিদুষী হিসেবে উপরোক্ত নারী মুহাদ্দিসদের সমপরিমাণ ঈর্ষনীয় সুনাম কুড়িয়েছেন।[১২]

বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায় যে, হিজরী দশম শতক (খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক) থেকে হাদীস ও ইসলামী জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় মহিলাদের সম্পৃক্ততা উল্লেখযোগ্য হারে কমতে থাকে। আইদারূসের আন নূরুস সাফির, মুহিব্বীর খুলাসাতুল আখবার ও মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ'র আস সুহুবুল ওয়াবিলাহ শীর্ষক চরিতাভিধানসমূহে যথাক্রমে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের আলোচনা করা হয়েছে। এসব গ্রন্থে মাত্র ডজন খানেক প্রখ্যাত নারী মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তা থেকে এ অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভুল হবে যে, এ সময়ে এসে নারীরা হাদীসের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। নবম শতকে যেসব নারী মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের কয়েকজন দশম শতকেও যথারীতি জীবিত ছিলেন এবং সুন্নাহর সেবা অব্যাহত রেখেছিলেন। আসমা বিনতু কামালিদ্দীন (মৃত্যু ৯০৪/১৪৯৮) সে

---

[১১] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৫০–১।

[১২] হাদীস লিটারেচার, পৃ, ১৫০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সময়ের সুলতান ও তার কর্মকর্তাদের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাদের নিকট তিনি প্রায়শ বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করতেন এবং তারা তা সবসময় গ্রহণ করতেন। হাদীসের ওপর পাঠদান করার পাশাপাশি তিনি নারীদেরকে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রশিক্ষণ দিতেন। আয়িশা বিনতু মুহাম্মাদ (মৃত্যু ৯০৬/১৫০০)—যিনি বিখ্যাত বিচারক মুসলিহুদ্দীনকে বিয়ে করেছিলেন—অসংখ্য ছাত্রের নিকট হাদীসের পাঠদান করেছেন; পরে তাকে দামেশকের সালিহিয়্যা কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আলেপ্পোর ফাতিমা বিনতু ইউসুফ (১৪৬৫–১৫১৯) ছিলেন তার সময়ের অন্যতম বিদুষী হিসেবে সমধিক খ্যাত। ১৫৩১ সালে উম্মুল খায়র মক্কায় এক হাজ্জ যাত্রীকে ইজাযাহ প্রদান করেছিলেন।

প্রথম সারির সর্বশেষ নারী মুহাদ্দিস আমাদের নিকট ফাতিমা ফুদাইলিয়্যা (মৃত্যু ১৮৩১) নামে পরিচিত; তিনি শায়খা ফুদাইলিয়্যা নামেও সমধিক পরিচিত। তিনি হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী (খ্রিস্টীয় ১৮শ শতাব্দী) সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে জন্মগ্রহণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চারুলিপি ও ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেন। হাদীসের প্রতি তার ছিল বিশেষ আগ্রহ; তাই তিনি এ বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করেন। উন্নত মানের অসংখ্য বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে সানাদ হাসিল করে ফাতিমা নিজ গুণে একজন গুরুত্বপূর্ণ মুহাদ্দিস হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি মক্কায় বসতি স্থাপন করে সেখানে একটি সমৃদ্ধ গণপাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। মক্কা শহরের অনেক নামকরা মুহাদ্দিস তার পাঠদানে উপস্থিত হয়ে তার নিকট থেকে সানাদ গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে শায়খ উমার হানাফি ও শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ্ শাফিয়ী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলামে বিদুষী নারীদের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সংশ্লিষ্ট নারীরা তাদের অধীত বিদ্যাকে ব্যক্তিগতভাবে হাদীস অধ্যয়নের আগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং শিক্ষার্থী ও শিক্ষক হিসেবে দ্বীনি ভাইদের সাথে গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজেদের আসন গ্রহণ করেছেন। অনেক পাণ্ডুলিপির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তারা কখনো বিরাট পরিসরের সাধারণ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন আবার কখনো শিক্ষক হিসেবে নিয়মিত পাঠদান করেছেন।

খতীব বাগদাদীর কিতাবুল কিফায়াহ ও হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তিকার একটি সঙ্কলনের পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, নি'মাহ বিনতু আলী, উম্মু আহমাদ যাইনাব বিনতুল মাক্কী ও আরো কয়েকজন নারী মুহাদ্দিস এ দু'টি গ্রন্থের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ওপর কখনো স্বতন্ত্রভাবে আবার কখনো পুরুষ মুহাদ্দিসদের সাথে যৌথভাবে আযীযিয়্যা ও দিয়াইয়্যা'র ন্যায় প্রধান প্রধান কলেজসমূহে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে পাঠদান করেছেন। তাদের কয়েকটি পাঠদানে বিখ্যাত সেনাপতি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর পুত্র আহমাদ উপস্থিত হয়েছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পরিশিষ্ট ১

তাক্বরীবুত তাহযীব গ্রন্থে ব্যবহৃত চিহ্নসমূহ

তাক্বরীবুত তাহযীব গ্রন্থে যেসব বর্ণনাকারীর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে তাদের হাদীসসমূহ কে সংগ্রহ করেছেন—তা বুঝানোর জন্য ইবনু হাযার আসকালানী চিহ্ন হিসেবে বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করেছেন। যদি গ্রন্থকারের একাধিক হাদীস সঙ্কলন থাকে কিংবা যদি তার সঙ্কলনে কোনো অনন্য পরিচ্ছেদ থাকে, সে ক্ষেত্রে তিনি সেসব চিহ্নের সাথে আরো কিছু চিহ্নের সমন্বয় ঘটিয়েছেন যাতে বুঝা যায় কোন গ্রন্থে সেসব বর্ণনা পাওয়া যাবে।

خ	ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে	خت	ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থের মু'আল্লাক্বাত অংশে
بخ	ইমাম বুখারী তার আল আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে	عخ	ইমাম বুখারী তার খালক্বু আফ'আলিল ইবাদ গ্রন্থে
ز	ইমাম বুখারী তার জুযউল ক্বিরাআহ গ্রন্থে	م	ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে
ي	ইমাম বুখারী তার রাফউল ইয়াদাইন গ্রন্থে	مد	আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থের মারাসীল অংশে
د	আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থে	خد	আবু দাউদ তার আন নাসিখ গ্রন্থে
صد	আবু দাউদ তার ফাদাঈলুল আনসার গ্রন্থে	ف	আবু দাউদ তার াত তাফাররুদ গ্রন্থে
قد	আবু দাউদ তার আল ক্বাদার গ্রন্থে	كد	আবু দাউদ তার মুসনাদু মালিক গ্রন্থে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ل	আবু দাউদ তার আল মাসাইল গ্রন্থে	تم	তিরমিযী তার আশ শামাইল গ্রন্থে
ت	তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থে	عس	নাসাঈ তার মুসনাদু আলী গ্রন্থে
س	নাসাঈ তার সুনান গ্রন্থে	فق	ইবনু মাজাহ তার আত তাফসীর গ্রন্থে
كن	নাসাঈ তার মুসনাদু মালিক গ্রন্থে	ق	ইবনু মাজাহ তার সুনান গ্রন্থে
ع	যদি তার বর্ণনা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের সব ক'টিতে থাকে।		
عم	যদি তার বর্ণনা চারটি সুনান গ্রন্থের সব ক'টিতে থাকে, কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে না থাকে।		
تمييز	যদি তার বর্ণনা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের কোনো একটিতেও না থাকে।		

তাক্বরীবুত তাহযীব, খণ্ড ১, পৃ, ৩৫৫

১৪৪৪. উবায়দুল্লাহ ইবনুয যুবাইব তামীমী আম্বারী, তার ছেলে শুয়াইব তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, আর 'আল কামাল' গ্রন্থকারও তার কথা উল্লেখ করেছেন, তবে তার মাধ্যমে তার পিতার নিকট থেকে বর্ণিত কোনো হাদীস আবু দাউদ সংগ্রহ করেননি, এর পরিবর্তে তিনি শু'বা'র মাধ্যমে তার দাদা যুবাইব থেকে বর্ণিত হাদীস সংগ্রহ করেছেন। উবায়দুল্লাহ তার পিতার বরাতে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা কেবল মুতাইয়িনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। ইবনু হিব্বান তাকে অন্যতম সিকাহ তাবি'ঈতাবি'ঈ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।/১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১৪৪৫. উবায়দুল্লাহ ইবনু যাহর, দামরী গোত্রের আযাদকৃত দাস, ইফ্রীকী; সাদূক ইউখত্বী; ষষ্ঠ স্তরের।/ بخ عم

১৪৪৬. উবায়দুল্লাহ ইবনু আবী যিয়াদ রাসাফী; সাদূক; সপ্তম স্তরের।/ خت

১৪৪৭. উবায়দুল্লাহ ইবনু আবী যিয়াদ কাদ্দাহ, আবুল হুসাইন মাক্কী; লাইসা বিল ক্বাভী; ৫ম স্তরের; তিনি ১৫০ হিজরীতে (৬৭ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।/ د ت س

১৪৪৮. উবায়দুল্লাহ ইবনু আবী যিয়াদ বা যিয়াদ, আবু যিয়াদাহ বাকরী বা কিন্দী, দিমাশকী; চিকাহ; ৩য় স্তরের। বিলাছ এর বরাতে তার বর্ণনাসমূহ 'মুরসাল'।/ د

১৪৪৯. উবায়দুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনি ইবরাহীম ইবনি আব্দির রহমান ইবনি আওফ যুহরী আবিল ফাদল বাগদাদী। তিনি ছিলেন ইস্পাহানের বিচারক; সিকাহ; একাদশ স্তরের; তিনি ৬০ হিজরীতে (৬৮০ সাল) ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। خ د ت س

১৪৫০. উবায়দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনি মুসলিম জু'আফী, আবু মুসলিম কূফী; তিনি আ'মাশের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন; দ'ঈফ; সপ্তম স্তরের।/ خت

১৪৫১. উবায়দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনি ইয়াহ্ইয়া ইয়াসকারী, আবু কুদ্দামাহ সারখাসী; তিনি নিশাপুরে বসতি স্থাপন করেছিলেন; সিকাহ মা'মূন; সুন্নী; দশম স্তরের; তিনি ৪১ হিজরীতে (৬৬২ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।/ خ م س

১৪৫২. উবায়দুল্লাহ ইবনু সাঈদ উমাভী হলেন উবায়দ এবং পরবর্তীতে তার আলোচনা করা হবে।

১৪৫৩. উবায়দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ছাকাফী কূফী; মাজহূল; ৬ষ্ঠ স্তরের; ইবনু হিব্বান বলেছেন যে, মুগীরা'র বরাতে তার বর্ণনাসমূহ মুনকাতি'।/ د

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাক্বরীবুত তাহযীব, খণ্ড ২, পৃ, ৩৬

৩২৯. আলী ইবনু হাকিম ইবনি দুবাইয়ান আওদী কূফী; সিকাহ; দশম স্তরের; তিনি ১৩১ হিজরীতে (৭৪৯ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।/ بخ م س

৩৩০. আলী ইবনু হাকীম ইবনি জাহির খুরাসানী; সাদূক আবিদ; ১০ম স্তরের; তিনি ৩৫ হিজরীতে (৬৫৬ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।/ تمييز

৩৩১. আলী ইবনু হাকিম, আব্দুল্লাহ ইবনু শাওযাবের বোনের ছেলে; মাজহূল; ৭ম স্তরের/ تمييز

৩৩২. আলী ইবনু হাকিম জাহদারী; মাজহূল; ৯ম স্তরের/ تمييز

৩৩৩. আলী ইবনু হাওসাব,আবু সুলাইমান দিমাশকী; লা বা'সা বিহ; ৮ম স্তরের।/ د

৩৩৪. আলী ইবনু খালিদ মাদানী; সাদূক; ৩য় স্তরের; তিনি আবু হুরায়রা ও আবু উমামা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। দাহহাক ইবনু উসমান ও সাঈদ ইবনু হিলাল তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।/ س

৩৩৫. আলী ইবনু খাসরাম মারওয়াযী; সিকাহ; ১০ম স্তরের ক্ষুদে বর্ণনাকারীদের অন্যতম; তিনি ৫৭ হিজরীতে (৬৭৭ সাল) বা তার পরে মৃত্যুবরণ করেন; প্রায় শতায়ু পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

৩৩৬. আলী ইবনু আবিল খাসিব হলেন ইবনু মুহাম্মাদ এবং পরবর্তীতে তার আলোচনা করা হবে।

৩৩৭. আলী ইবনু দাউদ ইবনি ইয়াযীদ কানতারী আদামী, সাদূক; ১১শ স্তরের; তিনি ৭২ হিজরীতে (৬৯২ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।/ ق

৩৩৮. আলী ইবনু দাউদ, ইবনু দুআদ নামেঅ পরিচিত, আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী বসরী; কুনিয়ার মাধ্যমে পরিচিত; সিকাহ; ৮ম স্তরের; তিনি ১০৮ হিজরীতে (৭২৭ সাল) বা তার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। ع

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৩৩৯. আলী ইবনু রাবাহ ইবনি কাসীর খুম্মী আবু আব্দিল্লাহ বসরী; সিকাহ; তাকে মাঝেমধ্যে ভুলক্রমে উবাই নামে ডাকা হতো, এ নামটি তিনি অপছন্দ করতেন; ৩য় স্তরের ক্ষুদে বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত; তিনি ১১০ হিজরীতে (৭২৯ সাল) মৃত্যুবরণ করেন। بخ م عم

তাক্বরীবুত তাহযীব, খণ্ড ২, পৃ, ১০৩

৯২৭. ঈসা ইবনু নুমাইলাহ ফাযারী হিজাযী; মাজহূল; ৭ম স্তরের।/ د

৯২৮. ঈসা ইবনু হিলাল সালিহী, মূলত 'ইবনু আবী ঈসা' ইতোপূর্বে যার আলোচনা করা হয়েছে।

৯২৯. ঈসা ইবনু হিলাল সাফাদী মিশরী; সাদূক; ৪র্থ স্তরের।/ بخ د ت س

৯৩০. ঈসা ইবনু ইয়াযদাদ বা আযদাদ ইয়ামানী ফারিসী; মাজহূলুল হাল; ৬ষ্ঠ স্তরের।/ مد ق

৯৩১. ঈসা ইবনু ইয়াযীদ আযরাক, আবু মু'আয মারওয়াযী নাহভী (অর্থাৎ ব্যাকরণবিদ); মাক্বূল; ৭ম স্তরের; তিনি সারখাস শহরের বিচারক ছিলেন।/ س ق

৯৩২. ঈসা ইবনু ইউসুফ ইবনি আবান ফাখূরী, আবু মূসা রামলী; সাদূক ইয়ুখত্বী; ১১শ স্তরের; আবু দাউদ তার হাদীস সংগ্রহ করেননি।/ د س ق

৯৩৩. ঈসা ইবনু ইউনুস ইবনি আবী ইসহাক সাবিঈ ছিলেন ইসমাঈল কূফীর ভাই; তাকে শামে (সিরীয়ায়) সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল; সিকাহ মা'মূন; ৮ম স্তরের; তিনি ৮৭ বা ৯১ হিজরীতে (৭১০ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।/ ع

৯৩৪. ঈসা ইবনু ইউনুস তারসূসী; সাদূক; ১১শ স্তরের।/ د

৯৩৫. উয়াইনাহ ইবনু আব্দির রহমান ইবনি জাওসাম গাতাফানী; সাদূক; ৭ম স্তরের; তিনি ৫০ হিজরীতে (৬৭০ সাল) মৃত্যুবরণ করেন।/ بخ عم

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাক্বরীবুত তাহযীব, খণ্ড ২, পৃ, ৫৮৯

আসমা বিনতু আবী বাক্‌র্‌ সিদ্দীক, তিনি ছিলেন যুবাইর ইবনুল আওয়ামের স্ত্রী এবং প্রধান সাহাবীদের অন্যতম। তিনি ৬৩ বা ৭৪ হিজরীতে (৬৯৩ সাল) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শতাধিক বছর জীবিত ছিলেন।/ع

আসমা বিনতু যাইদ ইবনিল খত্তাব আদাবিয়্যাহ; বলা হয়ে থাকে যে তিনি একজন সাহাবিয়্যাহ ছিলেন; তিনি ইবনু আমর ইবনি নাফাইলের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।/د

আসমা বিনতু সাঈদ ইবনি যাইদ ইবনি আমর ইবনি নুফাইল। বুখারী ও মুসলিমের হাদীস গ্রন্থাবলীতে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে বাইহাকী তার পরিচয় প্রদান করেছেন; তার ব্যাপারেও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি একজন সাহাবিয়্যাহ ছিলেন।/ت ق

আসমা বিনতু সাকাল আনসারিয়্যাহ একজন সাহাবিয়্যাহ ছিলেন। বলা হয় যে, তিনি ছিলেন মূলত 'বিনতু ইয়াযীদ ইবনিস সাকান', কিন্তু তাকে তার দাদার কন্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঘটনাচক্রে তার নাম বিকৃত হয়ে গিয়েছে।/م

আসমা বিনতু আবিস ইবনি রাবীয়াহ; মাজহূলুল হাল; ৬ষ্ঠ স্তরের;/ق

আসমা বিনতু আব্দির রহমান ইবনি আবী বাক্‌র্‌ সিদ্দীক; মাকবূলাহ; ৬ষ্ঠ স্তরের।/خت

আসমা বিনতু উমাইছ খাছ'আমিয়্যাহ একজন সাহাবিয়্যাহ ছিলেন যিনি প্রথমে জা'ফর ইবনু আবী তালিবকে, পরে আবু বাক্‌র্‌ সিদ্দিককে এবং তারপর আলী ইবনু আবী তালিবকে বিয়ে করেছিলেন। তার গর্ভে এদের সকলের সন্তান জন্ম হয়। তিনি ছিলেন মাইমুনাহ বিনতুল হারিছের বোন। আলী ﷺ নিহত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।/خ عم

আসমা বিনতু ইয়াযীদ ইবনিস সাকান আনসারিয়্যাহ। তার কুনিয়াহ ছিল উম্মু সালামাহ ও উম্মু আমির; তিনি একজন সাহাবিয়্যাহ ছিলেন; তিনি অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন;/خ عم

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসমা বিনতু ইয়াযীদ কায়সিয়্যাহ বসরিয়্যাহ; মাক্বুলাহ; ৬ষ্ঠ স্তরের;/س

তারকীবুত-তাহযীব

আমাতুল ওয়াহিদ বিনতু ইয়ামীন ইবনি আব্দির রহমান। তিনি ছিলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনু বাশীর ইবনি খালিদের মা। তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাশীর নিকট থেকে এবং তার ছেলে তার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন; মাজহূলাহ; ৬ষ্ঠ স্তরের,/د

আমাহ্ বিনতু খালিদ ইবনি সাঈদ ইবনিল আসী ইবনি উমাইয়াহ ছিলেন একজন সাহাবিয়্যাহ এবং একজন সাহাবীর কন্যা। তিনি ইথিওপিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাকে বিয়ে করেন। তিনি এতো দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন যে, মূসা ইবনু উকবাহ্ তার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।/خ د س

অতিরিক্ত বর্ণনা

سنن ابن ماجة—الدعاء—اسم الله الاعظم

حدثنا ابو بكر حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن ابى زياد عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اسم الله الاعظم فى هاتين الايتين و الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم و فاتحة سورة ال عمران

مسند—احمد—باقي المكثرين—مسند انس بن مالك

حدثنا محمد بن بكر اخبرنا عبيد الله بن ابى زياد قال ثنا شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فى هذين الايتين الله لا اله الا هو الحى القيوم و الم الله لا اله الا هو الحى القيوم ان فيهما اسم الله الاعظم

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পরিশিষ্ট ২

حدثنا اسحاق بن عيسى قال حدثني يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن ابى راشد قال لقيت التنوخى رسول هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص و كان جارا لى شيخا كبيرا قد بلغ الفند او قرب فقلت الا تخبرنى عن رسالة هرقل الى النبى صلى الله عليه وسلم و رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل فقال بلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكلبى الى هرقل فلما ان جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسى الروم و بطارقتها ثم اغلق عليه و عليهم بابا فقال قد نزل هذا الرجل حيث رايتم و قد ارسل الى يدعونى الى ثلاث خصال يدعونى الى ان اتبعه على دينه او على ان نعطيه مالنا على ارضنا و الارض ارضنا او نلقى اليه الحرب و الله لقد عرفتم فيما تقرءون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمى فهلم نتبعه على دينه او نعطيه مالنا على ارضنا فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم و قالوا تدعونا الى ان ندع النصرانية او نكون عبيدا لأعرابى جاء من الحجاز فلما ظن انهم ان خرجوا من عنده افسدوا عليه الروم رفأهم و لم يكد و قال انما قلت ذلك لكم لأعلم صلابتكم على امركم ثم دعا رجلا من عرب تجيب كان على نصارى العرب فقال ادع لى رجلا حافظا للحديث عربى اللسان ابعثه الى هذا الرجل بجواب كتابه فجاء بى فدفع الى هرقل كتابا فقال اذهب بكتابى الى هذا الرجل فلما ضيعت من حديثه فاحفظ لى منه ثلاث خصال انظر هل يذكر صحيفته التى كتب الى بشيء و انظر اذا قرأ كتابى فهل يذكر الليل و انظر فى ظهره هل به شيء يريبك فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك فاذا هو جالس بين ظهرانى اصحابه محتبيا على الماء فقلت اين صاحبكم قيل ها هو ذا فاقبلت امشى حتى جلست بين يديه فناولته كتابى فوضعه فى حجره ثم قال ممن انت فقلت انا احد تنوخ قال هل لك فى الاسلام الحنيفية ملة ابيك ابراهيم قلت انى رسول قوم وعلى دين قوم لا ارجع عنه حتى ارجع اليهم فضحك و قال انك لا تهدى من احببت و لكن الله يهدى من يشاء و هو اعلم بالمهتدين يا اخا تنوخ انى كتبت بكتاب الى كسرى فمزقه و الله ممزقه و ممزق ملكه و كتبت الى النجاشى بصحيفة

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

فخرقها و الله مخرقه و مخرق ملكه و كتبت الى صاحبك بصحيفة فامسكها فلن يزال الناس يجدون منه باسا ما دام فى العيش خير قلت هذه احدى الثلاثة التى اوصانى بها صاحبى و اخذت سهما من جعبتى فكتبتها فى جلد سيفى ثم انه ناول الصحيفة رجلا عن يساره قلت من صاحب كتابكم الذى يقرأ لكم قالوا معاوية فاذا فى كتاب صاحبى تدعونى الى جنة عرضها السموات و الارض اعدت للمتقين فأين النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله اين الليل اذا جاء النهار قال فاخذت سهما من جعبتى فكتبته فى جلد سيفى فلما ان فرغ من قراءة كتابى قال ان لك حقا و انك رسول فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها انا سفر مرملون قال فناداه رجل من طائفة الناس قال انا اجوزه ففتح رحله فاذا هو يأتى بحلة صفورية فوضعها فى حجرى قلت من صاحب الجائزة قيل لى عثمان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم ينزل هذا الرجل فقال فتى من الانصار انا فقام الانصارى و قمت معه حتى اذا خرجت من طائفة المجلس نادانى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال تعال يا اخا تنوخ فاقبلت اهوى اليه حتى كنت قائما فى مجلسى الذى كنت بين يديه فحل حبوته عن ظهره و قال ها هنا امض لما امرت له فجلت فى ظهره فاذا انا بخاتم فى موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পরিশিষ্ট ৩

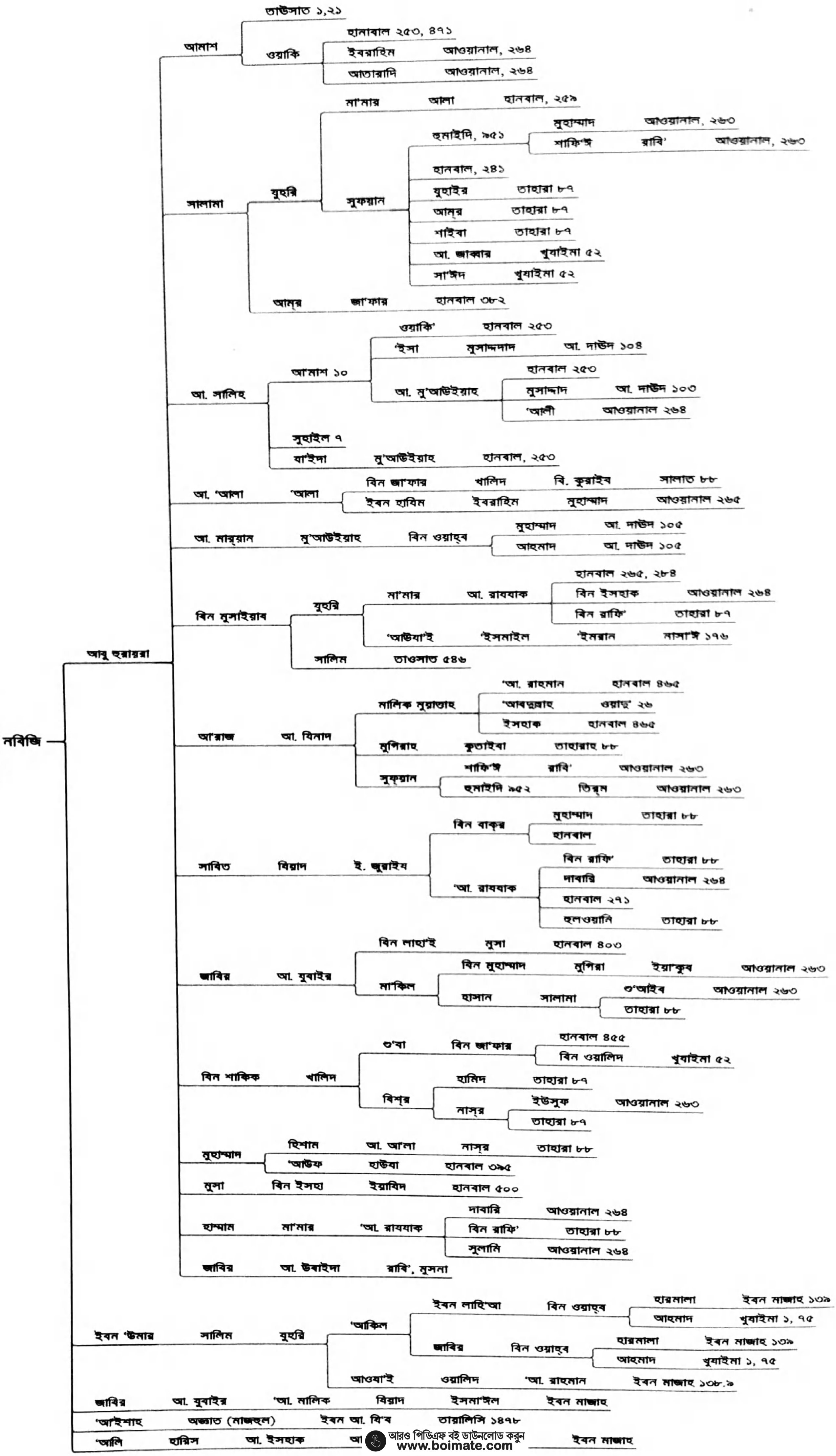

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

গ্রন্থপঞ্জী

আলবানী, নাসিরুদ্দীন। দ্যা হাদীস ইজ প্রুফ ইটসেলফ ইন বিলিফ এন্ড লজ। মিয়ামী, ফ্লোরিডা, দ্যা দার অব ইসলামিক হ্যারিটেজ, ১৯৯৫।

দ‘ঈফুল জামিঈছ ছগীর। বৈরুত, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮।

ইরওয়াউল গালীল। বৈরুত, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৯।

সহীহু সুনানু আবী দাউদ। বৈরুত, আল মাকতাবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮।

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ‘ঈফাহ ওয়াল মাওদূ‘আহ। বৈরুত, আল মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭২।

আনসারী, মুহাম্মাদ তুফাইল, সুনানু ইবনি মাজাহ, [আরবি/ইংরেজি], লাহোর, কাজী পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩।

আরনাঊত, আব্দুল কাদির (সম্পাদিত)। জামিউল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল। বৈরুত, মাকতাবাতুল হিলওয়ানী, ১৯৬৯–৭২।

আসকালানী, হাফিজ ইবনু হাজার, বুলূগুল মারাম (ইংরেজি অনুবাদ), রিয়াদ, দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬।

আতিয়্যাহ, ইজ্জত আলী, আল বিদ‘আহ, বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০।

আজমী, মুহাম্মাদ মুস্তাফা, স্টাডিজ ইন হাদীস মেথডলজি এন্ড লিটারেচার, ইন্ডিয়ানাপোলিস, ইন্ডিয়ানা, আমেরিকান ট্রাস্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৭৭।

ডেভিডস, মুহাম্মাদ আদিল। দ্যা সায়েন্স অব অথেনটিকেটিং দ্যা প্রফেটস ট্রাডিশান্স। কেপ টাউন, সাউথ আফ্রিকা, দারুল হাদীস ট্রাস্ট, ১৯৯৮।

দেহলভী, শাহ আব্দুল আযীয। বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন। দিল্লী, ১৮৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাকিম, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ, আল মুস্তাদরাক আলাছ সহীহাইন। বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯০ সাল।

হাসান, আহমাদ, সুনান আবু দাউদ, (ইংরেজি অনুবাদ), লাহোর, শাহ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭।

হাসান, শুয়াইব, এন ইন্ট্রোডাকশন টু দ্যা সায়েন্স অব হাদীস, লন্ডন, আল কুরআন সোসাইটি, ১৯৯৪।

ক্রিটিসিজম অব হাদীস আমং মুসলিমস উইথ রেফারেন্স টু সুনান ইবন মাজা, লন্ডন, তা-হা পাবলিশার্স লিঃ, ১৯৮৬।

ইবনু আব্দিল বার, ইউসুফ ইবনু আব্দিল্লাহ। আল ইস্তিয়াব। বৈরুত, দারুল জীল, ১৪০২ হিজরী।

ইবনু আবিল হাদীদ, আবু হামিদ ইবনু হিবাতিল্লাহ, শারহু নাহজিল বালাগাহ, কায়রো, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ আল কুবরা, ১৯৫৯।

ইবনু আবী শাইবাহ, আবু বাক্‌র্‌ আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ। মুছান্নাফু ইবনি আবী শাইবাহ। রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরী।

ইবনু আসাকির, আলী ইবনুল হাসান। তারীখু দিমাশক আল কাবীর। দামেশক, রওদাতুশ শাম, ১৯১১–১৯৩২।

ইবনুল জাওযী, আব্দুর রহমান ইবনু আলী। আল মাওদূ‘আতুল কুবরা। মাদীনা, আল মাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, ১৯৬৬।

ইবনু হাযার, আহমাদ ইবনু আলী। লিসানুল মীযান।

ইবনু কাছীর, হাফিজ, আল বাঈছুল হাছীছ শারহু ইখতিসারি উলূমিল হাদীস, নাসিরুদ্দীন আলবানীর পাদটীকা সহ আহমাদ শাকির কর্তৃক সম্পাদিত, রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১৯৯৬।

ইবনু মুঈন, ইয়াহইয়া, আত তারীখ, (মক্কা, কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৯)।

কামালী, মুহাম্মাদ হাশিম, প্রিন্সিপ্‌লস অব ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স, ক্যামব্রীজ, ইসলামিক টেক্সট্‌স সোসাইটি, ১৯৯১।

খান, মুহাম্মাদ মুহসিন, সহীহ বুখারী, (আরবি-ইংরেজি)। লাহোর, কাজী পাবলিকেশন্স, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

খতীব বাগদাদী, আহমাদ ইবনু আলী, আল কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, (কায়রো, দারুল কুতুবিল হাদীসাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২)।

মাগরিবী, হাসান, ইন্ট্রোডাকশন টু দ্যা স্টাডী অব দ্যা হাদীস, রোশনী, সাউথ আফ্রিকা, রোশনী ইসলামিক স্কুল, ১৯৯৪।

নববী, ইয়াহ্ইয়া ইবনু শারাফ, সহীহু মুসলিম বি শারহিন নববী, কায়রো, দারু আবী হাইয়ান, ১৯৯৫।

প্যাটন, ডাব্লিউ এম। আহমাদ ইবনু হাম্বল এন্ড দ্যা মিহনা। লাইডেন, ১৮৯৭।

রহীমুদ্দীন, মুহাম্মাদ, ট্রান্সলেশন অব মু'আত্তা ইমাম মালিক, (নয়া দিল্লী, কিতাব ভবন, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১)।

সালিহ, মুহাম্মাদ আদীব। লামহাতুন ফী উসূলিল হাদীস। দামেশক, ১৩৯৩ হিজরী।

শাকির, আহমাদ। জামিউছ সহীহ। বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭।

সিদ্দীকী, আব্দুল হামীদ। সহীহু মুসলিম, (ইংরেজি অনুবাদ) লাহোর, শাহ মুহাম্মাদ আশরাফ পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

সিদ্দীকী, মুহাম্মাদ যুবায়ের, হাদীস লিটারেচার, ইটস অরিজিন, ডেভেলপমেন্ট এন্ড স্পেশাল ফিচারস, ক্যামব্রীজ, ইসলামিক টেক্সট্স সোসাইটি, ১৯৯৩।

সুবকী, আবু নাসর আব্দুল ওয়াহ্হাব। তাবাক্বাতুশ শাফিইয়্যাহ আল কুবরা। মিশর।

যাহাবী, আল মূক্বিযাহ। সিরীয়া, হালাব, মাকতাবাতুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৫।

যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ। সিয়ারু আলামিন নুবালা, বৈরুত, মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা বই পড়ি কেন? জানার জন্য—নিজেদের জানা, এ পৃথিবীকে জানা, আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানা। জ্ঞানের উৎস সর্বজ্ঞ স্রষ্টা। এই জ্ঞানই সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়, সমাজকে টিকিয়ে রাখে।

জ্ঞানের আধার বই। জ্ঞানচর্চা আমাদের ঐতিহ্য। কালের বিবর্তনে আজ তা হারিয়ে গেছে। তথ্য-বিস্ফোরণে জ্ঞান আজ কোণঠাসা। শিক্ষার দীনতায় অজ্ঞতার মহামারি। জ্ঞানার্জনে অনাগ্রহের পাশাপাশি বইয়ের দুর্বোধ্য ভাষা, মলিন প্রচ্ছদ আর জীর্ণ পৃষ্ঠা পাঠ-অনাকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। গ্রন্থাগারদে বন্দি প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানের নয়, চারদিকে আজ লঘু বিনোদনের জয়জয়কার।

'সিয়ান পাবলিকেশন'-এর স্বপ্ন বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপস্থাপন—ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত ক্ষেত্রের জ্ঞান।
বিষয়বস্তু নির্বাচনে আমরা জীবনঘনিষ্ঠ এবং তথ্যসূত্রে প্রামাণ্য; আমাদের লক্ষ্য সাবলীল ভাষা এবং নান্দনিক উপস্থাপনা। সময়, শ্রম ও সম্পদ সাশ্রয়পূর্বক সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে যাওয়ার নিমিত্তে আমাদের রয়েছে ই-কমার্স সংযুক্তি www.seanpublication.com ক্লিকেই পৌঁছে যাবে আপনার ঘরে।

আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞানের এ প্রসার আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীর ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে ইনশা'আল্লাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Sean PUBLICATION

কুরআন-সুন্নাহ একটি অপরটির পরিপূরক। কুরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধগুলোর ফলিত রূপ আমরা জানতে পারি কেবল সুন্নাহ তথা হাদীস থেকে। আপনি যদি নিজের জীবনকে আল্লাহর পছন্দনীয় শৈলীতে সাজাতে চান, তবে কুরআনের পাশাপাশি হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের কোনো বিকল্প নেই।

শুদ্ধ জ্ঞান যেমন মানুষকে সঠিক পথ দেখায় তেমনি ভুল জ্ঞান কেবল বিপথগামিতাকেই তরান্বিত করে। তাই আমরা যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামের জ্ঞান লাভ করতে পারিনি, তারা যখন বাজার থেকে হাদীসের অনুবাদ কিনে পাঠ শুরু করি তখন বেশ গোলমেলে এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। হাদীস পাঠ করে নিজের আমল-আখলাক সংশোধনের চেয়ে অন্যের প্রতি আঙুল তুলতে অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়ি। জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্যই তখন মাঠে মারা যায়।

হাদীসের অনুবাদ পড়ে তার মর্মার্থ বুঝতে হলে প্রথমে আমাদেরকে হাদীস বোঝার মূলনীতিগুলো সম্পর্কে কিছুটা হলেও জ্ঞান রাখতে হবে। অন্যথায় সে মূলনীতিহীন জ্ঞান আমাদেরকে ভুল পথে ঠেলে দিতে পারে। এ বইটি আমাদেরকে সেই জ্ঞান অর্জনে চমৎকারভাবে সাহায্য করবে ইনশা আল্লাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com